জ্ঞানঃ ইসলামী রূপায়ণ

ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী

জ্ঞান ঃ ইসলামী রূপায়ণ

With Compliments from

17.6.93

SHAH ABDUL HALIM

মূল ঃ ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী
রূপান্তর ঃ মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ আখুন্দী

www.pathagar.com

জ্ঞান ঃ ইসলামী রূপায়ণ

ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী

প্রকাশকাল

মে ১৯৯৫

প্রকাশক

ইসলামিক ইনফরমেশন ব্যুরো

৫৫ পুরানা পল্টন (দ্বিতীয় তলা)

ঢাকা-১০০০

মুদ্রণে

চৌকস

১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড (চতুর্থ তলা)

ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৪১৯৬৫৪

প্রচ্ছদ

আরিফুর রহমান

মূল্য

টঃ ৭০.০০

Islamization of Knowledge : General Principles And Workplan by Ismail Raji al Faruqi. Translated into Bengali from English by Muhammad Sanaullah Akhunji. Published by Islamic Information Bureau, 55 Purana Paltan (Ist Floor), Dhaka-1000, Bangladesh. Cover designed by Arifur Rahman. Ist Edition : May 1995. Price : Tk. 70.00

www.pathagar.com

উৎসর্গ

শামসুন্নাহারকে
সম্পদে-বিপদে
যে আমার সঙ্গকেই
শ্রেয় মনে করেছে

— অনুবাদক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

ইসলামিক ইনফরমেশন ব্যুরো একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। ব্যুরোর উদ্দেশ্য হচ্ছে আধুনিক বিশ্বের মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাদি জনসমক্ষে তুলে ধরা। এই উদ্দেশ্যে ব্যুরো ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী রচিত গ্রন্থ Islamization of Knowledge : General Principles And Workplan - এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করল। ব্যুরো একটি স্বায়ত্তশাসিত অলাভজনক সংস্থা। ইসলামী চিন্তা ও জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারই এর একমাত্র লক্ষ্য।

এ গ্রন্থটি প্রকাশনার ক্ষেত্রে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ফজলে আজিম, বন্ধুবর কাজী মাহতাব উদ্দীন আহমেদ, মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন, আবুল খায়ের চৌধুরী ও আমার স্ত্রী অধ্যাপিকা খোদেজা সুলতানা। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থটি পাঠক সমাজের আগ্রহ সৃষ্টিতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। বিশেষ করে শিক্ষাবিদ, শিক্ষা-গবেষক বা শিক্ষা-কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত পাঠক শিক্ষা সমস্যার ব্যাপ্তি ও প্রকৃতিকে অনুধাবনে যথেষ্ট দিক-নির্দেশনা পাবেন। ইসলামের পুনর্জাগরণ চেতনার বিকাশে সহায়ক শিক্ষাক্রম ও কাঠামো পুনর্বিন্যাসে এটি চিন্তার প্রচুর খোরাক দেবে।

শাহ্ আবদুল হালিম
চেয়ারম্যান
ইসলামিক ইনফরমেশন ব্যুরো

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে বড় সমস্যা কোন্‌টি? এ প্রশ্নের বিবিধ উত্তর আসতে পারে। তবে তাতে মূল সমস্যাটি হয়ত উপেক্ষিত থেকে যাবে। কারণ গভীর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যাবে উম্মাহর প্রধানতম সমস্যা হচ্ছে শিক্ষা নয়, খোদ শিক্ষা ব্যবস্থা। পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতা আমাদের গ্রাস করেছে ঠিকই, কিন্তু ভেতর থেকে কুরে কুরে খাচ্ছে শিক্ষার দ্বৈত ব্যবস্থা। একটি আধুনিক এবং অন্যটি প্রাচীন বা সংকীর্ণ অর্থে ধর্মীয়। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের আর কোথাও, একমাত্র মুসলিম দেশগুলো ছাড়া, এহেন অদ্ভুত ব্যবস্থা চালু নেই। পাশ্চাত্যের অর্থাৎ ইউরোপ ও আমেরিকার মানবতাবোধ বর্জিত ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো শত শত বছর ধরে মুসলিম তথা তৃতীয় বিশ্বের ওপর শাসন-শোষণ চালিয়েছে এবং প্রথমত তাদেরই কিছু স্বদেশীয় সেবাদাস তৈরী এবং দ্বিতীয়ত উম্মাহকে চিরকালের জন্য দ্বিধাবিভক্ত রাখার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যে আধুনিক ও ধর্মীয়—এই দ্বৈত শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করে। বেশি দূরে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন, ভারতীয় উপমহাদেশই এর চরম উদাহরণ। উইলিয়াম হান্টারের স্বীকারোক্তিই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী মুসলমানদের কাছ থেকে শাসনদণ্ড ছিনিয়ে নিয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে যে-শিক্ষা সংস্কার করে তখন থেকেই মুসলিম উম্মার প্রকৃত অবক্ষয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। বস্তুত নীতিজ্ঞানহীন পাশ্চাত্য শক্তি এই একটিমাত্র অস্ত্র ব্যবহার করে সারা বিশ্বকে অবোধ বালকের মতো বশ করে রেখেছে। এক্ষেত্রে তাদের সাফল্য শতকরা একশভাগ। ফলে মুসলিম উম্মাহ আজ স্বকীয় সংস্কৃতির চেতনা-বিন্দু থেকে শুধু ৯০ নয়, প্রায় ১৮০ ডিগ্রী মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে পাশ্চাত্যের দিকে।

সুতরাং আমাদের পয়লা নম্বর সমস্যা হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যা। খোলামনে বিগত কয়েক শতকের ঔপনিবেশিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যে-কেউ এই উপসংহারে উপনীত হতে বাধ্য হবেন। বস্তুত এই সমস্যাটি উম্মাহর ওপর বিষফোঁড়ার মতো চেপে আছে। এর বিষক্রিয়ায় আমাদের স্বকীয় চেতনা প্রায় অবলুপ্ত।

অবশ্য চারদিকই যে অমানিশার অন্ধকারে আবৃত তা নয়। আশার আলোকরশ্মিও আমাদেরকে হাতছানি দিচ্ছে। বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশ এবং বিশ্বের বহু ইসলামী চিন্তাবিদ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রবর্তিত দ্বৈত শিক্ষাব্যবস্থা বিলোপ করে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সমন্বিত একক ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা উদ্ভাবনে নিরন্তর

www.pathagar.com

সাধনায় নিমগ্ন। সেই সাধনারই ফসল আমেরিকা প্রবাসী ফিলিস্তিনী চিন্তাবিদ ডঃ ইসমাঈল রাজী আল ফারুকীর বই–Islamization of Knowledge : General Principles and Workplan–এই বইয়েরই বাংলা রূপান্তর "জ্ঞানের ইসলামী রূপায়ণ"। আমাদের এক নম্বর সমস্যা সমাধানে এটি এক অমূল্য সংযোজন বিধায় ডঃ ফারুকী একটি এক নম্বর কাজই সমাধা করেছেন।

আশা করি, বাংলাদেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশসহ বিশ্বের সকল এলাকার মুসলিম চিন্তাবিদ ও সাধারণ মানুষ এ বইটি পাঠ করে শিক্ষা, জ্ঞানতত্ত্ব ও তার ইসলামী রূপায়ণ সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবেন। এবং শিক্ষাব্যবস্থার ঔপনিবেশিক জোয়াল উপড়ে ফেলার সংগ্রামে শরীক হবেন। বস্তুত এ বইয়ের প্রচার, প্রসার ও পাঠের সার্থকতা সেখানেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের এই অকিঞ্চনের আয়োজন কবুল করুন। আমীন !

মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ আখুঞ্জী
ঢাকা
৭ ই ডিসেম্বর, ১৯৯০ ইং

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থট বিশ্বের ইসলামী চিন্তাবিদদের হাতে এই অনুপম পুস্তক তুলে দিতে পেরে আনন্দিত। এটি জ্ঞানের ইসলামীকরণ সংক্রান্ত একটি রচনা যা হিজরী পঞ্চদশ শতকের প্রথম দশকের একটি সবচেয়ে সময়োপযোগী উপহার। বইটি বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টরের দুটি নিবন্ধ এবং ইসলামাবাদ সেমিনারে অংশগ্রহণকারী বিশ্বের পঞ্চাশজনেরও বেশী ইসলামী চিন্তাবিদের চিন্তাধারার ফসল। ইসলামাবাদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থটের উদ্যোগে ১৪০২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে (জানুয়ারী ১৯৮২) সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

এই বইয়ে মুসলিম উম্মাহর বিদ্যমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা, অতীত থেকে জ্ঞান আহরণের গুরুত্ব এবং ইপ্সিত লক্ষ্যে পরিবর্তনের পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়েছে। উম্মাহর অস্তিত্ব ও সমৃদ্ধির জন্য এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ কারণেই বইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহতায়ালা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন, "আল্লাহ পাক কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে।" (আল-কুরআন-১৩ ঃ ১২)

সমগ্র উম্মাহ যে বিপজ্জনক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন তা এ বইয়ে বিধৃত হয়েছে। এতে উম্মাহর বর্তমান সংকট নিরসনের পথ নির্দেশ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সাথে বিশ্বনেতৃত্বে তার যথার্থ ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, "এভাবে আমরা তোমাদিগকে একটি মধ্যম পন্থার উম্মৎ বানিয়েছি যেন তোমরা দুনিয়ায় লোকদের জন্য সাক্ষী হও, আর রাসূল যেন সাক্ষী হয় তোমাদের উপর" (আল-কুরআন-২ ঃ ১৪৩)। আল্লাহপাক এ ব্যবস্থা এজন্য করেছেন যাতে ভাল ও মন্দ এবং পাপ ও পুণ্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। এ সব কারণেই বইটি ইসলামী চিন্তাবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য যথেষ্ট। এটি তাদের মধ্যে এক সম্ভাবনাময় মহত্তম আদর্শ অন্বেষণের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা জাগিয়ে দিবে এবং তার ভবিষ্যৎ বাস্তবায়নে অংশগ্রহণের প্রেরণা যোগাবে।

চৌদ্দশ' হিজরীর শেষার্ধ থেকে বিশ্বব্যাপী ইসলামী চেতনার জোয়ার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পাশাপাশি উম্মাহর বিভিন্ন অংশ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের পথে দ্রুত এগিয়ে যায়। এসব অগ্রগতি সত্ত্বেও ঐ শতাব্দীতে বড় ধরনের বিপর্যয়ও ঘটে। তা' হচ্ছে মুসলমানরা

www.pathagar.com

অন্য সভ্যতার অনুকরণে মত্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু এই মত্ততা কোন ক্ষেত্রেই সফলতা আনতে পারেনি। বরং মুসলিম সমাজের উচ্চস্তরে ইসলামবিমুখতা এবং বাকীদের মধ্যে নৈতিক অধঃপতন ও হীনমন্যতা সৃষ্টিতে সফল হয়। ঔপনিবেশিক হানাদারদের আপদ মুসলমানদের ওপরে চেপে থাকায় ইসলামী দর্শনের ওপর কালমেঘ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। বিদেশী প্রভাবের বিষবাষ্প আরো বিস্তৃত হয় হানাদারদের প্রস্থানের পর। কারণ বহু প্রজন্ম অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও মুসলমানরা এর কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি। বিজাতীয় রীতিনীতি, ইংরেজী ও ফরাসী ভাষার বিস্তৃতি, অফিস, বাড়ি ও নগরসমূহের নকশা, বিনোদন মাধ্যম, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চর্চা, মানুষ ও সমাজ সম্পর্কিত চিন্তাচেতনা তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই প্রভাব সুস্পষ্ট। বিজাতীয় ধ্যান-ধারণা প্রসারের প্রধান বাহন হচ্ছে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা এখন দুটি ভাগে বিভক্ত- একটি "আধুনিক", অন্যটি "ইসলামী"। দ্বিমুখী শিক্ষা মুসলমানদের অধঃপতনের মূল কারণ। এই অবস্থার পরিবর্তন না হলে উম্মাহর পুনর্গঠন এবং আল্লাহতায়ালার অর্পিত দায়িত্ব পালনের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

অতীতে অনেক প্রখ্যাত মুসলমান বিদেশী ভাবধারাসম্পন্ন বিষয় পাঠক্রমে সংযোজিত করে ইসলামী শিক্ষা সংস্কারের চেষ্টা চালিয়েছেন। সাইয়েদ আহমদ খান ও মুহাম্মাদ আবদুহ এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। জামাল আব্দুল নাসের ১৯৬১ সালে ইসলামী শিক্ষার অজেয় দুর্গ আল-আজহারকে একটি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করে সেই কাজ সম্পূর্ণ করেন। তাঁরা এই ধারণার বশবর্তী হন যে, 'আধুনিক' বিষয়গুলো ক্ষতিকর নয় বরং মুসলমানদের চেতনাকে উজ্জীবিত করবে। তাঁরা কদাচিৎ এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, পাশ্চাত্যের মানবিক বিদ্যা, সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান তাদের জীবন ও জগত সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণারই প্রতিফলন এবং তা সমভাবেই ইসলামের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। পারস্পরিক সম্পর্ক, এসব বিষয়ের পদ্ধতি, সত্য ও জ্ঞানের ধারণা এবং মূল্যবোধ প্রক্রিয়ার মধ্যে যে সূক্ষ্ম অথচ আবশ্যিক সম্পর্ক রয়েছে সে বিষয়েও তাঁরা সামান্যই অবহিত ছিলেন। এ কারণে তাদের সংস্কারের কোন ফল পাওয়া যায়নি। একদিকে ইসলামী জ্ঞানের সংরক্ষিত বিশাল ভান্ডার স্পর্শ করা হয়নি, অন্যদিকে নবসংযোজিত আধুনিক জ্ঞানে উৎকর্ষ অর্জনেরও চেষ্টা করা হয়নি যেমন তার উৎসভূমিতে হয়েছে। পক্ষান্তরে আধুনিক জ্ঞান মুসলমানদেরকে বিজাতীয় গবেষণা ও নেতৃত্বের ওপর নির্ভরশীল করে রেখেছে। বৈজ্ঞানিক বস্তুনিষ্ঠতার গালভরা দাবিতে এই জ্ঞান তাদেরকে এর সত্যতা সম্পর্কে স্থিরনিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটা ইসলামী দর্শনের বিপরীত, তথাকথিত প্রগতির ধারকরা যাকে রক্ষণশীল ও পশ্চাদমুখী বলতে অভ্যস্ত।

সুতরাং এরূপ ক্ষতিকর ও আয়েশী শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারে ইসলামী চিন্তাবিদদের উদ্যোগ নেবার সময় এসে গেছে। শিক্ষা সংস্কার মানে আধুনিক জ্ঞানের রূপায়ন। এ

www.pathagar.com

কাজটি প্রকৃতিগতভাবে আমাদের প্রাচীন আলেম ও জ্ঞানীদের প্রচেষ্টার অনুরূপ হলেও পরিধির দিক দিয়ে ব্যাপকতর। প্রাচীন আলেমরা তাঁদের সমসাময়িক জ্ঞানে পান্ডিত্য অর্জন করে ইসলামী সংস্কৃতি–সভ্যতার ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন। এখন জ্ঞানের বিষয় বা শাখা হিসেবে মানবিক, সমাজ বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ইসলামী দর্শনের আলোকে পুনর্গঠিত করতে হবে। প্রতিটি বিষয় পদ্ধতি, কৌশল, উপাত্ত, সমস্যা, লক্ষ্য ও আকাংখার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইসলামী নীতিমালার আলোকে ঢেলে সাজানো আবশ্যক, প্রত্যেকটি বিষয়ে তওহীদের তিনটি দিক স্পষ্টভাবে সন্নিবেশিত করতে হবে। প্রথম, জ্ঞানে একত্ব। এর আওতায় সকল বিষয়ে সত্যের জ্ঞান সম্পর্কে যুক্তি, বস্তুনিষ্ঠা ও পর্যালোচনাধর্মী বক্তব্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এর ফলে কোন কোন বিজ্ঞান যুক্তিসম্মত এবং কোন কোন জ্ঞান যুক্তিহীন; কোন কোন বিষয় বিজ্ঞানসম্মত ও চূড়ান্ত এবং কোন কোন জ্ঞান গোঁড়ামিপ্রসূত ও আপেক্ষিক–চিরতরে এরূপ দাবির কবর রচিত হবে। দ্বিতীয়, জ্ঞানের ঐক্য। এর আওতায় জ্ঞানের সকল শাখা সৃষ্টির ঐশী (telic) রীতির বাস্তবতা স্বীকার করে নিয়ে সেই উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত হবে। এই ব্যবস্থা কোন কোন বিষয় মূল্যবোধ সম্মত এবং অন্যান্য জ্ঞান মূল্যবোধহীন বা নিরপেক্ষ এই ধারণার অবসান ঘটাবে। তৃতীয়টি হচ্ছে ইতিহাসের ঐক্য। এতে সকল বিষয়ে মানবীয় কর্মকান্ডের উম্মাহগত বা সামাজিক প্রকৃতির স্বীকৃতি দিয়ে ইতিহাসে উম্মাহর স্বার্থ সংরক্ষণ করা হবে। এর ফলে জ্ঞানের ব্যষ্টিক ও সামাজিক বিজ্ঞানে বিভক্তির সমাপ্তি ঘটিয়ে সকল বিষয়কে একই মানে মানবিক ও উম্মাহগত বলে বিবেচনা করা হবে।

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, ইসলাম চিন্তা, জীবনযাত্রা ও অস্তিত্বের সকল দিকের সাথে সংগতিপূর্ণ। প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যে এই প্রাসংগিকতা সুষ্ঠুভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে। এ জন্যে সংশ্লিষ্ট পাঠ্যপুস্তক পুনর্লিখিত করতে হবে। তদুপরি মুসলিম শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদান এবং স্কুল–কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব পাঠ্যপুস্তক পড়ানোর উপযুক্ত ব্যবস্থাও নিতে হবে। যাতে এগুলো বিশ্বের ইতিহাসে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করতে পারে। ইসলামী জ্ঞানের পাদপীঠ মাদ্রাসা এক্ষেত্রে দ্বাদশ শতাব্দীর প্যারিস, অক্সফোর্ড ও কলোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ স্বায়ত্তশাসিত ওয়াক্‌ফ্ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছিল। এসব মাদ্রাসা, সকল শাখায় জ্ঞান অন্বেষণ, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে উম্মাহর সাফল্য ও অবদানকে মহিমান্বিত রূপে তুলে ধরেছে। ইসলামের নিয়ম মাফিক এসব মাদ্রাসার কর্মকান্ড শুরু হয় ফজরের নামাজ দিয়ে আর শেষ হয় এশার নামাজের মধ্য দিয়ে। এর শিক্ষক ও ছাত্ররা আল্লাহর সৃষ্টিধারা সমুন্নত করার লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে একযোগে কাজ করেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিত নিষ্পাপ চরিত্রের শিক্ষকদেরকে ছাত্ররা

www.pathagar.com

একাগ্রচিত্তে অনুসরণ করত। শিক্ষকরা তাদের ইমামতি (পাগড়ি ও জোব্বা বিতরণের মাধ্যমে সমাবর্তন) প্রদান করে ছাত্রদের শিক্ষাজীবনের স্বীকৃতি দিত যার অর্থ ঐসব ছাত্র জ্ঞানেগুণে তাদের শিক্ষকদের মতোই ব্যুৎপত্তি হাসিল করেছে। শিক্ষার মান ছিল উচ্চতম স্তরে। কারণ শিক্ষকদের সম্মান ও খ্যাতি বজায় রাখার গুরুদায়িত্ব ছিল ছাত্রদের হাতে। ইসলামী দর্শন তথা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সত্য অন্বেষণের ব্রত পালনের দরুনই এই উৎকর্ষ অর্জন সম্ভব হয়েছিল।

এ সত্ত্বেও পঞ্চদশ হিজরী শতকের প্রারম্ভে মুসলমানরা বিবিধ সমস্যার জটাজালে আবদ্ধ। শিক্ষাব্যবস্থার স্বাভাবিক বিকাশের পরিকল্পনার অভাবে বিপুল সংখ্যক ছাত্র বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে। জ্ঞানের সকল শাখায় যে বিস্তৃতি ঘটছে তা আয়ত্ত করার কোন পরিকল্পনাও মুসলিম বিদ্বানদের নেই। এর ফলে ক্রমবর্ধমান হারে মুসলিম ছাত্ররা শিক্ষালাভের জন্য পাশ্চাত্যে পাড়ি জমাচ্ছে। আর এভাবে মুসলিম বিশ্বের মেধা পাচার হয়ে যাচ্ছে। আরো মর্মান্তিক হচ্ছে, চলতি হিজরী শতকের শুরুতে বামপন্থী ইরাক এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের যুদ্ধ, আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসন, লেবাননে ইসরাইলী হামলা, গোলান মালভূমি দখল, ফিলিস্তিনে সুপরিকল্পিত ইহুদী উপনিবেশ স্থাপন, পশ্চিম সাহারা, পূর্ব আফ্রিকা, দক্ষিণ আরব, ফিলিপাইনে অব্যাহত লড়াই, কাশ্মীরে দখলদারিত্ব এবং ভারতে ইতিহাসের বৃহত্তম মুসলিম সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ওপর নির্যাতনে বিশ্বব্যাপী মুসলিম বিবেক দারুণভাবে মর্মাহত। এছাড়া সারা বিশ্বে ইসলামী বিপ্লবের কর্মীরা মামলা, নির্যাতন ও অপবাদের শিকার। ইসলামের স্বার্থ আজ সর্বতোভাবে বিপন্ন।

এসব ঘটনাপ্রবাহের দরুন সমগ্র উম্মাহর উপর অমানিশার অন্ধকার নেমে এসেছে। ইসলামী চিন্তাবিদদের জন্য তাদের চিন্তাচেতনা এই সংকট মোচনে কেন্দ্রীভূত করার চেয়ে বড় কাজ আর নেই। ইসলামী ইতিহাসে বুদ্ধিবৃত্তির পর্যায়ে আল্লাহু আকবার তথা জেহাদের ডাক আজকের মতো এতো তীব্রভাবে আর কখনো অনুভূত হয়নি।

কামনা করি, উম্মাহর চিন্তাবিদরা এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহতায়ালা তাঁদের সাধনার পথে নিরবচ্ছিন্ন দিশারী হোন এবং এ ক্ষেত্রে তাঁরা সাফল্য অর্জন করে আল্লাহতায়ালা, তাঁর রাসুল (সাঃ) এবং মুমিনদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করুন। আমীন !

ওয়েন কোট
পেনসিলভানিয়া
যুক্তরাষ্ট্র।
জিলহাজ্ব ১৪০২

ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী
ডিরেক্টর
ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব
ইসলামিক থট।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১. সমস্যা ১৫

ক মুসলিম উম্মাহর অস্থিরতা ১৫

খ. অস্থিরতার উল্লেখযোগ্য ফলশ্রুতি ১৬

১. রাজনৈতিক অংগনে ১৬

২. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ১৭

৩. ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অংগনে ১৯

গ. অস্থিরতার উৎস ২১

১. মুসলিম বিশ্বে শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ২১

২. দর্শনের অভাব ২২

২. কর্তব্য ২৬

ক. দু'টি শিক্ষাব্যবস্থার একত্রীকরণ ২৬

খ. ইসলামের দৃষ্টিভংগী বিকশিত করা ২৭

১. বাধ্যতামূলক ইসলামী সভ্যতা অধ্যয়ন ২৮

২. আধুনিক জ্ঞানের ইসলামীকরণ ৩২

৩. পদ্ধতি ৩৫

ক. চিরাচরিত পদ্ধতির ত্রুটি ৩৫

১. ফিকাহ্ ও ফকীহ এবং ইজতিহাদ ও মুজতাহিদ ৩৬

২. ওহী ও আকলের পরস্পর বিচ্ছিন্নতা ৩৮

৩. কর্ম থেকে চিন্তার বিচ্ছিন্নকরণ ৩৯

৪. সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দ্বৈততা ৪০

খ. ইসলামী পদ্ধতির প্রথম নীতি ৪১

১. আল্লাহর একত্ব ৪১

২. সৃষ্টির ঐক্য ৪২

ক. মহাজাগতিক শৃঙ্খলা ৪২

খ. সৃষ্টিজগত ৪৩

গ. তাশকীর ৪৪

www.pathagar.com

৩. সত্য ও জ্ঞানের ঐক্য ৪৫
৪. জীবনের ঐক্য ৪৭
ক. ঐশী আমানত ৪৭
খ. খলিফা ৪৯
গ. ব্যাপকতা ৫১
৫. মানবতার ঐক্য ৫২
৪. কর্ম-পরিকল্পনা ৫৭
ক. জ্ঞানের ইসলামীকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ৫৮
১. আধুনিক জ্ঞানের বুৎপত্তি ঃ শ্রেণীবিন্যাস ৫৮
২. জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জরিপ ৫৮
৩. ইসলামী জ্ঞানশাস্ত্রের বুৎপত্তি ঃ সংকলন ৫৮
৪. ইসলামী জ্ঞানের বুৎপত্তি ঃ বিশ্লেষণ ৫৯
৫. বর্তমান জ্ঞান শাখাগুলোর সাথে ইসলামের সুনির্দিষ্ট সাযুজ্য স্থাপন ৬০
৬. আধুনিক জ্ঞানের বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনা ৬০
৭. ইসলামী জ্ঞানের উৎস পর্যালোচনা ঃ উৎকর্ষ ৬১
৮. উম্মাহর প্রধান সমস্যাবলী জরিপ করা ৬২
৯. মানব জাতির সমস্যা জরিপ ৬২
১০.সৃজনশীল বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ ৬৩
১১. ইসলামী কাঠামোর আওতায় বিভিন্ন বিষয়ের পুনর্বিন্যাস ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক ৬৪
১২.ইসলামী জ্ঞানের প্রসার ৬৫
খ. জ্ঞানের ইসলামী রূপায়ণে অন্যান্য সহায়ক উপায় ৬৬
১. সম্মেলন ও সেমিনার ৬৬
২. ফ্যাকাল্টি প্রশিক্ষণের জন্য শ্রেণী কর্মশালা ৬৬
গ. বাস্তবায়নের আরো নিয়ম ৬৬
পরিশিষ্ট ঃ ১ ৬৮
পরিশিষ্ট ঃ ২ ৭৫
পরিশিষ্ট ঃ ৩ ৭৯

www.pathagar.com

আল্লাহর কাছে জ্ঞানীদের মর্যাদা

কেবল জ্ঞানীরাই এর মর্ম অনুধাবন করতে পারে। (আল-কুরআন ২৯ ঃ ৪৩)

মানুষের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে (আল্লাহকে) ভয় করে।
(আল-কুরআন ৩৫ ঃ ২৮)

বলো, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি কখনো সমান?
(আল-কুরআন ৩৯ ঃ ৯)

আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন তাকে জ্ঞান দান করেন; আর যাকে জ্ঞান দেয়া হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। এবং বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই শুধু শিক্ষা গ্রহণ করে। (আল-কুরআন ২ ঃ ২৬৯)

www.pathagar.com

জ্ঞান ঃ ইসলামী রূপায়ণ

১. সমস্যা

ক. মুসলিম উম্মাহর অস্থিরতা

বর্তমান বিশ্বে সকল জাতির সাথে তুলনা করলে দেখা যাবে মুসলিম উম্মাহর অবস্থান একেবারে সবার নিচে। এই বিংশ শতাব্দীতে মুসলমানরা যেভাবে একের পর এক মার খাচ্ছে আর অপদস্থ হচ্ছে তার কোন নজির নেই। মুসলমানরা অপরের কাছে পরাজয় বরণ করেছে, মুসলমান নর-নারীকে পাইকারীভাবে হত্যা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ করে তাদের যাবতীয় সহায়-সম্পদ কেড়ে নেয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তারা বার বার আশাহত হয়ে পড়ছে। অনেক মুসলিম দেশ একাধিকবার জবর দখল করে উপনিবেশ হিসাবে শৃঙ্খলিত করা হয়েছে। তারপর দখলদার ঔপনিবেশিক শক্তি সেখানকার সমুদয় সম্পদ লুট করে নিয়েছে নির্বিচারে। বহু মুসলমানকে বলপূর্বক বা আর্থিক লোভ দেখিয়ে ধর্মান্তরিতও করা হয়েছে এসব অঞ্চলে। ভেতরে ও বাইরে শত্রুপক্ষের এজেন্টদের খপ্পরে পড়ে অনেক জনপদের মুসলমান হয়ে পড়েছে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ, পশ্চিমাভাবাপন্ন কিংবা ইসলাম বিরোধী। বর্তমান মুসলিম জাহানের প্রায় প্রতিটি দেশের আনাচে-কানাচে এসব কিছু ঘটে চলেছে আমাদের চোখের সামনে। মুসলমানরা আজ প্রায় সব ক্ষেত্রেই অন্যায়-অবিচার ও আগ্রাসনের শিকার। বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপের মাধ্যমে মুসলমানদের চরিত্র হনন করা হয়েছে। বলতে গেলে, অন্যসব জাতির কাছে মুসলমানদের স্বকীয় পরিচয় তুলে ধরার মত এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তাই আজকের দুনিয়ায় মুসলমানরা সবচেয়ে খারাপ "ভাবমূর্তির" অধিকারী। আন্তর্জাতিক গণ-মাধ্যমসমূহে আজ তাদেরকে চিত্রিত করা হচ্ছে আগ্রাসনকারী, সন্ত্রাসবাদী ও অসভ্য, ধ্বংসকারী, ধর্মান্ধ, সেকেলে, উচ্ছৃঙ্খল, মৌলবাদী ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী হিসেবে। পূর্ব বা পশ্চিমের পুঁজিবাদী-মার্কসবাদী, উন্নত-অনুন্নত, সভ্য-বর্বর নির্বিশেষে সকল অমুসলিম লোকের কাছেই যে কোন মুসলমান আজ ঘৃণা ও অবমাননার পাত্র বৈ কিছু নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশ আজ এইভাবে পরিচিতঃ একদিকে বিপুল সম্পদের অধিকারী, অন্যদিকে অতি দরিদ্র। আভ্যন্তরীণ গোলযোগ, কোন্দল, রাজনৈতিক অস্থিরতা, স্ববিরোধিতা, যুদ্ধ-বিগ্রহে জর্জরিত, বিশ্বশান্তির প্রতি হুমকিস্বরূপ, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, কলেরা-মহামারী কবলিত ইত্যাদি। সকল অঞ্চলের

www.pathagar.com

মানুষ মুসলিম জাহানকে মনে করে বিশ্বের "রুগ্ন ব্যক্তি" (Sick man of the World)। এমনকি সারা দুনিয়া আজ একথাই ভাবতে শুরু করেছে যে, উল্লেখিত সবকিছু অন্যায় ও নষ্টের মূল হচ্ছে ইসলাম ধর্ম। একথা তো সত্য যে, সারা পৃথিবীতে মুসলিম জনসংখ্যা ইতিমধ্যে একশত কোটি ছাড়িয়ে গেছে, ভূ-খণ্ডের দিক দিয়ে মুসলিম জাহান আজ পৃথিবীর অন্য যে কোন অঞ্চলের তুলনায় বিস্তৃত, ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ; তাছাড়া জনশক্তি, পণ্য-সম্ভার বা বাহ্যিক সম্পদাবলী ও ভূ-রাজনৈতিক সম্ভাবনার বিচারে মুসলিম জাহান বর্তমানে সবচেয়ে ভাল অবস্থানে রয়েছে, সর্বোপরি মুসলমানদের ধর্ম ইসলাম হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ, বিশ্বজনীন, সর্বহিতকর এবং বাস্তবভিত্তিক জীবন-বিধান। তা সত্ত্বেও মুসলমানরা মার খেয়ে চলেছে, মুসলমানদের ভ্রান্ত ধারণা ও পরিচিতি দিন দিন আরো অসহনীয় হয়ে উঠছে।

খ. অস্থিরতার উল্লেখযোগ্য ফলশ্রুতি

১. রাজনৈতিক অংগনে ঃ মুসলিম জাতি আজ নিজেদের মধ্যে বিভক্ত ও খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়েছে। ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো সাফল্যের সাথে গোটা উম্মাহকে পঞ্চাশটি বা তারও বেশী রাষ্ট্রভিত্তিক জাতিতে (Nation States) খণ্ডিত করে ফেলেছে, আর এসব খণ্ড দেশগুলোকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উস্কে দিতেও সক্ষম হয়েছে। ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো তাদের হীন উদ্দেশ্য সাধনে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সীমানা এমনভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছে যাতে প্রতিবেশী মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে চিরস্থায়ী বিবাদ বা সংঘর্ষ লেগেই থাকে। ইসলামের শত্রুরা রাজনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে বিরোধপূর্ণ এলাকাগুলোকে ব্যবহার করে মুসলমানদের মধ্যে শত্রুতা ও বিভেদ সৃষ্টি করে চলেছে। অন্যদিকে, প্রতিটি মুসলিম দেশ আভ্যন্তরীণ দিক দিয়েও সুসংবদ্ধ নয়, এসব রাষ্ট্রের জনগোষ্ঠী কালক্রমে পারস্পরিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এর কারণ হচ্ছে এসব মুসলিম জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ না হওয়ায় এককালের ঔপনিবেশিক প্রভুরা এক শ্রেণীর মানুষকে অপর শ্রেণীর ওপর আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ করে দেয়। পাশাপাশি মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে সংহতি অর্জন করার জন্য সম্পদ ব্যবহারের শান্তিপূর্ণ সময় দেয়া হয়নি অথবা দুটি রাষ্ট্রকে এক অখণ্ড সত্তায় পরিণত হওয়ারও সুযোগ দেয়া হয়নি। এছাড়াও ইসলামের শত্রুরা পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটানোর জন্য কয়েকটি পন্থা গ্রহণ করে। যেমন-প্রথমত, মুসলিম জাহানে বিজাতীয়দের আমদানী করা হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐসব বিদেশীদের সাথে স্থানীয় মুসলমানদের চিরস্থায়ী বিবাদ ও শত্রুতা সৃষ্টি করা। দ্বিতীয়ত, স্থানীয় অধিবাসীদেরকে খ্রীস্ট ধর্মে দীক্ষিত করা যাতে সংশ্লিষ্ট দেশের জনগণের সাথে তাদের বিরোধ বেধে যায়, অথবা স্থানীয় অমুসলিম অধিবাসীদের একটা স্বকীয় পরিচিতি তুলে ধরার লক্ষ্যে তাদের মধ্যে চেতনা সৃষ্টি করা, যাতে মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

এসব চক্রান্তমূলক কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে সংশ্লিষ্ট মুসলিম দেশগুলোতে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটাতে থাকে। সেজন্য ইসলামের শত্রুরা উম্মাহর (মুসলিম বিশ্বে) মধ্যে ইসলাম বিরোধী "বৈরী" একটি রাষ্ট্র সৃষ্টি করে–মুসলমানরা যেন তাদের শক্তি–সামর্থ্যকে পুনর্গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করতে না পারে এবং একটা অকার্যকর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে শক্তি ক্ষয় করে। অপরদিকে, ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের অর্থনৈতিক, সামরিক বা রাজনৈতিক স্বার্থের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট মুসলিম অঞ্চল করায়ত্ত করতে চাইলে উল্লেখিত 'বৈরী' রাষ্ট্রকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ পায়। আভ্যন্তরীণভাবে কিংবা বাইরের সম্ভাব্য হস্তক্ষেপ থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে কোন মুসলিম দেশই আজ আর সক্ষম নয়, নিরাপদ নয়। প্রতিটি মুসলিম সরকারই দেশকে বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষার পরিবর্তে শক্তি ও সম্পদের বৃহদাংশ ব্যয় করছে নিজের ক্ষমতাকে নিরুপদ্রব ও নিশ্চিত করার কাজে। কিন্তু এতেও কোন ফল হচ্ছে না।

ঔপনিবেশিক প্রশাসন গুটিকয়েক দেশ ছাড়া মুসলিম বিশ্বের প্রায় সকল দেশে সব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিয়েছে। সেইসব দেশ থেকে চলে যাওয়ার সময় তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা এমন সব স্থানীয় অভিজাত শ্রেণীর হাতে ন্যস্ত করে যায় যারা আগে থেকেই ঔপনিবেশিক শক্তির তল্পীবাহক ও পশ্চিমাভাবাপন্ন ছিল। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, ঐসব দেশের সত্যিকারের ক্ষমতা রয়ে যায় কেবল সেনাবাহিনীর হাতে যারা প্রথম সুযোগেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চালায়। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যাবে অধিকাংশ দেশের মুসলমানরা এখন সামরিক বাহিনীর দ্বারা শাসিত হচ্ছে। কারণ মুসলমান জনগোষ্ঠীগুলো সুষ্ঠু রাজনৈতিক কাঠামোর অধিকারী হতে পারছে না যার মাধ্যমে সরকার পরিচালনা করা সম্ভব। সাথে সাথে মুসলমানরা প্রতিরোধ আন্দোলনে জনগণকে সংগঠিত করতে এবং গঠনমূলক রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিতেও ব্যর্থ হচ্ছে। সহজ কথায়, মুসলমানরা সহযোগিতার বন্ধন রচনা করতে পারেনি।

২. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঃ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিচারে মুসলিম জাতি এখন পর্যন্ত অনুন্নত ও পশ্চাদপদ। বিশ্বের সর্বত্র বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান আজও অশিক্ষিত রয়ে গেছে। তাদের উৎপাদিত পণ্য–সামগ্রী ও সেবা দ্বারা সমুদয় চাহিদা মেটানো যায় না। ফলে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর কাছ থেকে পণ্য–দ্রব্য বিশেষ করে শিল্পজাত সামগ্রী আমদানী করতে হয়। এমনকি দৈনন্দিন নিত্য–প্রয়োজনীয় বহু জিনিস–পত্র, খাদ্য, বস্ত্র, জ্বালানী ও লৌহসামগ্রীর দিক দিয়েও কোন মুসলিম দেশ স্বয়ম্ভর নয়। ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো কোন কারণে এসব মুসলিম দেশের সাথে তাদের অসম বাণিজ্য বন্ধ করে দিলে মুসলমানরা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়। ঔপনিবেশিক

www.pathagar.com

স্বার্থে বর্তমানে সর্বত্রই ভোগ্যপণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং এর ফলে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোর উৎপাদিত পণ্য–সম্ভারের চাহিদা মুসলিম জাহানে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ মুসলিম বিশ্বে উৎপাদনমুখী ভারী শিল্প উন্নয়নের দিকটি উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। মুসলিম দেশের পণ্য–সামগ্রীর সাথে প্রতিযোগিতায় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো সদা–তৎপর এবং মুসলমানদের উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য যাতে বাজারে টিকতে না পারে সে প্রচেষ্টায় তারা প্রায় ক্ষেত্রেই সফল হচ্ছে। ঔপনিবেশিক দেশগুলোর নিজস্ব কাঁচামাল বা যন্ত্রাংশের ওপর নির্ভর করে মুসলিম দেশে কিছু শিল্প গড়ে তোলা হয় এবং সেগুলোর স্থায়িত্ব ঐসব দেশের করুণার উপর নির্ভরশীল। ঐসব শিল্প কেবলমাত্র উপনিবেশবাদীদের স্বার্থই রক্ষা করে চলে। প্রায় ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়, মুসলিম দেশগুলোর নতুন নতুন শিল্প মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য নয়, বরং ঔপনিবেশিক শক্তির ব্যাপক আকারের আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনের দ্বারা সৃষ্ট বিলাস সামগ্রীর চাহিদা মেটানোর জন্য গড়ে তোলা হয়। বর্তমানে ও ভবিষ্যতে ঔপনিবেশিক শক্তির যে কোন ধরনের চক্রান্ত প্রতিহত করার জন্য মুসলমানদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন। এখন সর্বত্রই দেখা যায়, শহরে নগরে উন্নত জীবন–যাপনের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, ভবন নির্মাণ ও ভোগ্যপণ্য শিল্পে অস্থায়ী কর্মসংস্থানের প্রলোভন। সর্বোপরি জমিদার, মহাজন ও কর আদায়কারীদের অত্যাচারের মুখে মুসলিম কৃষিজীবীরা গ্রাম থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে। তারা দলে দলে শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। একসময় তারা দিন গুজরানের জন্য বস্তি এলাকায় কোনরকমে ঠাঁই পায় এবং বিদেশ থেকে আমদানী করা খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তারপর এসব হতভাগ্য লোক তথাকথিত রাজনীতিবিদদের গালভরা বুলিতে সাড়া দেওয়ার জন্য সদাপ্রস্তুত থাকে।

আল্লাহতায়ালার রহমতে কতিপয় মুসলিম দেশ অঢেল তেল সম্পদের অধিকারী হয়েছে। কিন্তু যথাযথভাবে তা কাজে না লাগানোর ফলে এই সম্পদ মুসলমানদের জন্য প্রত্যাশিত নিয়ামত হিসাবে পরিগণিত হয়নি। তেল পাওয়া গেছে মুসলিম বিশ্বের অত্যন্ত কম ঘনবসতি সম্পন্ন এলাকাগুলোতে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সরকার বর্ণবাদী পন্থা অবলম্বন করে এই নতুন সম্পদের সাহায্যে শুধুমাত্র তাদের নিজ নিজ অঞ্চলের কৃত্রিম শোভাবর্ধনকারী উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র অনুরূপ কাজে খাটানোর মাধ্যমে এই সম্পদ ভাণ্ডার সহজে নিঃশেষিত হবার নয়। তাই এই সম্পদ পাচার করা হতে থাকে অমুসলিম দেশগুলোর আর্থিক বাজারে "সহজ ও নিরাপদ" বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে। এইভাবে ইসলামের শত্রুদেরকে আরো শক্তিশালী হতে সাহায্য করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মুসলিম বিশ্বের প্রায় সর্বত্র রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না থাকায় বিচক্ষণ বিনিয়োগকারীরা এখানে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ ও পুঁজি বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করে। ফলে মুসলিম জাহানের যে সব

www.pathagar.com

সম্ভাবনাময় এলাকা কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করতে পারত, সে সব অঞ্চল পুঁজি বিনিয়োগের অভাবে নিঃস্ব অবস্থায় পড়ে রয়েছে--প্রকৃতপক্ষে যে সম্পদের সাহায্যে এসব সম্ভাবনা বাস্তবায়ন করে গোটা মুসলিম জাতি সমৃদ্ধশালী হতে পারত, সেই সম্পদ এখন অন্যত্র পাঠানো হচ্ছে।

৩. ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ঃ কয়েক শতাব্দী যাবত অবক্ষয়ের ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের মধ্যে অশিক্ষা, অজ্ঞানতা, মূর্খতা ও কুসংস্কার ঢুকে পড়েছে। এসব খারাবীর মধ্যে থাকতে থাকতে একজন সাধারণ মুসলমান শেষ পর্যন্ত অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে পিছিয়ে পড়ে এবং বৈধতা-অবৈধতা ও মনন-চেতনাকে তার 'শায়েখ' -এর কাছে বিকিয়ে দেয়। এতকিছুর পরও তার মনে সামান্যতমও বিপদের আশংকা জেগে ওঠে না। কিন্তু যখন এই সভ্য দুনিয়া তার ওপর আঘাত হানতে শুরু করে, তখন নিজের সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্বলতার কথা চিন্তা করে সে শংকিত হয়ে পড়ে। তখন মুসলমানরা কিছুটা সংস্কারের পথে পা বাড়ায় এই আশায় যে এটা তাদের হৃত অবস্থান দ্রুত পুনরুদ্ধারে সহায়ক হবে। পাশ্চাত্য জগতের সাফল্যে প্রলুব্ধ হয়ে এবং পশ্চিমা বা পাশ্চাত্যপন্থী পরামর্শদাতাদের খপ্পরে পড়ে তারা কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে অচিরেই পাশ্চাত্যকরণের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এভাবে মুসলিম শাসকবর্গ সামর্থ্য অনুযায়ী সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বন করে নিজ নিজ দেশে বিভিন্ন পাশ্চাত্যকরণের নির্দেশ দিতে থাকেন।

উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন, পাশ্চাত্যপন্থী এসব নেতা পূর্বাহ্নে আঁচ করতে পারেন না যে, শীঘ্র অথবা বিলম্বে হলেও তাঁদের উল্লিখিত কর্মসূচী দেশের সংস্কৃতি তথা জনগণের ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও ভাবধারার ক্ষতি সাধন করবে। পাশ্চাত্যের সৃজনশীলতা ও শক্তি এবং সৃষ্টিকর্তা, মানুষ, জীবন ও জগত, ইতিহাস ও সময়ের ধ্যান-ধারণার মধ্যে সূক্ষ্ম সাযুজ্য এসব মুসলিম নেতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি। অনেকক্ষেত্রে তাঁদের মানসিক অস্থিরতাও এজন্য দায়ী। মুসলিম দেশগুলোতে যে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয় তাতে পশ্চিমা মূল্যবোধ, ভাবধারা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষাদান করা হয়। এর বদৌলতে অচিরেই কয়েক প্রজন্ম এমন গ্র্যাজুয়েট তৈরী হয় যারা ইসলামী ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে রয়ে যায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাদের অজ্ঞতার সাথে ইসলামী ঐতিহ্যের ধারক "আলেম" সম্প্রদায় সম্পর্কেও সংশয় সৃষ্টি হয়। ফলে উম্মাহর সর্বস্তরে মতভেদ সৃষ্টি হয়। অথচ এসব আলেম তাদের গোঁড়ামি, আঞ্চলিকতা, শরিয়তী বিধি-নিষেধের প্রতি কঠোরতা ও মরমীবাদিতা সত্ত্বেও বিদ্বান ছিলেন। পরিণামে উম্মাহ পাশ্চাত্যমুখী ধর্মনিরপেক্ষবাদী এবং ধর্মনিরপেক্ষ বিরোধী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ঔপনিবেশিক শক্তি এভাবে প্রথমোক্ত শ্রেণীকে মুসলিম সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে তাদের অবস্থানকে পাকাপোক্ত করার বিষয়টি নিশ্চিত করে।

www.pathagar.com

উপনিবেশবাদীরা সরাসরি কিংবা তাদের স্থানীয় তল্পীবাহকদের মাধ্যমে ইসলামের ওপর আঘাত হানতে শুরু করে। কুরআন শরীফের বিশুদ্ধতা, মহানবীর (সাঃ) ও তাঁর সুন্নাহর সত্যতা, শরিয়াহ'র পরিপূর্ণতা, বিশ্ব সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের গৌরবময় অবদান সবকিছুই সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। নিজের ওপর, উম্মাহর ওপর, নিজের ধর্মবিশ্বাস ও পূর্বসূরীদের ওপর একজন মুসলমানের যে দৃঢ় আস্থা রয়েছে তাতে সংশয় সৃষ্টি, তার ইসলামী চেতনাবোধ নস্যাৎ করা এবং ইসলামী ব্যক্তিত্বকে কলঙ্কিত করে প্রতিরোধের জন্য যে আধ্যাত্মিক শক্তি দরকার তাতে ফাটল ধরিয়ে তাকে বশংবদ করাই এই সমালোচনার উদ্দেশ্য। ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো ও তাদের তল্পীবাহকরা মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনকে পশ্চিমা সাংস্কৃতিক ভাবধারায় প্রভাবিত করে তোলে। পত্র-পত্রিকা, বই, ম্যাগাজিন, রেডিও-টিভির অনুষ্ঠান, চলচ্চিত্র, নাটক, টেপরেকর্ড, সড়ক-পোস্টার, নিওন-সাইন-সবকিছুই তার ওপর প্রভাবকে আরো তীব্র করে। মুসলিম শাসকরা তাঁদের রাজধানীতে পাশ্চাত্য স্টাইলের সুরম্য আকাশচুম্বী অফিস ও আবাসিক ভবন শোভিত নতুন নতুন বিথিকা উদ্বোধনের সময় গর্ববোধ করেন। অথচ দেশের আর সব শহর-গ্রামের নোংরা পরিবেশ ও হতশ্রী অবস্থা দেখে কখনো লজ্জিত হন না। পশ্চিমা মনোভাবাপন্ন এলিট শ্রেণী সিনেমা, নাটক বা অপেরা দেখতে এবং সঙ্গীত শুনতে প্রায়ই পাবলিক হলগুলোতে ভীড় জমান এবং পাশাপাশি তাঁদের ছেলেমেয়েরা ধর্মনিরপেক্ষ বা মিশনারী স্কুল-কলেজে অধ্যয়নকালে বই ও ম্যাগাজিন পড়ে সেইসব সিনেমা, নাটক বা সঙ্গীত সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে নেয়। কিন্তু মুসলমানদের কাজকর্ম ও চিন্তাধারার সাথে এ সবকিছুর যে অসঙ্গতি রয়েছে তাঁরা তা উপলব্ধি করতে পারে না। আর মুসলিম দেশে যারা ইতিমধ্যে পুরোমাত্রায় পাশ্চাত্য অনুকরণে জীবন-যাপন শুরু করেছে, মুসলিম পটভূমি ও পারিপার্শ্বিকতায় তাদের চালচলন যে কতখানি বেমানান, তা বলাই বাহুল্য। ব্যষ্টিক, পারিবারিক জীবন এবং চিন্তা ও কর্মে এসব মুসলিম নামধারী লোক এতটা পরিবর্তিত হয়ে গেছে যে, তাদের মধ্যে ইসলামী সংস্কৃতির সুসংহত রূপ তথা ইসলামী জীবনধারার ঐক্যবোধ বিলীন হয়ে গেছে। পাশ্চাত্যের সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথা ধৃষ্টতার সংগে চালু করা হয়। নিজেদের অধঃপতন থেকে ইসলামের কাঙ্খিত নৈতিকতার শীর্ষে ও সামাজিক কল্যাণে উন্নীত না করে মুসলিম মহিলারা পাশ্চাত্য অবক্ষয়ের পেছনে ছুটতে আরম্ভ করেছে। পাশ্চাত্যের অনুকরণে তারা ক্রমান্বয়ে নগ্নতা, বেহায়াপনা, পর্দাহীনতা, অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক মুক্তি ও আমোদ-স্ফূর্তির উদগ্র বাসনা চরিতার্থ করার দিকে ছুটে চলেছে। যৌথ পরিবারের কর্তব্যও তারা এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস পাচ্ছে।

www.pathagar.com

আমাদের নগরগুলোতে ইসলামী স্থাপত্যের মৃত্যু ঘটেছে এবং ইসলামী শহর পরিকল্পনার এখন কোন অস্তিত্ব নেই। দুশো বছর আগে শিল্প-বিপ্লবের সময় ইউরোপীয় নগরগুলোতে যে সব ত্রুটি লক্ষ্য করা গিয়েছিল, আমাদের বর্ধিষ্ণু শহরের কেন্দ্রগুলোতে সে সব ভুলেরই পুনরাবৃত্তি ঘটছে। এসব দেখে মনে হচ্ছে যেন অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণেরও সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। আমাদের বাড়িঘর, আসবাবপত্র ও সাজসজ্জার আর্টগুলোর সব স্টাইল এক জগাখিচুড়ি বৈ আর কিছু নয়, যাতে মনে হয় আমরা আমাদের স্বরূপ সম্পর্কে মোটেও সচেতন নই।

সংক্ষেপে বলতে গেলে একজন মুসলিম নিজে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে সে নিজেকে অসভ্যে পরিণত করেছে। তার জীবন অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন সংগতিহীন স্টাইলের এক মিশ্রণ ছাড়া আর কিছুই হয়ে ওঠেনি। ফলে মুসলমানরা না ইসলামী না পাশ্চাত্য সংস্কৃতি-কোনটারই ধারক হতে পারেনি। বড় জোর তাকে আধুনিককালের এক সাংস্কৃতিক দানব হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।

গ. অস্থিরতার উৎস

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, উম্মাহর অস্থিরতার মূল কারণ প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত। এটাই হচ্ছে সকল রোগের গোড়া। স্কুল-কলেজেই ইসলাম থেকে, তার উত্তরাধিকার ও রীতি-রেওয়াজ থেকে বিচ্ছিন্নতার সূত্রপাত ঘটে এবং বিস্তৃতি লাভ করে। শিক্ষা ব্যবস্থাই হচ্ছে গবেষণাগার যেখানে মুসলিম যুবসম্প্রদায়কে দলিত-মথিত করে ব্যবচ্ছেদ করা হয় এবং সেখানেই তাদের সচেতনতাকে পাশ্চাত্যের ব্যাঙ্গাত্মক ছাঁচে ঢালাই করা হয়। এখানেই মুসলমানদেরকে অতীতের সংগে যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়, পিতৃপুরুষের উত্তরাধিকার সম্পর্কে তার জানার স্বাভাবিক আগ্রহকে স্তিমিত করে দেয়া হয়। এই শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের উৎসমূল স্পর্শ করার বাসনা এবং ইসলামের সৃজনশীল চেতনা পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টাকে নানা সন্দেহের অস্ত্র দিয়ে ভোঁতা করে দেয়।

১. মুসলিম বিশ্বে শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ঃ এ পর্যন্ত বিপুল অগ্রগতি সাধিত হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা নিকৃষ্টতম পর্যায়ে রয়ে গেছে। ইসলামীকরণ প্রসঙ্গে এতটুকু বলা যায়, প্রাচীন ও ধর্মনিরপেক্ষ স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কখনোই অনৈসলামী মতবাদ প্রচারে এত বেশী সাহসী হয়নি এবং কখনোই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম যুবসম্প্রদায়কে তার প্রতি এত আকৃষ্ট করতে পারেনি, যা আজ করা হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনের ছত্রছায়ায় এর জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে এখন তা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে গুঁতো মেরে ময়দান থেকে সরিয়ে ফেলেছে। ইসলামী শিক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেসরকারী

www.pathagar.com

উদ্যোগেই পরিচালিত হয়ে থাকে, যেন এর সরকারী তহবিল পাওয়ার কোন অধিকার নেই। যেখানে সরকারী তহবিল বরাদ্দ করা হয়, সেখানে আধুনিকতা ও প্রগতির নামে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি চাপিয়ে দেয়া হয়। এতে সাধারণত পাঠ্যসূচীকে দুটো পরস্পর বিরোধী অংশে ভাগ করা হয়। যার একটি হচ্ছে ইসলামী এবং অপরটি আধুনিক। আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় এর সর্বোত্তম নমুনা। পাঠ্যসূচীর ইসলামী অংশটি অপরিবর্তিত থাকে, অংশত রক্ষণশীলতা ও স্বার্থান্বেষী মহলের কারণে এবং অংশত ধর্মনিরপেক্ষ পরিকল্পনায় একে বাস্তবতা ও আধুনিকতার সংস্পর্শের বাইরে রাখার প্রয়োজনে, যাতে এখান থেকে যারা পাস করে বের হবে তারা যেন ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা গ্র্যাজুয়েটের সমকক্ষ হতে না পারে। এ সবই ঔপনিবেশিক কৌশল-প্রণেতাদের চিন্তা-ভাবনা ও সুপরিকল্পনা প্রসূত। জাতীয় স্বাধীনতা লাভের পর এসব দেশে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা সরকারী তহবিল পেয়ে আরো চাংগা হয়ে ওঠে। একই সংগে পাশ্চাত্যকরণ ও ধর্মনিরপেক্ষকরণের মাধ্যমে শিক্ষক ও ছাত্রদের ইসলাম বিমুখ করার প্রক্রিয়া কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পুরোদমে অব্যাহত থাকে। এই বিচ্যুতি প্রতিরোধ করার কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ঔপনিবেশিক আমলের চেয়ে এখনকার অবস্থা আরো নিকৃষ্ট। তখনকার দিনে এই অবস্থার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য প্রায় প্রতিটি লোকের মধ্যে প্রতিরোধ, স্বাধীনতা অন্বেষণ ও একটি ইসলামী সমাধান খুঁজে বের করার প্রেরণা দানা বেঁধে উঠেছিল। আজ ঘৃণা ও অলসতা বিরাজ করছে, নেতাদের প্রতি রয়েছে অবিশ্বাস। এর প্রধান কারণ হচ্ছে নৈতিকভাবে দেউলিয়া নেতাদের বারবার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। কোন মুসলিম সরকার, কোন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বা কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যুবক-যুবতীদের নৈতিক অধঃপতন থেকে উদ্ধারের জন্য কোন কিছুই করছে না; "শিক্ষা" ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে অব্যাহতভাবে তারা যে ইসলাম বিবর্জিত হয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কেও কেউ কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। ধনী দেশে বিরাট বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ প্রকল্প এবং এর ফলে ছাত্র-ছাত্রী অনুষদ এবং সুবিধাদি বৃদ্ধি সবই ধর্মনিরপেক্ষতার উদ্দেশ্য পূরণ করে। তহবিলের খুব কম অংশই শিক্ষাকে "আধুনিক" করার সত্যিকার প্রচেষ্টায় বরাদ্দ করা হয় অর্থাৎ শিক্ষার ইসলামী মান উন্নয়নের জন্য এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ও অনুষদকে ইসলামমুখী করার জন্য কোন অর্থ ব্যয় করা হয় না। সর্বত্রই পাশ্চাত্যমুখী শিক্ষার দিকে উদ্দাম গতিতে এগিয়ে চলার উন্মাদনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

২. দর্শনের অভাব ঃ সমস্ত দাবী সত্ত্বেও, অর্জিত ফলাফল পাশ্চাত্য আদর্শ মাফিক নয়, বরং একে তার ব্যঙ্গাত্মক রূপ বলা যেতে পারে। ইসলামী আদর্শের মত, পাশ্চাত্য শিক্ষার ধাঁচও শেষ বিশ্লেষণে একটি দর্শনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যদিও তা

www.pathagar.com

ইসলাম থেকে আলাদা এবং সেই আদর্শ বাস্তবায়িত করতে একটি ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন। এই ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই তা উজ্জীবিত হয়ে থাকে। দালান-কোঠা, অফিস, লাইব্রেরী, গবেষণাগার, শ্রেণীকক্ষ, মিলনায়তন ছাত্র-ছাত্রীতে গিজগিজ করছে এবং কোন দর্শন না থাকায় অনুষদগুলো মূল্যহীন বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এগুলো স্রেফ আসবাবপত্র, দর্শন ছাড়া এ সবের তেমন কোন মূল্য নেই। দর্শনের প্রকৃতিই এই যে এর অনুকরণ করা সম্ভব নয়। তবে এর আনুষংগিক বিষয়াদির অনুকরণ করা যেতে পারে। আর এজন্যই প্রায় দুশো বছরের পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার অধীনে থেকেও মুসলমানরা কোন কিছুই সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। না পেরেছে একটি স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে, না পেরেছে এমন এক বিদ্বান গোষ্ঠী সৃষ্টি করতে, যাদেরকে পাশ্চাত্যের সৃষ্টিধর্মিতা বা চরম উৎকর্ষের সমকক্ষ মনে করা যেতে পারে। দর্শনের অভাবের ফলশ্রুতিই হচ্ছে মুসলিম বিশ্বের প্রতিষ্ঠানের নিম্নমানের কারণ। অন্তর্নিহিত চেতনা ছাড়া খাঁটি জ্ঞানান্বেষণ সম্ভব নয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই চৈতন্য বা দৃষ্টিভংগীর অনুলিপি করা যায় না। আত্মদর্শনের মাধ্যমেই জীবন ও জগত সৃষ্টি হয়। সংক্ষেপে ধর্মই চৈতন্যের উৎস। মুসলিম বিশ্বের শিক্ষায় এই দর্শনের অভাব প্রকট। মুসলিম বিশ্বের নেতাদের পশ্চিমীদের মতও দর্শন বা দৃষ্টিভংগী নেই, এমনকি অজ্ঞতা ও আলস্যের দরুন ইসলামী দর্শনের মর্মও তারা উপলব্ধি করতে পারে না। মুসলিম বিশ্বে যারা শিক্ষাক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন মূলত তারাই সুশিক্ষাবিহীন, তাদের না আছে সংস্কৃতি-চেতনা না আছে লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা। বিগত দুশো বছর ধরে জাতীয়তাবাদ পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে প্রেরণা যুগিয়ে আসছে, কারণ রোমানটিসিজম বা আবেগপ্রবণতা খ্রীস্টানদের মৃত গড বা ঈশ্বরের স্থান দখল করে 'জাতি'-রূপী দেবতাকে সে স্থানে বসিয়েছে। কারণ জাতিই হবে "চরম বাস্তব"। পক্ষান্তরে মুসলমানদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কোন বাস্তবতাই চূড়ান্ত নয়। সুতরাং তথাকথিত জাতির প্রতি চূড়ান্ত আনুগত্য তার কাছে কেবল অসম্ভবই নয়, বরং নিন্দনীয়। তার উত্তরাধিকার ও অতীতের সংগে মুসলমানের সম্পর্ক বা যোগাযোগ যাই হোক না কেন, তার পক্ষে ইউরোপীয়রা যে-অর্থে জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী সেই অর্থে "জাতীয়তাবাদী" হওয়া সম্ভব নয়। যেমন, ইউরোপীয়রা খ্রীস্টান ধর্ম থেকে বাইরে ছিটকে পড়েছে।

মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দিকে তাকালে দেখা যাবে তাঁরা পাশ্চাত্যের কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী নিয়ে প্রফেসর হয়েছেন। তিনি পাশ্চাত্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং একটা মোটামুটি ডিগ্রী নিয়ে এসেছেন। পূর্ব থেকেই ইসলামে উদ্বুদ্ধ না হওয়ার কারণে তিনি আল্লাহর খাতিরে আল্লাহর জন্য জ্ঞান আহরণে ব্যাপৃত হননি। তিনি জ্ঞানার্জন করেছেন জড়বাদী, স্বার্থান্বেষী, খুব হলে জাতীয়তাবাদী লক্ষ্য হাসিলের

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে। এমনকি তিনি পাশ্চাত্যের প্রাপ্ত সমস্ত জ্ঞানও তো অর্জন করেননি কিংবা সেখানে তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানার্জনে তাঁর শিক্ষকদের ছাড়িয়ে যেতেও সক্ষম হননি। এমনকি তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের মত প্রাচীন গ্রীস, পারস্য ও ভারতের বিজ্ঞানসমূহ মন্থন করে সেগুলোকে ইসলামীকরণের জন্য ইসলামী জ্ঞান ও সত্যের আলোকে পুনর্লিখিত করারও প্রয়াস পাননি। বরং আমাদের প্রফেসর শুধু ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরে এসে প্রাচুর্য ও খ্যাতির আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে সন্তুষ্ট হতে চেয়েছিলেন। ছাত্র হিসেবে তিনি যে সব বইপত্র পড়েছিলেন তাঁর জ্ঞানের চূড়ান্ত নাগাল ঐ পর্যন্তই রয়ে গেছে, এখন তাঁর জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করার না আছে শক্তি, সময়, মনোবল বা প্রেরণা যা প্রশিক্ষণ গ্রহণের সময় ছিল। তাঁর জীবনযাত্রার মান ও কাজের অবস্থা এমন যে তা এরূপ মহৎ আদর্শ বাস্তবায়ন থেকে তাঁকে অমনোযোগী করে তোলে। স্বভাবতই তার ছাত্র–ছাত্রীরা তার চাইতে বেশী উদ্যোগী হতে পারবে না। তার মানে, শিক্ষক যতটা যোগ্যতা ও কৃতিত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁর ছাত্র–ছাত্রীরা ততটাও পারবে না। তাদের পাশ্চাত্য শিক্ষার ধার আরো কমে যাবে। ফলে ধীরে ধীরে শিক্ষার মান আরো নীচে নেমে যাবে। মুসলিম বিশ্বে পাশ্চাত্য শিক্ষা পাশ্চাত্য আদর্শের একটি ব্যঙ্গরূপ বৈ আর কিছু হবে না।

যে সব উপকরণ ও পদ্ধতির সাহায্যে মুসলিম বিশ্বে বর্তমানে শিক্ষা প্রদান করা হয়, সেগুলো পাশ্চাত্যেরই অনুকরণ। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের সময় শিক্ষার্থীদের মানসপটে যে–দর্শন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এখানে সেটির নিদারুণ অভাব। এই দর্শনের অভাবে ছাত্র–ছাত্রীরা মাঝারি মানসম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হয়। অজ্ঞাতসারে এই হতোদ্যম উপকরণ ও পদ্ধতি ছাত্র–ছাত্রীদের উপর অনৈসলামী অশুভ প্রভাব বিস্তার করতে থাকে, এগুলো ইসলামীকরণের বিকল্প এবং অগ্রগতি ও আধুনিক এজেন্ট হিসেবেও কাজ করে থাকে। মুসলিম জগতের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ গ্রাজুয়েটরা এক ধরনের 'পাণ্ডিত্যাভিমানী' হিসেবে গড়ে ওঠে, ভাবখানা তারা যেন অনেক কিছু জানে। আসলে এরা খুব কমই জানে।

কাজেই পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোন অনুষদেই মুসলিম বিশ্বের ছাত্র–ছাত্রীদের উৎকর্ষ অর্জনের কোন সম্ভাবনা নেই। ভাল করতে হলে একজন শিক্ষার্থীর অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পুরো জ্ঞান থাকতে হবে এবং সেই পূর্ণতা হৃদয়ঙ্গম বা অতিক্রম করার জন্য সৃজনশীল চিন্তাধারায় উজ্জীবিত হতে হবে। শেষোক্ত বিষয়টির উপরই নির্ভর করে প্রথমোক্ত বিষয়টি। পূর্ণজ্ঞান লাভের জন্য একজনকে অবশ্যই এমন হৃদয়গ্রাহী ধারণার অধিকারী হতে হবে, যার অবশ্যই একটি ফলোৎপাদক লক্ষ্য থাকবে। লক্ষ্য ছাড়া কোন মুসলমান কোন বিষয়ে পুরো জ্ঞানলাভের দিকে ধাবিত হতে পারে না এবং কোন বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন ছাড়া সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মর্যাদা লাভ করা সম্ভব নয়। মুসলমানের জন্য একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে

www.pathagar.com

ইসলাম। মুসলিম শিক্ষকরা যাঁরা পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষালাভ করেছেন তাঁদের জ্ঞান ইসলামের জ্ঞান ছাড়া কোনদিনই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় তাঁর ছাত্রদের কোন দিনই এই প্রয়োজনীয় চরম উৎকর্ষতার জ্ঞানদান করতে পারেন না। যে অপূর্ণ জ্ঞান তাঁরা পাশ্চাত্যে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেইটুকুই নকল করে এবং অনুবাদ করে শিক্ষকরা তাঁদের কর্তব্য পালন করতে গিয়ে তাঁদের নিজেদের ও ছাত্র-ছাত্রীদের কৃতিত্বকে বড় জোর মাঝারি ধরনের পর্যায়ে নিয়ে যেতে রীতিমত হিমসিম খান। এতটুকু অর্জন করতে পেরেই শিক্ষকরা তৃপ্তি বোধ করেন।

মুসলিম জগতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের যে ইসলামী দৃষ্টিভংগী নেই এবং তাঁরা যে কোন লক্ষ্য দ্বারা পরিচালিত নন, সেইটাই মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় বিপর্যয়। ইসলামী দৃষ্টিভংগীর জ্ঞান সম্পর্কে বলতে গেলে সারা মুসলিম বিশ্বে ছাত্র-ছাত্রীরা বাড়িতে শেখা অথবা প্রাথমিক বা মাধ্যমিক পর্যায়ে মাদ্রাসায় শেখা সামান্য ইসলামী জ্ঞান নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। স্পষ্টত এতে কোন 'জীবন দৃষ্টি' বা 'লক্ষ্যের' অস্তিত্ব থাকে না। কাজেই আদর্শিক দিক দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা ইসলামের কোন জ্ঞান না নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। সে কতকগুলো অনুভূতি নিয়ে আসতে পারে, তবে নিশ্চয় তাতে কোন দর্শনের অস্তিত্ব থাকে না। এ সব অনুভূতি যখন 'দর্শন, 'তথ্য', ও 'বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠ বিচার' নিয়ে তার পঠিত বিষয়ে উপস্থাপিত হয়, তখন যেন সেই অনুভূতি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। স্পষ্টত তার কোন প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নেই, কোন জীবনদৃষ্টি নেই-যাতে সে একে তাত্ত্বিকভাবে খণ্ডন করতে পারে। সে যদি নিশ্চিত নাস্তিক, ধর্মনিরপেক্ষ বা কম্যুনিস্ট না হয়েই ডিগ্রী নিয়ে বের হয়, তাহলে বুঝতে হবে ইসলাম সম্পর্কে তার ধারণা নেহায়েৎ পরিবার ও লোকজনের সংগে ব্যক্তিগত, আত্মিক এবং ভাবাবেগজনিত সংযোগের ফল মাত্র। যে কোন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ইসলাম যে নিঃসন্দেহে একটি গতিময় সর্বগ্রাহী আদর্শ, সে ধারণাই তার নেই। তাত্ত্বিকভাবে মুসলিম জগতের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তকে বা শ্রেণীকক্ষে যে বিদেশী মতবাদের সম্মুখীন হতে হয় তাতে তারা যেন আস্থার সৈনিক হিসেবে বল্লম ও তলোয়ার নিয়ে ট্যাংক ও মেশিনগানে সুসজ্জিত শত্রুপক্ষের সেনার বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়। মুসলিম বিশ্বের কোথাও ছাত্র-ছাত্রীকে ইসলামী দৃষ্টিভংগী সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হয় না, অথচ পাশ্চাত্যের সমস্ত হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীকে গুরুত্বসহকারে অংগীকারাবদ্ধ হয়ে পাশ্চাত্য ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারাবাহিক ও সার্বজনীন শিক্ষা দেয়া হয়। অথচ মুসলিম বিশ্বের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীকে বাধ্যতামূলকভাবে ইসলামী জীবনদর্শন সম্পর্কিত 'প্রাথমিক' শিক্ষা প্রদানের কোন কর্মসূচী নেই।

www.pathagar.com

২. কর্তব্য

পঞ্চদশ হিজরী শতকে উম্মাহর সবচেয়ে বড় কর্তব্য হচ্ছে শিক্ষা সমস্যার সমাধান করা। শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন এবং এর দোষগুলো সংশোধন না করা পর্যন্ত উম্মাহর প্রকৃত পুনর্জাগরণ হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙে নতুন করে ঢেলে সাজানো। মুসলিম শিক্ষার মধ্যে বিরাজিত দ্বৈত ব্যবস্থাকে অর্থাৎ ইসলামী ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থাকে চিরতরে ভেঙে দিয়ে সে জায়গায় একক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। দুটি শিক্ষা ব্যবস্থাকে একত্রে সমন্বিত করতে হবে। নতুন সৃষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে অবশ্যই ইসলামের প্রেরণা প্রবেশ করাতে হবে এবং তা ইসলামের সকল তত্ত্ব ও নীতির একটি সমন্বিত অংশ হিসেবে কাজ করবে। এতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার অনুকরণ করার কোন সুযোগ দেয়া হবে না কিংবা যেমন খুশি তেমন বেছে নেয়ার অবকাশ থাকবে না। একে শুধু অর্থনৈতিক ও বাস্তব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ছাত্র–ছাত্রীদের পেশাগত জ্ঞান, ব্যক্তিগত উন্নতি বা বৈষয়িক মুনাফার জন্য সেবার সুযোগ দেয়া হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবশ্যই একটি মিশন হিসেবে কাজ করতে হবে। সেই মিশনের কাজ ইসলামী দৃষ্টিভংগি শিক্ষা দেয়া ছাড়া আর কিছু হতে পারবে না। এবং নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে তা বাস্তবায়নে দৃঢ়মত পোষণ করতে হবে। এরূপ কাজ বাস্তবিকই কঠিন ও ব্যয়সাপেক্ষ। কিন্তু উম্মাহ তার "জাতীয় উৎপাদনের" অনেক কম অংশই এর পেছনে ব্যয় করে। বার্ষিক বাজেটে অন্যান্য অধিকাংশ দেশ এজন্য আরো অনেক বেশী ব্যয়–বরাদ্দ রাখে। ইসলামী বিশ্বের শিক্ষা খাতে ব্যয়–বরাদ্দের অধিকাংশ অর্থই গবেষণা ও শিক্ষামূলক কাজে ব্যয়িত না হয়ে দালানকোঠা ও প্রশাসনে ব্যয়িত হয়। বর্তমানে শিক্ষার জন্য যা ব্যয় করা হয় তার চেয়ে ঢের বেশী ব্যয় করতে হবে। এমন করলে শিক্ষা ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ প্রতিভারা যোগদান করতে আকৃষ্ট হবেন এবং "জ্ঞানী ব্যক্তি" বা "অন্বেষণকারী" হিসেবে আল্লাহতায়ালা তাঁদের যে মর্যাদা দান করেছেন তা সমুন্নত করতে সক্ষম হবেন।

ক. দু'টি শিক্ষাব্যবস্থার একত্রীকরণ

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক মাদ্রাসা নিয়ে গঠিত ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা এবং কলেজ পর্যায়ের কুল্লিইয়াহ বা জামিয়াহকে ধর্মনিরপেক্ষ পাবলিক স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একত্রিত করতে হবে। এই একত্রীকরণের ফলে নতুন সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা সাবেক দুটো শিক্ষা ব্যবস্থারই সুবিধা লাভ করবে। রাষ্ট্রের আর্থিক সম্পদ সমন্বিত হবে এবং ইসলামী আদর্শের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে। এ দুটি ব্যবস্থার মধ্যে এতদিন যে অসুবিধা ছিল তা এখন দূর করা সম্ভব হবে। যেমন ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা ব্যবস্থায় সেকেলে পাঠ্যপুস্তকের অপ্রতুলতা ও অনভিজ্ঞ শিক্ষকদের উপস্থিতি এবং ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা পদ্ধতি ও আদর্শে অহেতুক ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্যের ভাঁড়ামি।

www.pathagar.com

নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় সুবিধা অর্জিত হতে পারে যদি দুই কর্তৃপক্ষ বেশি কড়াকড়ি না করে এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে রাজী হয়। এই ব্যবস্থাকে আর্থিক দিক দিয়ে নিশ্চিত করার জন্য অবশ্যই পদক্ষেপ নিতে হবে। যদি আর্থিক দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা সম্ভব না হয় তাহলে দান হিসেবে গৃহীত তহবিল থেকে সম্পূর্ণ বা তার অংশ বিশেষের ব্যয়ভার নির্বাহ করা যেতে পারে। এরূপ দানকে শরীয়তে ওয়াক্ফ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং উম্মাহর কল্যাণের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। অতীতে এই ওয়াক্ফ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিটি মাদ্রাসাকে স্বায়ত্তশাসিত করা এবং এর শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে শুধু আল্লাহতায়ালার খাতিরে জ্ঞানান্বেষণ করা সম্ভব হয়েছিল। সত্যান্বেষণে সফলতার জন্য এটাই হচ্ছে প্রয়োজনীয় শর্ত। ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাদ্রাসাই ইতিহাসে প্রথম আইন সঙ্গত বা কর্পোরেট সম্পত্তিরূপে পরিচিতি লাভ করে। ওয়াক্ফ পরিচালিত মাদ্রাসার উপর ভিত্তি করেই আটশ' বছর আগে পাশ্চাত্যের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মডেল গঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হয় ও তদনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাজ শুরু করা হয়।

জ্ঞান বৃদ্ধি ও ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে আজকাল শিক্ষার ব্যয় এত বেশি বেড়ে গেছে যে, শুধু ওয়াক্ফ তহবিলের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা কঠিন। এ জন্য বার্ষিক সরকারী তহবিলের একটি অংশ প্রয়োজন হতে পারে। যাহোক, শিক্ষাবিদদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্র এ জন্য প্রয়োজনীয় ভর্তুকী স্থির করবে এবং এই অর্থের সদ্ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবিদদের সহযোগিতা কামনা করতে হবে। পাশ্চাত্যের রাষ্ট্র পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি তা করতে সক্ষম হয় তাহলে কুরআন শরীফের নির্দেশাবলীতে বলীয়ান হয়ে মুসলমানরা তা করতে সক্ষম হবেনা মনে করা কখনোই সমীচীন হতে পারে না। যে উম্মাহর মধ্যে তার পুত্র-কন্যাদের সম্মান করা হয় না, তাতে কোন মঙ্গল বা ভবিষ্যত থাকতে পারে না। যে উম্মাহ্ তার পূর্বপুরুষদের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার তাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে সঞ্চারিত করাতে চায় না বা তাদের যুব সম্প্রদায়কে দিয়ে তাদের ঐতিহ্যকে আরো সমৃদ্ধ করতে সক্ষম নয়, সেই উম্মাহর মধ্যে কোন মঙ্গল বা ভবিষ্যত নেই। কড়া খবরদারী ছাড়া রাষ্ট্র যদি শিক্ষাবিদদের কর্মকাণ্ডে বিশ্বাস না করে তাহলে তা স্বেচ্ছাচারিতার লক্ষণ। কি পড়াতে হবে এবং কিভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাতে হবে, রাজনীতিক প্রশাসকরা যখন শিক্ষাবিদদের এ মর্মে নির্দেশ দেন তখন তাকে অধঃপতনের একটি নিশ্চিত লক্ষণ বলা যেতে পারে।

খ. ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী বিকশিত করা

দুটি ব্যবস্থার একত্রীকরণের ফলে শুধু যে ইসলামী ব্যবস্থার উপকরণ এবং ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থার স্বায়ত্তশাসন বাড়বে তা নয় বরং তার চেয়েও বেশি কিছু হাসিল

www.pathagar.com

হবে বলে আশা করা যায়। এই ব্যবস্থার ফলে ধর্মনিরপেক্ষদের ইসলামী জ্ঞান এবং ইসলামপন্থীদের আধুনিক জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে মিশনারীদের বা অমুসলিম শিক্ষকদের উপর মুসলিম যুবকদের শিক্ষার ভারার্পণ করা অপরাধ বৈ কিছু নয়। কাজেই তা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। প্রতিটি মুসলিম যুবকের ধর্ম, নীতিশাস্ত্র, আইন, ইতিহাস ও ইসলামী সংস্কৃতির পূর্ণ শিক্ষালাভ করার অধিকার আছে। উম্মাহ্ বা তার কোন সম্প্রদায় এবং নেতারা আইনত দায়ী এবং ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত হবে যদি তারা প্রতিটি মুসলিম শিশুকে ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞান দিতে ব্যর্থ হয়।

প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা ক্ষেত্রে এই কথা আরো বেশি সত্য। শিশুর আত্মা তার মাতা-পিতা বা অভিভাবক রক্ষণাবেক্ষণ করবে অর্থাৎ শিশু যেন ইসলাম-বিগর্হিত কোন কাজ না করে বা শরীয়তের কোন বিধি লংঘন না করে। অপরপক্ষে প্রাপ্তবয়স্করা মুক্ত। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরে ইসলাম-বিরোধী প্রচারের লক্ষ্যবস্তু। কলেজের শ্রেণীকক্ষে এবং নির্ধারিত পঠনে বিজ্ঞান ও আধুনিকতার নামে তাকে অবিরত বিদেশী মতবাদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ইসলাম-বিরোধী আচরণের ধারণা ও ইচ্ছার মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত রয়েছে বা বৈষয়িক তথ্য-নির্ভর। তার অল্প বয়সে মুসলিম ছাত্রের কাছে তার মাতা-পিতার কর্তৃত্বের স্বরে ইসলামকে উপস্থাপন করা হত। তার মন তখন যথেষ্ট পরিপক্ক হয়নি। কাজেই সে তখন কোন "উদ্দেশ্যমূলক" দাবী বুঝতে বা উপলব্ধি করতে পারত না। তার ইসলামী অবস্থান কোন যুক্তিগত দৃঢ় প্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়; অনুভূতি থেকে সৃষ্ট হয়েছে। স্পষ্টত ইসলামের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি "বৈজ্ঞানিক", "বস্তুনিষ্ঠ" বা "আধুনিক" সত্যের আক্রমণ মোকাবিলা করতে পারে না। এ জন্য ইসলামী দাবীর পক্ষে কোন পাল্টা প্রস্তাব উপস্থাপনের অভাবে, একই রকম বস্তুনিষ্ঠ ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির অভাবে, একই রকম আধুনিকতার আবেদনের অভাবে, মুসলিম কলেজ ছাত্র ধর্মনিরপেক্ষ দাবীর কাছে পরাভূত হয়ে ঐ মতে দীক্ষিত হয়ে যায়। এভাবে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনৈসলামীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। এরূপ বিজাতীয় প্রভাবে চার বছর শিক্ষালাভের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে এবং প্রচার মাধ্যম ও তার বন্ধু-বান্ধবের সংসর্গের দরুন মুসলিম ছাত্রের ইসলামী সচেতনতা সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এর ফলে সে যদি সাংস্কৃতিক শত্রু হয়ে যায় তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে। আর বাড়ীতে সে না ইসলাম না পাশ্চাত্যপন্থী এক বৈরাগীতে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় তার খেয়ালখুশি যে পূরণ করতে পারবে তারই দিকে সে ঝুঁকে পড়তে প্রস্তুত থাকে।

১. বাধ্যতামূলক ইসলামী সভ্যতা অধ্যয়ন ঃ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এই অনৈসলামীকরণ প্রক্রিয়ার একমাত্র সম্ভাব্য প্রতিষেধক হচ্ছে চার বছরব্যাপী

www.pathagar.com

বাধ্যতামূলকভাবে ইসলামী সভ্যতা কোর্স প্রবর্তন। তার প্রধান বিষয় যাই হোক একজন ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কোর্স অবশ্যই নিতে হবে। সে যে একজন নাগরিক এবং উম্মাহর একজন সদস্য, কাজেই উম্মাহর উত্তরাধিকার সম্পর্কে তাকে অবশ্যই যথাযোগ্য ও কার্যকরী জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। তাকে উম্মাহর নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং সেই সঙ্গে উম্মাহর সভ্যতা সম্পর্কে তাকে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল থাকতে হবে। এইরূপ জ্ঞানার্জন ছাড়া সভ্য হওয়া যায় না। এমনকি ছাত্র যদি অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যও হয় তাতে কিছু যায় আসে না। তাকেও অবশ্যই এই প্রাথমিক শর্ত পূরণ করতে হবে। যেহেতু সে অথবা তার মাতা-পিতা ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে কাজেই তাকে তার রাষ্ট্রের সভ্যতা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরিচিতি লাভ করতে হবে। তার ও তার দেশীয় ভাইয়েরা কি প্রেরণা ও আশা নিয়ে এগুচ্ছে তা অবশ্যই তাকে জানতে হবে। কোন ব্যক্তি ইসলামের সংস্কৃতির সাথে পরিচিত না হয়ে এবং সামাজিক "সমন্বয়" ছাড়া থাকতে পারে না। এই অধ্যয়নের ফলে সে যে-কোন আগ্রাসী মতবাদের মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে। কারণ সে যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি দিতে পারবে। বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণের বিরুদ্ধে বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণ উপস্থাপন করতে সক্ষম হবে। শুধু এই অধ্যয়নের ফলে সে উম্মাহ্‌র সাংস্কৃতিক জীবন ও অগ্রগতিতে প্রকৃতপক্ষে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারবে। কারণ শুধু এরই মাধ্যমে সে ইসলামী সভ্যতার মূলবস্তুগুলো অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। এর ফলে সে ইসলামের যুক্তিবিদ্যা বুঝতে পারবে, উম্মাহ কোন দিকে অগ্রসর হচ্ছে বা কোনদিকে যেতে চাচ্ছে তা জানতে পারবে। শুধু এর মাধ্যমেই সে তার উম্মাহকে চিনতে পারবে এবং সে তার নিজের সাথে অন্যদের পার্থক্য বুঝতে পারবে এবং এই স্বাতন্ত্র্যের জন্য গর্ব অনুভব করতে শিখবে, সেই গর্ব বজায় রাখতে আগ্রহী হবে এবং অন্যকেও এর সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে টেনে নিতে চাইবে।

সভ্যতার অধ্যয়নই হচ্ছে একমাত্র পথ যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির হৃদয়ে তার নিজস্ব একটি পরিচিতিবোধ জন্ম নেয়। যে ব্যক্তি পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে কিছু জানে না তাকে আত্মসচেতন বলা যায় না। অর্থাৎ বলা যায়, যে ব্যক্তি জানে না কোন নৈতিক বা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির বলে অনুপ্রাণিত হয়ে তার পূর্বপুরুষেরা কলা ও বিজ্ঞানে কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছিল, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল, সামাজিক সংগঠন প্রবর্তনে ও সৌন্দর্য চর্চায় কৃতিত্বের পরিচয় রেখে যেতে পেরেছিল এবং যে তার পূর্বপুরুষদের দুঃখ ও মর্ম-বেদনায়, তাদের গর্ব ও বিজয়ে উদাসীন থাকে এবং যে তাদের আশায় উৎসাহিত বোধ করে না সে কখনই আত্মসচেতনও হতে পারে না। আত্মপরিচয়ের সচেতনতা এরূপ ব্যক্তির জন্মস্থান ও

www.pathagar.com

পটভূমিকার জ্ঞানের সাথে অন্যান্য জাতি, গোত্র ও সভ্যতার তুলনামূলক বিচার ছাড়া অর্জিত হয় না। একজনের নিজেকে জানার অর্থ হচ্ছে অন্যান্যের থেকে সে কিভাবে পৃথক তা জানতে পারা–বস্তুগত প্রয়োজনে বা উপযোগবাদী বাস্তবতায় নয়, বরং দুনিয়ার দৃষ্টিতে, নৈতিক বিচারে, আধ্যাত্মিক আশা–আকাংখায়। এইসবই হচ্ছে ইসলামের সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভুবন যা ইসলাম সৃষ্টি করেছে এবং যুগ যুগ ধরে সে সব লালন করে আসছে। আর এসব অর্জন করতে হলে অবশ্যই ইসলাম ও তার সভ্যতার সাথে অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতার তুলনামূলক বিচার করতে হবে। আজকের দুনিয়ায় "আধুনিক" হতে হলে, সভ্যতার দিক দিয়ে সচেতন হতে হবে অর্থাৎ একজনকে তার সভ্যতার উত্তরাধিকারের প্রকৃতি সম্পর্কে, যে মূল উপাদান বা সারবস্তুর সাহায্যে তারা বিভিন্ন অভিব্যক্তির সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল, সভ্যতার ইতিহাসের অন্যান্য ঘটনা প্রবাহের সাথে এর পার্থক্য কোথায় এবং ভবিষ্যতে এসবের কোন আকর্ষণ ও নির্দেশনার সম্ভাবনা আছে কি–না, তা ভালভাবে তলিয়ে দেখতে হবে। এরূপ জ্ঞান ছাড়া একজন তার ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক হতে পারে না। সে এ দুনিয়ায় টিকেও থাকতে পারে না। অতীতে যা সম্ভব ছিল না, এখন সভ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী যে কোন একজনের কাছে পৌঁছে তাকে আক্রমণ না করেই বা তার দেশকে সামরিক দখলে না নিয়েই তাকে পরাভূত করতে পারে। তারা তার মনকে পরাভূত করতে পারে, তাকে তাদের স্বমতে আনতে পারে, তাকে নিরপেক্ষ করতে পারে এবং তাকে সাক্ষীগোপাল বানাতে পারে, আর এইসবই তার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ঘটতে পারে। অবশ্যই এসব শক্তি পৃথিবীতে প্রভুত্ব করার জন্যই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। আজকের মুসলমানদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, ইসলাম আগামীকাল বিজয়ী হবে কি–না, মুসলমানরা কি ইতিহাসের মুখ্য বিষয় হবে না হামলার লক্ষ্যবস্তু হয়েই থাকবে। বস্তুত দুনিয়ার বুকে বর্তমানে যে সভ্যতার লড়াই চলছে, তা কাউকে অক্ষত ছেড়ে দেবে না। প্রতিটি মানুষ কোন না কোন প্রতিদ্বন্দ্বী সভ্যতা দ্বারা রূপান্তরিত হয়ে যেতে বাধ্য, যদি সে নিজে প্রতিদ্বন্দ্বী সভ্যতাকে পরাভূত করে রূপান্তরিত করতে সক্ষম না হয়।

মুসলমানদের জন্য এ তর্ক করা সঙ্গত নয় যে, যতদিন শরীয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ বা ইন্সটিটিউটগুলোতে ইসলামী সভ্যতা পড়ানো হবে ততদিন ইসলামী সভ্যতা বেঁচে থাকবে। বস্তুত এটা অবক্ষয়ের নিদর্শন যে মুসলমানরা তাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে "ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ" চালু করেছে। এটা সব সময় পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ–এর নকল যেখানে মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে সমাজের প্রয়োজনে বিশেষভাবে ইসলাম পড়ানো হয় যাতে তারা ইসলামী জগতের সঙ্গে প্রশাসনিক ব্যাপারে সম্পর্ক রাখতে সক্ষম হয়। অপরপক্ষে, শরীয়া কলেজে যে উঁচুমানের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তা মুসলমানদের মধ্যকার

www.pathagar.com

বিবাদ মেটানোর জন্য সর্বদা শরীয়ত বিশেষজ্ঞদের জন্য প্রয়োজন হয়। কিন্তু উম্মাহর সমস্ত সদস্যের কাছে শরীয়ত সহজলভ্য হতে হবে। প্রত্যেকেরই শরীয়ত সম্পর্কে কার্যকরী জ্ঞান থাকতে হবে। কারণ শরীয়তের উপর ভিত্তি করেই ইসলামের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত।

ইসলামের জ্ঞান এবং তার সভ্যতা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্য নয়। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি শুধু কয়েকজন বিশেষজ্ঞের জন্য বা তাদের প্রয়োজনে নয়। এটা সব মানুষের জন্য। যারা এই দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী তাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে আরো উঁচু স্তরে উন্নীত করাই হচ্ছে এর লক্ষ্য। ইসলাম মানুষকে পাদরী ও সাধারণ মানুষ হিসেবে বিভাজনের বিরোধী। ইসলাম দৃঢ়তার সাথে বলে, সব মানুষকে জানতে হবে, শিখতে হবে এবং সত্যকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আগ্রাসী বিদেশী মতবাদসমূহ থেকে গোটা জাতিকে রক্ষার জন্য ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সচেতনতা প্রয়োজন। যদি প্রত্যেককে এই রোগের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক দেয়া না হয় তাহলে উম্মাহ্ও এর শিকারে পরিণত হবে। সর্বোপরি, ইসলাম একটি ব্যাপক ধর্ম যার দর্শন মানুষের প্রতিটি কাজের সঙ্গে জড়িত, প্রত্যেক প্রয়াসের সঙ্গে–তা সে ভৌতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা আধ্যাত্মিক হোক না কেন। খ্রীস্টধর্মের মত এটা একটি পারলৌকিক ধর্ম নয় যে, শুধু 'স্বর্গীয়' ব্যাপারের নির্দেশ জারী করে সন্তুষ্ট থেকে বাকী সব কাজ সিজারের (শাসনকর্তার) হাতে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবে। কোন দোকান বা ফ্যাক্টরীতে, অফিস ও বাড়িতে, থিয়েটার বা মাঠে–ময়দানে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে বা ল্যাবরেটরীতে এমন কিছুই বলা বা করা হয় না যার সাথে ইসলামের সংশ্লিষ্টতা নেই। কাজেই ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি খন্ডিত হয়ে যায় অর্থাৎ বলা যায় মৃত হয়ে যায়, যদি এটা শুধু একটি বিভাগ বা অনুষদে মেনে চলা হয়। একে অবশ্যই প্রতিটি বিষয়ের, প্রতিটি পেশার ও মানুষের প্রতিটি কাজের পথ প্রদর্শক ও প্রথম নীতি নির্ধারণকারী হতে হবে।

যা প্রয়োজন তা হল বাধ্যতামূলকভাবে সব ছাত্র–ছাত্রীর জন্য চার বছরের একটি প্রাথমিক বা উচ্চ কার্যক্রম চালু করা, তাদের প্রধান পাঠ্যবিষয় বা পেশা যাই হোক। এই কার্যক্রমের প্রথম বর্ষে মুসলিম ছাত্র–ছাত্রীকে ইসলামের মূলনীতিগুলো ইসলামী সভ্যতার সারবস্তু হিসেবে শিক্ষা দিতে হবে। দ্বিতীয় বর্ষে ইসলামী সভ্যতার ঐতিহাসিক কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাবলী, তৃতীয় বর্ষে ইসলামী সভ্যতার সঙ্গে অন্যান্য সভ্যতার মৌলিক পার্থক্য ও তুলনামূলক বিচার এবং চতুর্থ বর্ষে সমসাময়িক বিশ্বের মুসলিম ও অমুসলিমদের প্রধান প্রধান সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ইসলামী সভ্যতার কার্যকারিতা সম্পর্কে শিক্ষা দান করতে হবে।

www.pathagar.com

২. আধুনিক জ্ঞানের ইসলামীকরণ ঃ এটি একটি মহান পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হবে, যদি সমস্ত ছাত্র–ছাত্রীর প্রাথমিক পাঠ্যক্রমের অংশ হিসেবে মুসলিম দুনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ও কলেজগুলো ইসলামী সভ্যতার বাধ্যতামূলক কোর্স চালু করে। এতে ছাত্র–ছাত্রীদের নিজেদের ধর্ম ও উত্তরাধিকারের প্রতি বিশ্বাস এনে দেবে এবং তাদের বর্তমান অসুবিধাসমূহ মোকাবিলা ও অতিক্রম করার মনোবল যোগাবে। আর সেই সাথে তারা আল্লাহতায়ালার নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু এটা যথেষ্ট নয়।

এই ইসলামী লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে এবং এভাবে আল্লাহর বাণীকে স্থান ও কালের গন্ডিতে মহীয়ান করতে হলে পার্থিব জ্ঞান একান্ত অপরিহার্য। এই জ্ঞানই হচ্ছে ডিসিপ্লিন বা বিষয়সমূহের লক্ষ্য। মুসলমানরাই অধঃপতিত ও অচৈতন্য হওয়ার আগে এই সব ডিসিপ্লিনের উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়, ইসলামকে তারা প্রতিষ্ঠিত করে এবং এর প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করে। শুধু তাই নয়, তারা বিশ্ব সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী ও তার তাৎপর্য প্রত্যেকের কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হয়। তারা সর্বক্ষেত্রে আশ্চর্য অবদান রাখে এবং সেই জ্ঞানকে তাদের ইসলামী আদর্শ উন্নয়নের ক্ষেত্রে দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করে। কিন্তু তাদের এ নির্জীব থাকাকালীন সময়ে অমুসলিমরা মুসলিম বিজ্ঞানী ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের উত্তরাধিকারের স্থান দখল করে, সেসবকে সমন্বিত করে তারা নিজেদের বিশ্বদৃষ্টি গড়ে তোলে। জ্ঞানের বিষয়বস্তুগুলোর উন্নয়ন করে তাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে এবং সেই জ্ঞানকে তাদের নিজেদের কাজে লাগায়। তাই আজ অমুসলিমরাই সমস্ত জ্ঞান–শাখায় অবিসংবাদিত অধিনায়ক। আজ মুসলিম জগতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অমুসলিমদের লেখা বইপত্র, তাদের কৃতিত্ব, বিশ্ব মতামত, সমস্যা ও আদর্শ মুসলিম যুবক–যুবতীদের পড়ানো হচ্ছে। পরিহাসের বিষয় এই যে, আজ মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মুসলিম শিক্ষকরাই মুসলিম যুব সম্প্রদায়কে পাশ্চাত্যকরণের কাজে নিয়োজিত।

এই পরিস্থিতির অবশ্যই পরিবর্তন আনতে হবে। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, মুসলিম বিশেষজ্ঞরাই সমস্ত আধুনিক বিষয়ের উপর প্রভুত্ব করতে সক্ষম, এগুলোকে তারা সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারবে এবং কি শেখাতে হবে তার সব কিছুর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে সক্ষম হবে। আর সেটাই হচ্ছে প্রথম পূর্বশর্ত। তারপর সেই নতুন জ্ঞানকে ইসলামী উত্তরাধিকারের অবয়বে সমন্বিত করতে হবে। এর উপকরণগুলোকে ইসলামের সার্বজনীন মতামতের প্রয়োজনে কাটছাট, সংশোধন ও পুনর্ব্যাখ্যা করতে হবে। বিষয়গুলোর দর্শনে এবং তার পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যে ইসলামের সঠিক প্রাসঙ্গিকতা পুনরায় নির্ণীত হওয়া উচিত। সবশেষে অগ্রণী হিসেবে তাদের নিজেদের উদাহরণ দিয়ে, নতুন যুগের মুসলিম ও অমুসলিমরা কিভাবে তাদের পদাংক

www.pathagar.com

অনুসরণ করতে পারে তা শিক্ষা দেয়া উচিত। মানুষের জ্ঞানের সীমাকে আরো সম্প্রসারণের জন্য, আল্লাহতায়ালার সৃষ্টিবৈচিত্র্যের নতুন স্তর আবিষ্কার করার জন্য এবং ইতিহাসে তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য নতুন পন্থা উদ্ভাবনের প্রয়াস চালাতে হবে।

জ্ঞানের ইসলামীকরণের কাজ অত্যন্ত কঠিন। পরিষ্কার করে বলতে গেলে, বিষয়গুলোর ইসলামীকরণ করতে হবে। তার চেয়ে সোজা করে এভাবে বলা যায় যে, প্রায় কুড়িটি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে পুনর্লিখিত করে প্রকাশ করতে হবে। কোন মুসলমান এ পর্যন্ত এ ব্যাপারে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করেনি যে এর পূর্বশর্ত কি হতে পারে, অথবা এতে কি কি পদক্ষেপ ও কর্মপন্থা গৃহীত হতে পারে। আমাদের পূর্ববর্তী সংস্কারকগণ মনে করতেন পাশ্চাত্যের মত, জ্ঞান ও ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। তারা এমন কি পাশ্চাত্যের জ্ঞানের সাথে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বন্দ্বের কথাও জানত না। আমাদের বর্তমান যুগেই প্রথম এই বিবাদের কথা আবিষ্কৃত হয়। আমরা বুদ্ধিবৃত্তিক উপলব্ধির মধ্য দিয়েই তা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব আমাদের ওপর যে মনস্তাত্ত্বিক অত্যাচার করেছে তার ফলে আমরা এক আতংকের মধ্য দিয়ে জেগে উঠেছি। মুসলিম জগতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আমাদের চোখের সামনে ইসলামী আকীদার ওপর যে অত্যাচার চলছে সে সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অবহিত। সে জন্যই এই অশুভ ব্যাপারে মুসলিম জগতকে আমরা সাবধান করে দিচ্ছি এবং ইতিহাসে এই প্রথমবারের মত একে দমন করার উদ্দেশ্যে একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা করছি, তার ফলাফল যাচাই করা ও পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য সঠিকপথে ইসলামী শিক্ষা পুনরায় চালু করতে চাচ্ছি।

এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, মুসলিম দুনিয়ার এখনো কোন কেন্দ্র নেই যেখানে উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে পারে। প্রয়োজন হচ্ছে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের, যা ইসলামী চিন্তা-ভাবনার সদর দপ্তর হিসেবে কাজ করবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষয়গুলোর ইসলামীকরণ করা হবে এবং ইসলামীকরণ প্রক্রিয়া আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ও গ্র্যাজুয়েট শ্রেণী ও সেমিনার কক্ষে পরীক্ষিত হবে। ইসলামাবাদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থট্-এর সহযোগিতায় এগিয়ে আসার পূর্বে মুসলিম জাহানের কোন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও জ্ঞানের ইসলামীকরণের অনুকূলে একটি অঙ্গুলিও নড়ায়নি। কলেজের পাঠ্যবিষয়ে ব্যবহারের জন্য কোন ইসলামী পাঠ্যপুস্তক রচনা করেনি বা এসব বই-পুস্তক লেখার জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণার যন্ত্রপাতি সংগ্রহের দিকেও নজর দেয়নি। তবুও মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র প্রত্যেকে শিক্ষার, শিক্ষকদের ও প্রতিষ্ঠানগুলোর, পাঠ্যক্রমের এবং পাঠ্যপুস্তকের

www.pathagar.com

ইসলামীকরণের কথা শুনে থাকে। সরকারী পর্যায়ে যেখানে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা রয়েছে, সেখানে অজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে ইসলামীকরণের কথা মুখে মুখে কিছু আলোচিত হয়, অথবা জনগণকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে কেউ কেউ তা বলে থাকেন। ইসলামীকরণের কাজই হচ্ছে সবচেয়ে মহান কর্তব্য, ঐশী ইচ্ছার সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ এবং সব নৈতিকতার সেরা নৈতিকতা। বিশ্বধর্মগুলো, পাশ্চাত্য ও কম্যুনিজম যে সফলতা অর্জন করেছে তার পেছনের কারণটি হচ্ছে–এসবের সমর্থকরা নিজেরাই এগুলোতে উৎসাহিত বোধ করেছে এবং এগুলোকে পরিচালিত করেছে। তাই যুক্তি হচ্ছে ঃ মুসলমানদেরও আত্মপ্রত্যয়ী হতে হবে যদি তারা ইতিহাসের আজ্ঞাবহ না হয়ে নিয়ন্ত্রক হতে চায়। তবুও এসব আন্দোলনের মত ইসলাম কোন 'ইজম' বা নীতি হিসেবে নিজস্ব অভিজ্ঞতালব্ধ কোন দাবী উত্থাপন করে না যাকে ইচ্ছামত গ্রহণ বা বর্জন করা যায়। ইসলামের দাবী অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত, প্রয়োজনীয় ও চূড়ান্ত দাবী। এই দাবীর একটি সার্বজনীন আবেদন বা বৈধতা আছে। এই ন্যায্য দাবী ও অধিকারের পেছনে মানুষের স্বীকৃতি বা মৌন সম্মতি আছে। ইসলামের দাবী যুক্তিযুক্ত, দাবী হিসেবে বিপক্ষীয় যুক্তির মোকাবিলা করতে সক্ষম এবং এই যুক্তিকে ইসলাম সমর্থকদের স্বাগত জানানো উচিত। এসব যুক্তির পক্ষে তাদের প্রমাণ উপস্থাপন করা উচিত। ইসলামের দাবীর কোন অংশ, কোন বিষয়ের সঙ্গে ইসলামের কোন সুসঙ্গতি বা প্রাসঙ্গিকতা অকাট্য প্রমাণ ছাড়া গ্রহণ করা যেতে পারে না। কিন্তু পান্ডিত্যপূর্ণ কোন কাজের জন্য ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি যখন তার কোন দাবী প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত করে তখন তা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। এই প্রতিষ্ঠিত দাবীকে বাতিল করতে বা বাধা দিতে পারে শুধু যুক্তিহীনতা বা বিদ্বেষ। একে বাতিল করতে পারে মানসিক বিকারগ্রস্ত মূর্খ আর বাধা দিতে পারে একেবারে জাতশত্রু। আর এই দুটোই ইসলামে জাহেলিয়াত বলে অভিহিত হয়ে থাকে।

মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও নেতাদের সামনে এটাই হচ্ছে মহান কর্তব্য। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া মানুষের পুরো জ্ঞান–সম্পদকে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে পুনর্গঠিত করতে হবে। জীবন, বাস্তবতা ও পৃথিবী সম্পর্কিত কোন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা না হলে তাকে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হবে না। সেটাই হচ্ছে বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়নের উদ্দেশ্য। ইসলামে জ্ঞানের পুনর্গঠন বলতে এর ইসলামীকরণ বুঝায় অর্থাৎ জ্ঞানের নতুন করে সংজ্ঞা দিতে হবে এবং তথ্যাদিকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। তথ্যাদির কার্যকারণ ও সম্পর্ক নিয়ে পুনর্বার চিন্তাভাবনা করতে হবে, উপসংহারগুলোর পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে, উদ্দেশ্যের পুনর্বিন্যাস করতে হবে এবং তা এমনভাবে করতে হবে যাতে বিষয়গুলো দর্শনকে সমৃদ্ধ করে এবং ইসলামের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। এই লক্ষ্যে ইসলামের পদ্ধতিকরণ ক্যাটেগরিগুলোকে যথা–সত্যের ঐক্য,

www.pathagar.com

জ্ঞানের ঐক্য, মানবতার ঐক্য, জীবনের ঐক্য এবং সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য–মানুষের কাছে সৃষ্টির দাসত্ব এবং সর্বোপরি আল্লাহর কাছে মানুষের দাসত্ব–এই চিন্তাধারার আলোকে পাশ্চাত্য ধারণাগুলোকে অবশ্যই সংশোধন করতে হবে এবং বাস্তবতাকে উপলব্ধি ও বিন্যস্ত করার সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। তদ্রুপ, পাশ্চাত্য মূল্যবোধের স্থলে ইসলামী মূল্যবোধকে পুনঃস্থাপন করা উচিত এবং তদনুযায়ী প্রতিটি ক্ষেত্রে বিদ্যার্জনের কর্মকান্ড পরিচালিত হওয়া উচিত। ইসলামী মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঃ মানুষের সুখ–স্বাচ্ছন্দ্যের উপযোগী জ্ঞান, মানুষের প্রতিভার বিকাশসাধন, ঐশী ধারাকে সুসংহত করার লক্ষ্যে সৃজনধর্মী চিন্তার পুনর্গঠন, কৃষ্টি ও সভ্যতার উন্নয়ন, জ্ঞান–বিজ্ঞতা, বীরত্ব, নৈতিক উৎকর্ষ, ধর্মকর্ম ও সাধুতা দিয়ে মানব কীর্তিস্তম্ভকে সমৃদ্ধ করা।

পূর্বোক্ত নীতিমালাকে বিস্তারিত, সুস্পষ্ট ও যথাযথভাবে তুলে ধরাই হচ্ছে এই পুস্তকের বাকী অংশের উদ্দেশ্য।

৩. পদ্ধতি

ক. চিরাচরিত পদ্ধতির ত্রুটি

ষষ্ঠ ও সপ্তম হিজরী শতাব্দীতে অমুসলিমরা উম্মাহর উপর গুরুতর আঘাত হানার ফলে মুসলিম নেতারা তাঁদের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। প্রাচ্য থেকে উম্মাহর উপর হামলা চালায় তাতাররা এবং পাশ্চাত্য থেকে খৃষ্টান ক্রুসেডাররা। মুসলমানরা তাদের ধ্বংসোন্মুখ অবস্থা দেখে অতিরিক্ত রক্ষণশীল হয়ে পড়ে এবং তাদের পরিচয়ের স্বাক্ষর সবচেয়ে মূল্যবান ধরনের যুগধর্মী সম্পদ ইসলামকে রক্ষার জন্য যে কোন পরিবর্তনের চিন্তা পরিহার করে এবং অক্ষরে অক্ষরে শরীয়তের আদেশ–নির্দেশ মেনে চলার প্রতি অচল–অটল থাকে। এরপর তারা আইনের সৃজনশীলতার প্রধান উৎস অর্থাৎ ইজতিহাদকে পরিত্যাগ করে তারা ইজতিহাদের দরজা বন্ধ বলে ঘোষণা করে। তাঁদের অভিমত হল পূর্বপুরুষদের কাজের মধ্য দিয়েই শরীয়তের কাজ শেষ হয়ে গেছে। শরীয়ত থেকে নতুন প্রথা প্রবর্তন করাকে শরীয়তের খেলাফ বলে ঘোষণা করা হয়। যে–কোন নতুন প্রথা প্রবর্তনকে অনভিপ্রেত এবং দোষণীয় মনে করা হয়। বিভিন্ন মাজহাবের ব্যাখ্যা অনুযায়ী শরীয়া একটা গতিহীন সত্তায় পরিণত হলো। বলা হলো শরীয়তের কাজ হবে ইসলামকে টিকিয়ে বা বাঁচিয়ে রাখা। ইসলাম টিকে থাকলো, এমনকি অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে রুশ, বলকান অঞ্চল, মধ্য ও দক্ষিণ–পূর্ব ইউরোপ পর্যন্ত মুসলিম বিজয় ও সম্প্রসারণ সত্ত্বেও রক্ষণশীল প্রথা ও ব্যবস্থা খতম হয়নি। মুসলমানরা ব্যাপকভাবে তাসাউফ ও তার তরিকাগুলো গ্রহণ করার ফলে সৃজনশীলতার উৎস হিসেবে ইজতিহাদের অভাবে সৃষ্ট অসুবিধাগুলো কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। সুতরাং আধুনিককাল পর্যন্ত শরীয়া স্থবির

www.pathagar.com

হয়ে যায়। ফলে আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরী জ্ঞান পাশ্চাত্যকে মুসলমানদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষমতা দান করে এবং তাদেরকে পরাভূত করে।

আধুনিককালে পাশ্চাত্য শক্তি ইউরোপে তুরস্ক সাম্রাজ্যকে ভেঙে দখল করে তাকে উপনিবেশে পরিণত করে। মূল ভূখণ্ড তুরস্ক ছাড়া সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলে। তুরস্ক থেকে পাশ্চাত্য শক্তিগুলোকে বলপূর্বক বিতাড়িত করা হয়। অবশ্য ইয়েমেন এবং মধ্য ও পশ্চিম আরবে উপনিবেশ স্থাপনের কোন সুযোগ তারা পায়নি। পাশ্চাত্য শক্তিগুলো মুসলমানদের দুর্বলতার চরমতম সুযোগ গ্রহণ করে এবং মুসলিম বিশ্বের বর্তমান অস্থিরতার প্রধান কারণ হয়ে ওঠে। বিগত দু'শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্যের কাছে মুসলমানদের পরাজয়, শোচনীয় দুরবস্থা ও সংকটের প্রেক্ষিতে তুরস্ক, মিশর ও ভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ উম্মাহর পাশ্চাত্যকরণে মনোনিবেশ করেন এই আশায় যে, এর ফলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে উম্মাহ শক্তিশালী ও সুদৃঢ় হবে। কিন্তু যেখানেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় সেখানেই তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, তুরস্ক ও মিশরে খুব জোরেসোরে ও অব্যাহতভাবে এই প্রয়াস চালানো হয়। কিন্তু আজো তা প্রকৃতপক্ষে ব্যর্থই রয়ে গেছে। ফলশ্রুতিতে তুরস্কে মোস্তফা কামাল সে দেশ থেকে সমস্ত ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান বিলোপ করার এবং জনজীবনে প্রভাব বিস্তারকারী প্রতিটি ঐতিহ্যবাহী ইসলামী নীতিকে বাতিল করে দেয়ার মোক্ষম সুযোগ লাভ করেন। সামগ্রিকভাবে ইসলামী ব্যবস্থার স্থলে পাশ্চাত্য ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। কিন্তু পাশ্চাত্যকরণের দুই প্রজন্ম অর্থাৎ ৬০ বছর পার হয়ে গেলেও আজো তুরস্ক অন্য যে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের ন্যায় সব দিক দিয়ে দুর্বল ও গরীব রয়ে গেছে। পাশ্চাত্যকরণ প্রচেষ্টা কেবল সমাজের একটি অংশকে ইসলাম-বিমুখ করতে সক্ষম হয়েছে, আর কিছু নয়। মিশরে পাশ্চাত্যকরণের প্রচেষ্টা শ্লথগতিতে চালানো হয়। সেখানে পাশ্চাত্য ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়া হলেও পাশাপাশি চিরাচরিত ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলোকে কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়। দু'টি ব্যবস্থা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। পাশ্চাত্যকরণ প্রচেষ্টার প্রতি সরকারী তহবিল, সরকারের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থাই সত্যিকার সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। তারা কেবল একে অপরকে দুর্বল করতে সক্ষম হয়।

১. ফিকাহ ও ফকীহ এবং ইজতিহাদ ও মুজতাহিদ ঃ আজকের দিনে ফিকাহ শব্দের অর্থ হচ্ছে একটি বিশেষ মাজহাবে শরীয়তের জ্ঞান। ফকীহ হচ্ছেন, এই জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ। সাধারণত ফিকাহ বলতে বোঝায় ইসলামের সকল মাজহাবে শরীয়তের জ্ঞান। এ ধরনের জ্ঞানার্জনের জন্য আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর বিশ্লেষণমূলক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। দৃশ্যত এটা

www.pathagar.com

একটি বিশেষ অর্থ। কুরআনের পরিভাষায় ফাকাহা বা তাফাককাহার তুলনায় তা খুবই সীমিত। কুরআনের বিভিন্ন সূরায় এসব পরিভাষা বার বার ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে বুদ্ধিবৃত্তি এবং অনুধাবন–শক্তির প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে; প্রকৃত মর্ম বা তার ব্যাখ্যা অনুধাবন করার কথা বলা হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, ইসলামের সামগ্রিক জ্ঞান বুঝানোর জন্য এই পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এই সাধারণ অর্থ থেকে উল্লিখিত পরিভাষার বিশেষ অর্থ বের করা থেকেই সৃজনশীলতা এবং সাধারণ কর্মকান্ডের প্রতি ইসলামী উম্মাহর অনীহার বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। পরিভাষার এই অর্থগত পরিবর্তন এবং পরিভাষার গতিশীল ব্যবহারের আগ্রহের অভাব দৃষ্টিশক্তির রক্ষণশীলতা এবং সংকীর্ণতার পরিচায়ক। ইসলামের সুমহান ইমাম শাফেয়ী, আবু হানিফা, মালিক এবং আহমদ ইবনে হাম্বল সকলেই 'উসুল আল ফিকাহ' বলতে ইসলামী আইনের সাধারণ নীতিমালা বুঝেননি, বরং বুঝেছেন জীবন ও বাস্তবতার ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির প্রথম নীতিমালা হিসেবে।

তাছাড়া ইসলামের প্রাথমিক যুগের ফকিহরা যেমন রসূলের (সাঃ) সাহাবী, তাদের অনুসারী তাবেয়ীন এবং ইসলামের সুমহান মাজহাবের প্রতিষ্ঠাতারা (রঃ) মুসলমানদের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত সকল বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। প্রাথমিক যুগের ফকিহরা প্রকৃতপক্ষে এক–একজন এনসাইক্লোপেডিয়া ছিলেন। তাঁরা সাহিত্য ও আইন, জ্যোতির্বিদ্যা থেকে চিকিৎসা পর্যন্ত শাস্ত্রে যথার্থ পন্ডিত ছিলেন। তাঁরা নিজেরা পেশাজীবী ব্যক্তি ছিলেন এবং ইসলামকে শুধু আইন হিসেবে নয় বরং একটি আদর্শ ও তত্ত্বচিন্তার একটি পদ্ধতি এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ যে জীবন–যাপন করতেন সে হিসেবে ইসলামকে জানতেন। সর্বকালের সর্বোচ্চ ইসলামী যোগ্যতা আল ধাওয়াক্ আল–শারয়ী বা আইনের উদ্দেশ্যের অন্তর্নিহিত জ্ঞান সম্পর্কে তাঁরা পুরোপরি ওয়াকিফহাল ছিলেন। যদি তাঁরা যথার্থ যোগ্যতার কারণে মুসলমানদের সমস্যা সৃজনশীল সমাধান প্রদানের আদর্শ হয়ে থাকেন, তাহলে আজকের স্নাতক ফকিহদের জ্ঞান বা প্রজ্ঞা কোন অবস্থায় সে দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত নয়–প্রাথমিক যুগের ফকিহরা যা সফলতার সাথে সম্পাদন করেছেন।

খোদ চিরাচরিত ব্যবস্থার গন্ডির মধ্যেই সংস্কারের বেশ কিছু প্রয়াস চালানো হয়েছে। এর মধ্যে সবচাইতে সাহসী প্রয়াস চালান মোহাম্মদ আবদুহ এবং তাঁর শিক্ষক জামাল উদ্দীন আফগানী। যদিও সকল জায়গার জাগ্রত মুসলমানরা ইজতিহাদের দরজা পুনরায় খুলে দেয়া সম্পর্কিত তাঁদের আহবান অনুমোদন করেন, কিন্তু দু'টি কারণে পদক্ষেপটি ব্যর্থ হয়। প্রথমত, মুজতাহিদদের চিরাচরিত যোগ্যতা অপরিবর্তিত থাকার ফলে প্রাচীন মাদ্রাসার স্নাতকদের কাছে ইজতিহাদের গুরুত্ব সীমাবদ্ধ থেকে যায় অর্থাৎ তাঁরা এর কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। প্রচলিত

www.pathagar.com

মাজহাবের এসব স্নাতকরা যেভাবে শিক্ষালাভ করেন তাতে তাঁরা নিশ্চিত হন যে, সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থায় ইজতিহাদের সুযোগ পর্যাপ্ত। তাঁরা যুক্তি দেখান, মুসলিম বিশ্ব যে–সমস্যার সম্মুখীন তা ইসলামী মূল্যবোধ উপলব্ধি না করতে চাওয়ার মানবিক অনীহার ফলমাত্র। দ্বিতীয়ত, ঐ মুজতাহিদ ফকিহরা তাঁদের লব্ধজ্ঞানের মাপকাঠিতেই কেবল আইনের পরিভাষা অনুধাবন করতে শেখেন এবং সেই অনুসারে সমস্যাদি বিচার–বিশ্লেষণ করেছেন। উপরোক্ত বিধানের ক্যাটেগরিতেই তাঁরা রায় ঘোষণা করে সমকালীন সমস্যা বিচার বিবেচনা করতে অভ্যস্ত হন। ফলে মুসলমানরা দৈনন্দিন জীবনে যা করে বা করতে চায়, তাকে এই সীমিত ইজতিহাদের আওতায় আইনের শ্রেণীতে ফেলে সেভাবে ফতোয়া দিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয। এসব ফকিহ বা মুজতাহিদ কোন বিষয়কে সাময়িকভাবে দেখতে বা বিচার–বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। মাজহাবী নিয়ম–প্রথার সংকীর্ণ পরিসরেই তাঁরা সব সমস্যার সমাধান তালাশ করেন। এই চৌহদ্দির বাইরে তাঁরা তাঁদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে অক্ষম। এখন পরিস্থিতির দাবী হচ্ছে, উসুল অর্থাৎ ইসলামী জ্ঞানের উৎস অনুধাবনের জন্য একটি নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা।

২. ওহী ও আকলের পরস্পর বিচ্ছিন্নতা ঃ মুসলিম উম্মাহর বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসের সবচেয়ে র্মমান্তিক দিক হচ্ছে ওহী ও আকলের পরস্পর বিচ্ছিন্নতা। কোন কোন মুসলমানের ওপর গ্রীক যুক্তিবিদ্যার প্রভাবের দরুন এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাঁরা ইসলামের সত্যরূপের প্রতি অমুসলমানদের আকৃষ্ট করার জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু এটাই তাঁদেরকে বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। গ্রীক ভাবধারায় প্রভাবিত ইহুদী ও খৃস্টানরা বহু শতাব্দী যাবত একটি মিশ্র পরিবেশে বাস করেছে। তাদের মধ্যে অনেকে ইসলাম গ্রহণের পর ঐ মিশ্র চেতনাও মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করে। আল–ফারাবী এই চেতনা সমুন্নত করেন এবং অন্যান্য বিজ্ঞানী এটাকে মুতাকাল্লিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করেন। পরবর্তীকালে কিছু কিছু মুতাকাল্লিম এই পরিস্থিতিতে ঈমানের সনাতন ব্যাখ্যা আরো বিস্তৃত পরিসরে উপস্থাপন করে পরিতৃপ্ত বোধ করেন। পতন–যুগে বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার ক্ষেত্রে এ ধারাই ছিল প্রবল। বিশেষতঃ তাসাউফের প্রভাবে বুদ্ধি ও ওহীর বিচ্ছিন্নতাকে আর দোষণীয় মনে করা হয়নি।

কিন্তু ওহী ও বুদ্ধির পরস্পর বিচ্ছিন্নতা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এটা ইসলামের সামগ্রিক চৈতন্য এবং বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি কুরআনের আবেদনের পরিপন্থী। কারণ কুরআন সকল বস্তুর যৌক্তিক মূল্যমান নিরূপণে উদ্বুদ্ধ করে। অন্যান্য ধর্মের মতো ইসলাম মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে অবদমিত করে অযৌক্তিক ও উদ্ভট বস্তুর কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে না, বরং সবকিছু যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে অনুধাবনের তাগিদ

www.pathagar.com

দেয়। বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরম সত্যে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানায়। কুরআন শরীফের প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় এই আহবান, তাগিদ ও আদেশ রয়েছে। বুদ্ধি ব্যতিরেকে ওহীর মূল্যায়ন সম্ভব নয়। ওহীর জ্ঞান অন্যান্য সকল জ্ঞান থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এর পেছনে বুদ্ধি ও যুক্তির ভিত্তি না থাকলে তা খেয়ালিপনার শিকার হয়। যুক্তি বাদ দিয়ে মানুষ তার ইচ্ছেমতো ব্যাখ্যা দিয়ে ঈমানকে কলুষিত করার পথ উন্মুক্ত করে দেয়। যুক্তি দিয়ে ঈমানের ব্যাখ্যা না হলে উদ্ভট বিষয়, কুসংস্কার ও স্বেচ্ছাচারিতা সত্যের ছদ্মাবরণে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। একইভাবে ঈমানের অন্তর্দৃষ্টি–সঞ্জাত "বোধ" উপেক্ষা করে কেবল যুক্তিনির্ভর হলে বস্তুবাদ, উপযোগবাদ ও তাৎপর্যহীনতা "যৌক্তিক জীবনকেও" উৎকট দুর্গন্ধে পূর্ণ করে ফেলে।

৩. কর্ম থেকে চিন্তার বিচ্ছিন্নকরণ ঃ ইসলামী ইতিহাসের প্রাথমিক যুগের নেতারা ছিলেন চিন্তাবিদ এবং চিন্তাবিদরাই ছিলেন নেতা। ইসলামী চেতনার প্রভাব এতো প্রবল ছিল যে, তাঁদের সকল কর্মকাণ্ড ঐ চেতনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জীবনে এর স্পন্দন অনুভূত হতো। প্রতিটি সচেতন মুসলমান ইসলামের আলোকে বাস্তবতাকে অনুধাবন করতেন। ফকীহরা একই সাথে ইমাম, মুজতাহিদ, ক্বারী, মুহাদ্দিস, মুতাকাল্লিম, রাজনৈতিক নেতা, সেনাধ্যক্ষ, কৃষক, ব্যবসায়ী অথবা অন্যান্য পেশাজীবী ছিলেন। কেউ কোন বিষয়ে দুর্বল হলে তার সাহায্যে সবাই এগিয়ে আসতেন। পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতার ফলে সকলেই নিজেকে সক্ষম মনে করতেন। ইসলামী চিন্তাধারা যেহেতু বাস্তবমুখী, তাই এই ঐক্যচেতনা নানা সৃজনশীল ভাবধারা উদ্ভাবনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এই বাস্তবমুখিতার জন্য ঐ মুসলিম সমাজে বসবাসকারী নারী ও পুরুষের অভিন্ন আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটেছে। প্রাথমিক যুগে দর্শন ও সৃজনশীলতার চর্চা কম হয়ে থাকলেও সেটা তাদের অক্ষমতার কারণ নয়, বরং তখন মুসলিম চিন্তাবিদদের প্রধান কাজ ছিল সাধারণ মানুষের সুস্থ ও সমৃদ্ধ জীবন–যাপনে সাহায্য করা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মুসলিম নেতৃবৃন্দ জনজীবনের কল্যাণচিন্তায় সর্বদা নিমগ্ন থাকতেন। জনগণও নেতৃবৃন্দের এই সৃজনশীল চিন্তার সুফল বাস্তবে লাভ করতেন। উম্মাহর কোন সমস্যা দেখা দিলে নেতৃবৃন্দ সময়ের দাবী অনুযায়ী উপযোগী সমাধান দিতে পারতেন। তারা একই সাথে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং নির্বাহী ক্ষমতাবলে তা বাস্তবায়ন করতেন। ফলে মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নতি ও সমৃদ্ধির ছাপ ছিল সুস্পষ্ট।

পরবর্তীকালে চিন্তা ও কর্মের নিবিড় বন্ধন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। উভয় ক্ষেত্রেই দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা বিদ্বান ব্যক্তিদের পরামর্শ ছাড়াই শাসনকার্য

www.pathagar.com

চালাতে থাকেন। চিন্তার দৈন্য তাদেরকে নানাবিধ সঙ্কটের আবর্তে নিক্ষেপ করে। শাসক ও শাসিতের মধ্যে সৃষ্টি হয় দূরত্ব। শাসকরা নিজেদের পক্ষে সাফাই গাইতে গাইতে আরো বড় বড় ভুল করে বসেন। অন্যদিকে আলেম ও চিন্তাবিদরা উম্মাহর সামগ্রিক কল্যাণচিন্তা ও কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শাসকবর্গের নিন্দা করে নিজেদেরকে ভাবজগতে নিমজ্জিত করেন। কেউ কেউ বাস্তবতাবর্জিত রীতিনীতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আবার যেসব মনীষী শাসকদের নিন্দায় সোচ্চার ছিলেন তাঁরা নির্যাতনের শিকার হন। যাঁরা রাজনৈতিক বিষয়ে মাথা ঘামাননি তাঁরা বাস্তবতা থেকে আরো দূরে সরে যান। কিছু কিছু চিন্তাবিদ রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আপোষ করে চলতে শুরু করেন। এমনি বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে যে মেরুকরণ শুরু হয়, তার পরিণতিতে চিন্তা ও কর্ম উভয়ই ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। এমতাবস্থায় সাধারণ মানুষ শরীয়তের পুরনো ভাষ্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে অথবা সুফীবাদের কোলে আশ্রয় নেয়। স্বৈরাচারী শাসক, দুর্নীতিবাজ নেতা, মসনদ দখলকারী এবং শক্তিধর সুলতানদের ক্রীড়নকরা গোটা উম্মাহর নৈতিক শক্তি চুরমার করে দিয়ে জনতাকে রাজনৈতিক দৃশ্যপট থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

শীগগিরই উম্মাহর চেহারা একটা ভিন্নরূপ ধারণ করে। একদিকে সুলতানরা নির্বিঘ্নে শাসন কাজ চালাতে থাকেন, অন্যদিকে উম্মাহর বিপুল মানসিক শক্তি তাসাউফ–উদ্ভাবিত আধ্যাত্মিক ও একপেশে মূল্যবোধের দিকে ধাবিত হয়। প্রাথমিক যুগে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক বিষয়ের মধ্যে যে ভারসাম্য ছিল, তা অন্তর্হিত হয়। জাগতিক বিষয়ের বিনিময়ে আধ্যাত্মিক বিষয় মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলে চিন্তা ও কর্মের জগতে দেখা দিল অরাজকতা। আইনশাস্ত্র, কুরআন ও বিশ্বদৃষ্টি সম্পর্কে বিচিত্র কল্পনা, নীতিশাস্ত্র ও রাজনীতিতে অবাস্তবতা এবং প্রকৃতি বিজ্ঞান সংক্রান্ত মুসলিম চিন্তাধারায় রক্ষণশীলতা ও আঞ্চলিকতা ব্যাখ্যার প্রবণতা যুগের রীতি হয়ে দাঁড়ায়। বড় বড় চিন্তানায়ক, ফকীহ ও বুজুর্গরা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও কর্মকাণ্ডকে হেয় জ্ঞান শুরু করলেন। সংসার ধর্মের প্রতি বিরাগ এবং ক্রমান্বয়ে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করাই হয়ে দাঁড়ালো সওয়াবের প্রাথমিক সোপান।

৪. সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দ্বৈততা ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে সিরাতুল মুস্তাকিমের বৈশিষ্ট্য ছিল মুসলমানদের চিন্তা ও কর্মের জগতকে একটি অভিন্ন কাঠামোয় সুসংহত করা। কিন্তু অবক্ষয়ের যুগে এই সংহত রূপ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়– পার্থিব জগত ও পুণ্যের জগত। এই দৃষ্টিতে ধর্ম ও নৈতিকতার জগত প্রশংসনীয় এবং বৈষয়িক জগত নিন্দনীয়। তাসাউফের পথ ক্রীশ্চান ও বৌদ্ধদের বৈরাগ্যবাদের মতো অন্তঃসারশূন্য আধ্যাত্মিকতায় পর্যবসিত হয়। যে–আধ্যাত্মিকতা মানুষের বৈষয়িক চাহিদাকে অস্বীকার করে তা একপেশে হতে বাধ্য। এতে কেবল ভক্তের স্বার্থই রক্ষিত

www.pathagar.com

হয়। এ ধরনের আধ্যাত্মিকতা সার্বজনীন মংগলের দাবী করলেও অহমবাদিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ ভক্তের পুণ্য সাধনাই এখানে মুখ্য, জগতবাসীর কল্যাণ নয়। অন্যেরা তাদের আত্মোৎসর্গ ও আত্মশুদ্ধির হাতিয়ার মাত্র। আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, এই আধ্যাত্ম সাধনা মরমী অভিজ্ঞতার প্রলোভনে পড়ে কুসংস্কার ও অলৌকিক ক্রিয়াকর্মের ফাঁদে আটকা পড়ে। সূফী তরীকার স্থপতি শায়খরা কখনো এটা বিবেচনা করেননি যে, তাদের প্রবর্তিত তরীকা এমন সব ধ্যান-ধারণার জন্ম দেবে যা খোদ ইসলামের পরিপন্থী। বস্তুত অধিকাংশ সূফী তরীকা তাদের সৃষ্ট বলয়ের মধ্যেই ঘুরপাক খেয়েছে।

পক্ষান্তরে, বৈষয়িক জগত একটা নৈতিকতাহীন ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে ওঠে। ধর্মীয় নেতারাও এ ব্যাপারে মাথা ঘামানোর প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি, বরং ধরে নিলেন ঐ জগতটা সামলানোর দায়দায়িত্ব হচ্ছে অন্য আরেকটা শ্রেণীর। নৈতিক মূল্যবোধের অবর্তমানে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। রাজনৈতিক নেতারাও মওকা পেয়ে গর্বোদ্ধত হয়ে স্বেচ্ছাচারী ভূমিকা গ্রহণ করলেন; নিষ্ঠুরভাবে জনগণের উপর শাসন-শোষণ চালিয়ে নিজেদের জীবনকে আরো উপভোগ্য করে তুললেন। আধুনিককালে এসব মুসলিম জনপদ যখন ঔপনিবেশিক শাসকদের করতলগত হলো, তখন কেউ তা তেমনভাবে প্রতিরোধে সাহসী হলেন না। মুসলমানরা আগেভাগেই ধরে নিয়েছিল, এহেন যুদ্ধে তাদের তেমন করণীয় নেই। অবশেষে ঔপনিবেশিক শাসকরা নিজস্ব শিক্ষা ও সংস্কৃতি চালু করে। তখন মুসলমানরা স্রেফ নিন্দা করার মধ্য দিয়েই এর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেছিল। সামগ্রিক জেহাদ ঘোষণার ক্ষমতা তাদের ছিল না।

খ. ইসলামী পদ্ধতির প্রথম নীতি

মুসলিম উম্মাহকে এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করতে হলে চিন্তা ও কর্মের দ্বৈততা দূর করতে হবে। সেজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষাব্যবস্থা থেকে দ্বৈততা নির্মূল করা। আর এই উদ্দেশ্যে জ্ঞানের ইসলামীকরণ অত্যাবশ্যক। ইসলামী চেতনার আলোকে জ্ঞানের ইসলামীকরণ করতে চাইলে কতিপয় নীতি প্রণয়ন করতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার তত্ত্ব ও পদ্ধতি, নীতিমালা ও লক্ষ্য নির্ধারণ করা। এ প্রসংগে নিম্নোক্ত মৌলিক বিষয় বিবেচনা করতে হবেঃ

১. আল্লাহর একত্ব ঃ ইসলাম ও ইসলামের যাবতীয় বিষয়ের প্রথম নীতি হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার একত্ব বা তওহীদ। আল্লাহ স্বয়ং অবধারিতভাবে আল্লাহ। অপর কোন সত্তা আল্লাহ নন এবং তিনি চূড়ান্তভাবেই এক ও একক। সবদিক দিয়েই তিনি চরম ও পরম সত্তা। অন্য সবকিছুই তাত্ত্বিকভাবে তাঁর ও তাঁর সৃষ্টি থেকে পৃথক ও ভিন্ন। তিনিই স্রষ্টা যাঁর আদেশে সবকিছু অস্তিত্ব লাভ করে এবং প্রতিটি ঘটনা

www.pathagar.com

ঘটে থাকে। তিনি সকল কল্যাণ ও সৌন্দর্যের উৎস। তাঁর ইচ্ছাই প্রকৃতির বিধান ও নৈতিকতার সূত্র। সব ধরনের সৃষ্টি, সর্বোপরি মানুষের কাছ থেকে এবাদত কেবল তাঁরই প্রাপ্য। মানুষকে তিনি সর্বোত্তম আকৃতি ও বিবেকবুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যার মারফত সে আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টিকে চিনতে পারে এবং এই মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত নৈতিক বিধান দিয়ে দুনিয়াকে সুন্দর আবাস হিসেবে গড়তে পারে।

ঐশী একত্বের চৈতন্যালোকে চিন্তা করা ও বেঁচে থাকার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর সক্রিয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বিধায় পৃথিবী এক জীবন্ত সত্তা এবং তিনিই এর প্রতিপালন করছেন। সকল কর্মকাণ্ড তাঁর ইচ্ছাপূরণের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত ও নিয়োজিত। এ জগতে কোন কিছুই আকস্মিক নয়, কোন কিছুই তাৎপর্যহীন বাতিল নয়। প্রতিটি বস্তুর মধ্যে আল্লাহ নির্ধারিত পরিমিতি রয়েছে। এমন এক বিশ্বের অংশ হিসেবে প্রত্যেকে একে অপরের সম্পূরক এবং স্রষ্টার কাছে দায়বদ্ধ। অতএব তিনিই সৃষ্টির কাছ থেকে প্রেম ও আনুগত্যের হকদার। কেউ মুসলমান হতে চাইলে তার চিন্তা ও চৈতন্যে আল্লাহর অবিশ্রান্ত উপস্থিতি অপরিহার্য। স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ যেহেতু সৃষ্টির অধিপতি ও বিচারপতি তাই সকল কর্ম তাঁরই নির্দেশে ও উদ্দেশ্যে সম্পন্ন করতে হবে। সকল প্রাণ ও শক্তির মতো সকল কল্যাণ ও সুখ তাঁরই দান। মুমিনের চৈতন্যে আল্লাহ আদি ও অন্ত এবং এই বিশ্বাস তার জীবনে পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়। অতএব, আল্লাহর অস্তিত্ব ও ক্রিয়াপরতা জ্ঞানের প্রথম উপাদান ও দিক-দর্শন। জ্ঞানের বিষয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, অণু, খুদীর গভীরতম প্রদেশ, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান কিংবা ইতিহাসের অভিযাত্রা যাই হোক না কেন ইসলামের দৃষ্টিতে সবকিছুর মূলে রয়েছে ঐশী ইচ্ছা ও আদেশ। একইভাবে ইসলামের আলোকে মানুষ ও প্রকৃতির সকল পর্যায় ও স্তরভেদসহ জ্ঞানের সকল বিষয় আল্লাহর ইচ্ছাপূরণেরই নামান্তর। আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিধির বাইরে ইসলাম কোন কিছুকেই অস্তিত্বমান, সত্য ও মূল্যবোধ-সমৃদ্ধ মনে করে না। আল্লাহতায়ালাই সকল ক্রিয়ার তাৎক্ষণিক ও চরম কারণ ও উদ্দেশ্য। এর বাইরের সকল কল্পনা, জ্ঞান অথবা মূল্যায়ন অস্তিত্বহীন, মিথ্যা, মূল্যহীন ও বিকৃত।

২. সৃষ্টির ঐক্য

ক. মহাজাগতিক শৃঙ্খলা ঃ আল্লাহর একত্ব থেকে যুক্তিসংগতভাবেই সৃষ্টির ঐক্যও আবশ্যক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা কুরআনুল করীমে ঘোষণা করছেন, "আকাশ ও জমিনে যদি আল্লাহ ছাড়া বহু ইলাহ থাকতো তাহলে উভয়ই ধ্বংস হতো।" (আল-কুরআন-২১ঃ২২) চরম বাস্তব যদি একাধিক হয় তবে চরম বাস্তবও চরম হতে পারে না। মহাজগত যদি বিভিন্ন বিধানে পরিচালিত হতো তাহলে আমরা যে শৃঙ্খলাপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থার কথা জানি তা সম্ভব হতো না। মহাজগতে একাধিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকলে আমাদের পক্ষে তা জানাও সম্ভব ছিল না। বস্তুত মহাজগতে

www.pathagar.com

সংগতিপূর্ণ শৃঙ্খলা বিরাজমান বলেই আমরা পদার্থের অস্তিত্ব এবং ঘটনা-প্রবাহের আবর্তনের কর্মকারণ সম্পর্কে অবহিত হতে পারি। মহাজাগতিক শৃঙ্খলা ছাড়া কর্মকারণ ও কর্মফলের প্রশ্ন উঠতো না। এক স্রষ্টার সৃষ্টি বিধায় সৃষ্টিজগত একটি অখণ্ড সামগ্রিক সত্তা। এর প্রতিটি অণু-পরমাণুতে আল্লাহর আদেশ ও কৌশল পরিব্যাপ্ত। প্রাকৃতিক বিধানের আধারেই মহাজাগতিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত। জগতের বৈষয়িক, জৈবিক, আধ্যাত্মিক তথা সকল বাস্তবতা ঐ বিধানের আনুগত্য করে চলেছে। সকল বিধানে আল্লাহতায়ালার সৃষ্টি-রীতির প্রতিফলন ঘটেছে। আল্লাহতায়ালা ঐসব বিধানের কেবল উৎস নন কিংবা একবার তা প্রতিষ্ঠিত বা চালু করে দিয়ে সেগুলো আর নিয়ন্ত্রণ করেন না—তা নয়। বিশ্ব-বিধানের যন্ত্র চালু করে দিয়ে তিনি অবসর নেননি। বরং তিনি চিরায়ত, জীবন্ত ও সক্রিয় সত্তা। সুতরাং মহাজগতের প্রতিটি সত্তা ও ঘটনা তাঁর আদেশ থেকে উদ্ভূত। প্রতিটি বস্তুর মধ্যে পরিবর্তনের যে গতিশীল শক্তি রয়েছে তাও আল্লাহর আদেশের ফলশ্রুতি। মানব-সত্তা হিসেবে আল্লাহর মহাজাগতিক বিধান তথা কর্মকারণ প্রক্রিয়ায় বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। আল-গাজ্জালী ও হিউম তাঁদের আদর্শিক প্রভেদ সত্ত্বেও দেখতে পেয়েছেন যে, কারণ-ঘটিত যোগসূত্রের কোন প্রয়োজন নেই। বস্তুত আমরা যাকে কারণ-ঘটিত বলে মনে করি তা ঘটনার "আবর্তন" মাত্র। তাই আমরা এই বিশ্বাস পোষণ করি যে, কারণের অনিবার্য পরিণতিতেই কাজের উদ্ভব। হিতৈষীপরায়ণ ঐশী-সত্তার সাথে এরূপ বিশ্বাসের কোন সংঘাত নেই। আল্লাহতায়ালা কাউকে বিভ্রান্ত করতে চান না। তিনি এমন এক হিতৈষী স্রষ্টা যিনি বিশ্বজগতকে আমাদের জন্য জীবন্ত ও বোধগম্য করেই সৃষ্টি করেছেন যেন আমরা বিবেক-বোধ দ্বারা চালিত হয়ে আমাদের কর্মকাণ্ডে নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটাতে পারি।

খ. সৃষ্টিজগত ঃ আল্লাহতায়ালা সবকিছু সুনির্দিষ্ট পরিমাপসহ সৃষ্টি করেছেন। এই পরিমাপ প্রতিটি পদার্থের প্রকৃতি, অন্যের সাথে এর সম্পর্ক এবং এর অস্তিত্বের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একইভাবে শুধু কারণ নয়, বরং উদ্দেশ্যও এই পরিমাপ পদ্ধতির অধীন। প্রতিটি সত্তার ক্রিয়াপরতার একটি উদ্দেশ্য আছে। এই উদ্দেশ্য চূড়ান্ত নয়, কিন্তু সর্বদা অন্য সকল উদ্দেশ্যের সাথে সমন্বিত হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যের সাথে চূড়ান্তভাবে পরিসমাপ্তি লাভ করে। কেননা তিনিই চরম উদ্দেশ্য, যাঁর কাছে সবকিছু প্রত্যাবর্তিত হয়। সব কল্যাণ তাঁর ইচ্ছাতেই কল্যাণকর হয়।

অতএব জগতের সকল সত্তা চূড়ান্তভাবে অথবা উপায় ও লক্ষ্য হিসেবে পারস্পরিক কার্যকারণসূত্রে আবদ্ধ। কারণ আধ্যাত্মিক ও পরম প্রাকৃতিক সম্পর্ক আল্লাহর সত্তায় গিয়ে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। প্রত্যেকটির কর্ম পরিধি সসীম। মানুষ উভয় ক্ষেত্রেই জ্ঞান লাভ করতে পারে। অবশ্য সসীম সত্তা হিসেবে মানুষ এই সম্পর্ক

www.pathagar.com

সূত্রের অংশ বিশেষকেই কেবল জানতে পারে অন্ধকার জংগলে মশাল-রশ্মির মত। কেবল মানুষই এই অনুপম মর্যাদার অধিকারী যে সে তার অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের অভিযান চালিয়ে যেতে পারে। আর এর একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার অপরিবর্তনীয় রীতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও এর মূল্যায়ন।

সকল সৃষ্টবস্তুর উদ্দেশ্য রয়েছে এবং সকল উদ্দেশ্য উপায় ও লক্ষ্য হিসেবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়ে জগতকে সুসংবদ্ধ, জীবন্ত ও তাৎপর্যবহ করে রেখেছে। আকাশের পাখী, তারকাপুঞ্জ, গভীর সমুদ্রের মাছ-তথা যাবতীয় জড় ও অজড় পদার্থ এই সংবিধিবদ্ধ ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর কোন অংশই স্থবির ও অশুভ নয়। কারণ সামগ্রিক জীবনে প্রতিটি সত্তার ভূমিকা আছে। মুসলমানরা সৃষ্টিকে একটি জীবন্ত সত্তা হিসেবেই জানে এবং এর প্রতিটি অংশ প্রকট অথবা প্রচ্ছন্নভাবে কোন না কোন উদ্দেশ্য সাধন করে চলেছে-যা সবটাই তাদের জানার বিষয় নয়। কিন্তু এই জ্ঞান তাদের ঈমানেরই ফলশ্রুতি। মেষের ওপর নেকড়ের হামলা, পাখির প্রজাপতি ভক্ষণ কিংবা মানবদেহ থেকে কৃমির খাদ্য গ্রহণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মাঝে ঐশী ইচ্ছারই রূপায়ণ ঘটছে। মুসলমানরা কোন ঘটনাকেই দুর্ঘটনা বা নিয়তির পরিহাস বলে মনে করে না। ভূমিকম্প, দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ, খরা সবকিছুই আল্লাহর বিধান মোতাবেক সংঘটিত হয়। এগুলোর তাৎপর্য তাৎক্ষণিকভাবে উপলব্ধি না হলেও ঈমানদারদের এসব ঘটনা বিচলিত করতে পারে না। তারা এগুলোকে আল্লাহর পরীক্ষা মনে করে এবং তাদের ঈমান আরো মজবুত ও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈমানের এই দিকটি মানুষকে প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলায় দৃঢ়পদ রাখে।

গ. তাশকীর (সৃষ্টি মানুষের জন্য) ঃ আল্লাহতায়ালা গোটা জগতকে মানুষের জন্যে একটি অস্থায়ী উপঢৌকন এবং কর্মশালা হিসেবে প্রদান করেছেন। সকল বস্তুকে মানুষের অধীন করে দিয়েছেন যাতে এগুলোকে সে তার লালন-পালন ও আরাম-আয়েশের জন্যে ব্যবহার করতে পারে। সমগ্র প্রকৃতি জগতকে মানুষ তার যোগ্যতা অনুসারে কাজে লাগাতে পারে। মানবজাতি ইচ্ছা করলে সমুদ্রের পানি, সূর্যের তাপ, পাহাড় কিংবা মরুভূমিকে তার সেবায় নিয়োজিত করতে সক্ষম। আবার সমগ্র পৃথিবীকে সে অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখতে পারে। পৃথিবীকে মানুষ সৌন্দর্যের আধার হিসেবে গড়তে পারে অথবা বীভৎসতার ভাগাড়ে পরিণত করতে পারে। অর্থাৎ মানুষের প্রতি সৃষ্টির অধীনতার কোন সীমা-সরহদ নেই। আর আল্লাহতায়ালার মর্জিতেই এটা সম্ভব হয়েছে। কান্টের আগে একজন মুসলিম চিন্তাবিদই প্রথম বলেন, "তোমার করা উচিত বলেই তুমি করতে পার।" এটাই হচ্ছে অধিবিদ্যার প্রথম মূলনীতি। কুরআনের নীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি এই সূত্র প্রণয়ন করেন। কুরআনের ঐ আয়াতটি হচ্ছে 'আল্লাহ কারো ওপর এমন দায়িত্ব-বোঝা অর্পণ করেন

www.pathagar.com

না যা তার সাধ্যাতীত' (আল-কুরআন-২ঃ২৮৬)। এই উপলব্ধি ছাড়া মহাজগত একটি অনড়, অসার ও অপরিবর্তনীয় জগত অথবা আহাম্মকের জগতে পর্যবসিত হবে।

৩. সত্য ও জ্ঞানের ঐক্য ঃ যুক্তি নিশ্চিতভাবে মায়ার মতো অনিশ্চিত। যুক্তির আত্মসমালোচনার ক্ষমতা আছে বলে আত্মরক্ষারও দুর্গ আছে। কিন্তু যখনই চূড়ান্ত সত্য ও বাস্তবতার প্রশ্ন ওঠে তখনই ওহীর অভ্রান্ত উৎসের তাগিদ অনুভূত হয়। একবার এই প্রথম অথবা চূড়ান্ত ক্ষতিটির নিষ্পত্তি হয়ে গেলে যুক্তি নতুন উদ্যম লাভ করে এবং সকল সংকট উত্তরণ করে যেতে পারে। যুক্তি যখন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে ব্যর্থ হয়, ঈমানের আলো তখন সঠিক জ্ঞানের দিশা দেয় এবং যুক্তির আধারেই তা প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ ঈমানী সত্য বা জ্ঞান-যুক্তির পরিপন্থী হয় না। অন্যান্য ধর্মের মতো ইসলামে গোঁড়ামীর অবকাশ নেই। এটা যুক্তির উর্ধে নয়, আবার যুক্তিও ঈমানের উর্ধে নয়। তাই ঈমান ও যুক্তির মধ্যে কোন একটাকে বেছে নেয়া ইসলামসম্মত নয়। "ইহুদীরা চায় (অলৌকিক) নির্দশন এবং গ্রীকরা জ্ঞানের অন্বেষায় ব্যস্ত। কিন্তু আমরা প্রচার করি যে, যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন, ইহুদীদের কাছে এটা একটা মারাত্মক বাধা, আর গ্রীকদের দৃষ্টিতে এটা আহাম্মকি.....। ঈশ্বরের বোকামী মানুষের বুদ্ধির চেয়ে শ্রেয়.....। এমন বুদ্ধিমান মানুষের সংখ্যা বেশী নয়.....। যাদেরকে এরূপ তুলনা করা হয়, কিন্তু জ্ঞানীদের বিভ্রান্ত করার জন্য ঈশ্বর দুনিয়ার অনেক বোকামী সুলভ বিষয় বেছে নিয়েছেন।" এমনিভাবে শক্তিমানকে খর্ব করার জন্য দুর্বল বিষয়, তুচ্ছ ও ঘৃণ্য বিষয়কেও ঈশ্বর বেছে নিয়েছেন। (করিন্থিয়ানস ১ঃ২২-২৮) উপরে আহলে কিতাবদের যে ধারণা তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে তুলে ধরা হলো তা ইসলামী চেতনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইহুদী, খ্রীষ্টান বা হিন্দুরাই কেবল এমন আজগুবি চিন্তা করতে পারে।

ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞানতত্ত্বের প্রকৃত রূপ সত্যের ঐক্যের মধ্যেই নিহিত। এই ঐক্য আল্লাহর একত্বের ধারণা থেকেই উৎসারিত। আল্লাহতায়ালার অপর নাম হচ্ছে আল হাক্ব বা "সত্য"। আল্লাহ যদি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ হন, তাহলে সত্যও অনেক হতে পারে না। কেবল তিনিই সত্যকে সত্য বলে জানেন বিধায় ওহীর মাধ্যমে তা প্রকাশ করেন। তিনি প্রত্যাদেশের মাধ্যমে যা প্রেরণ করেন তা বাস্তবতার সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ হতে পারে না। কেননা তিনিই সকল বাস্তবতা ও সত্যের স্রষ্টা। যে সত্য যুক্তির বিষয়বস্তু, তা প্রাকৃতিক বিধানেই অংগীভূত। আল্লাহর সৃষ্টির এই ধারা স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় বলে এসব সত্য উদঘাটন ও প্রমাণ করে মানুষের কল্যাণে কাজে লাগান যায়। ঐশী বাণী বা ওহী আল্লাহর অস্তিত্ব ও সৃষ্টির ঘোষণা দেয়া ছাড়াও এ জগত সম্পর্কে মানুষকে শিক্ষা দেয় এবং মহাবিশ্ব যে-বিধানে পরিচালিত তার আলোকেই প্রাকৃতিক বা ঐশী বিধান তুলে ধরে। এটা সুস্পষ্ট, স্রষ্টা ও প্রণেতা ছাড়া আর কেউ

www.pathagar.com

এসব বিধানের প্রকৃত ব্যাখ্যা বা ভাষ্য দিতে পারে না। তাত্ত্বিকভাবে এ ব্যাপারে কোন অসংগতি থাকতে পারে না। ঐশী বিধানের সাথে যুক্তি, সত্য ও বাস্তবতার এই বিরল ও তর্কাতীত সাদৃশ্য জ্ঞানতত্ত্বের (Epistemology) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই সাদৃশ্য ইসলামী জ্ঞানের আধারে তিনটি নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রথমত, সত্যের ঐক্য এই নির্দেশ করে যে, বাস্তবতার সাথে সংগতিপূর্ণ নয় এমন কোন বিষয়কে ওহীর আলোকে ব্যাখ্যা দেয়া চলবে না। ওহীর প্রস্তাবনা অবশ্যই সত্য এবং বাস্তবতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হতে হবে। এটা তো অচিন্তনীয় যে আল্লাহ কোন বিষয়ে জ্ঞাত নন অথবা তিনি তার বান্দাকে প্রতারিত বা বিপথগামী করতে চান– সুতরাং তাঁর সুস্পষ্ট শিক্ষণীয় বক্তব্য বাস্তবতার বিরোধী হতে পারে না। বাস্তবতার সাথে কখনো কোন হেরফের দেখা গেলে সেটা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপলব্ধির ভুল বলে ধরে নিয়ে তা পুনর্বিবেচনা করতে হবে–এটাই সত্যের ঐক্য–সূত্রের শিক্ষা। এই সূত্র অনুযায়ী ওহীর তাৎক্ষণিক অতিরঞ্জিত ও রূপক ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। বরং ওহীর জ্ঞান ব্যক্তিবিশেষের বাতিল চিন্তাধারা ও বইপত্র সতর্কতার সংগে অধ্যয়নের দিক–নির্দেশ দেয়। ইসলামী প্রত্যাদেশ চিরস্থায়ীভাবে দু'টি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আরবী অভিধান ও পদবিন্যাস যা কুরআন নাজিলের সময় ও আদি অবস্থা থেকে অপরিবর্তিত রয়েছে। এ কারণে কুরআনী প্রত্যাদেশে ব্যাখ্যাগত জটিলতা নেই। সকল ব্যাখ্যাযোগ্য বিষয় শব্দকোষ ও শব্দবিন্যাসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত।

দ্বিতীয়ত, সত্যের ঐক্যের আরেকটি দিকনির্দেশ হচ্ছে, যুক্তি ও ওহীর মধ্যে পার্থক্য বা হেরফের চূড়ান্ত নয়। বৈপরীত্য বা দ্বন্দ্ব পরিহারের কোন উপায়, তথ্য বা মেধা নেই এমন দাবী এই সত্যে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করে। প্রকৃতি এবং স্রষ্টার স্থায়ী রীতি সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গবেষণা করতে গিয়ে কেউ ভুল করতে পারে কিংবা বিভ্রান্তির সম্মুখীন হতে পারে অথবা ভুল করেও মনে করতে পারে যে তার উপলব্ধিই সঠিক। এ অবস্থায় ওহী ও যুক্তির মধ্যে অসংগতি সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সত্যের ঐক্যসূত্র এরূপ অসংগতি ও বিভ্রান্তি নাকচ করে দিয়ে অনুসন্ধানের তথ্য–উপাত্ত পুনর্বিবেচনার তাগিদ দেয়। বিজ্ঞান অথবা যুক্তির মধ্যেই এই অসংগতির কারণ বিদ্যমান থাকতে পারে বিধায় তথ্য–উপাত্ত পুনরায় বিশ্লেষণ করাই উত্তম। এমনকি ওহী উপলব্ধিতেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ভুল করতে পারেন। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই তথ্য–উপাত্তের পুনঃনিরীক্ষণই যুক্তিসম্মত।

তৃতীয়ত, সত্যের ঐক্যসূত্র অর্থাৎ স্রষ্টার সৃষ্টিরীতির সাথে প্রাকৃতিক বিধানের সুসংগতি এই শিক্ষাই দেয় যে, সৃষ্টির ধারা অথবা এর কোন অংশ সম্পর্কে কোন সমীক্ষা শেষ ও চূড়ান্ত নয়। আল্লাহর সৃষ্টিধারা অসীম। আমরা এ সম্পর্কে যতোটুকু বা যতো গভীরভাবেই জানি না কেন তা সবসময়ই আজো অনুসন্ধান–সাপেক্ষ। সুতরাং

www.pathagar.com

এই সূত্র গ্রহণকারী ইসলামী মানস নিরন্তর নতুন নতুন তথ্য প্রমাণ অনুসন্ধানে প্রয়াসী হয়। সকল মানবিক জ্ঞানের প্রতি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভংগি এবং প্রাকৃতিক বিধানের ওপর নিষ্ঠাবান গবেষণা ইসলাম ও বিশুদ্ধ বিজ্ঞানেরও আবশ্যিক শর্ত। এ প্রেক্ষিতে কোন সুদৃঢ় সিদ্ধান্তও নতুন তথ্য প্রমাণ দ্বারা পরীক্ষা–নিরীক্ষা, খণ্ডন অথবা যাচাই না হওয়া পর্যন্ত বৈধ বলে বিবেচিত হয় না। যে যতো বড়ই জ্ঞানী হোন না কেন, তার প্রায় নিশ্চিত সিদ্ধান্তের পরেও তাকে সব সময় একথা অবশ্যই বলতে হবে যে প্রকৃত সত্য আল্লাহই ভাল জানেন।

৪. জীবনের ঐক্য

ক. ঐশী আমানত ঃ পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেছেন, "এবং যখন (বেহেশত ও পৃথিবীর সৃষ্টির পর) তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন,' "আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।" তারা বলল, আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও সৃষ্টি করবেন যে, অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে। আমরাই তো আপনার সপ্রশংস স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বললেন, আমি জানি, যা তোমরা জান না। আল্লাহ তাকে [হযরত আদম (আঃ)–কে] সকল বিষয়ের নাম শিক্ষা দিলেন, তৎপর সে সমুদয় ফেরেশতাদের সামনে প্রকাশ করলেন এবং বললেন, এই সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তারা বলল, আপনি মহান পবিত্র। আপনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন তাছাড়া তো আমাদের কোন জ্ঞানই নেই। বস্তুত আপনিই জ্ঞানী প্রজ্ঞাময়। তিনি বললেন, হে আদম! তাদেরকে এ সব নাম বলে দাও। যখন তিনি এসব নাম বলে দিলেন, আল্লাহ বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ আমি তা–ও জানি। যখন ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা কর। তখন ইবলিশ ব্যতীত সকলেই সেজদা করল, সে অমান্য করল ও অহংকার করল। সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হল।" (আল–কুরআন–২ঃ৩০–৩৪) মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কিত অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, "আমরা আমাদের আমানত আসমান, পৃথিবী ও পর্বতমালার উপর অর্পণ করেছিলাম। কিন্তু তারা এটা বহন করতে অস্বীকার করল এবং এতে শংকিত হলো, কিন্তু মানুষ তা বহন করল।" (আল–কুরআন–৩৩ঃ৭২) "আমি জ্বীন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি এজন্য যে তারা আমারই ইবাদত করবে।" (আল–কুরআন–৫১ঃ৫৬) "তিনি (আল্লাহ) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করেন। ..... তোমাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ তা পরীক্ষা করার জন্য।" (আল–কুরআন–১১ঃ৭) "মহামহিমান্বিত তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর করায়ত্ত, তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন

www.pathagar.com

তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য–কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।" (আল–কুরআন–৬৭ঃ১–২)

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে মানব সৃষ্টির যৌক্তিকতা সংক্রান্ত প্রশ্নের সর্বকালীন জবাব দেয়া হয়েছে। ইসলাম সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, মানব জীবনের একটি উদ্দেশ্য আছে আর তা হচ্ছে আল্লাহতায়ালার ইবাদত বা বন্দেগী। ঐশী ইচ্ছে দু'ধরনের। এক ধরনের ইচ্ছে প্রয়োজনবশত তিনি পূর্ণ করেন এবং এই ঐশী রীতির ভিত্তিতেই তামাম সৃষ্টিজগত পরিচালিত হচ্ছে। আর এই রীতিই হচ্ছে প্রাকৃতিক বিধান। এই বিধান অপরিবর্তনীয় এবং মহাবিশ্বের সর্বত্র প্রযোজ্য। প্রত্যাদেশ ছাড়াও যুক্তি দিয়েও এগুলো উপলব্ধি করা যায়। আল্লাহতায়ালা এসব বিধান মানুষের সুবিধার্থে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে এগুলো নিয়ে অনুধ্যান ও অনুসন্ধানের তাগিদ দিয়েছেন। দ্বিতীয় স্তরটি আল্লাহর বিধান অনুসরণ এবং লংঘনের মধ্যে সংঘাতের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে স্বাধীন বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে উপলব্ধি করা যায়। এগুলো হচ্ছে নৈতিক বিধান। এই বিধান প্রাকৃতিক বিধানের সাথে সহাবস্থান করে অর্থাৎ এগুলো সর্বদা বস্তু, ঘটনা, ব্যক্তি এবং অভিজ্ঞতার জগতের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রেক্ষিতে উপলব্ধ হয়। তবে তা অভিজ্ঞতার জগত থেকে আলাদা এবং অগ্রগণ্য। এ বিধান বাস্তবে পালিত হোক বা না হোক পরিস্থিতি এবং নৈতিকতার দাবী অনুযায়ী এগুলো পালনীয়। এ জন্যেই প্রয়োজন হয় ব্যক্তির ইচ্ছের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা নেই বলেই "আকাশ ও পৃথিবী এবং পর্বতমালা" ঐশী আমানত স্কন্ধে নিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছিল। কেবল মানুষ এই দায়িত্ব নিয়েছিল। কারণ একমাত্র মানুষই ছিল এরূপ নৈতিক স্বাধীনতার অধিকারী। এই যোগ্যতার দরুন মানুষের স্থান ফেরেশতাদের উর্ধে। কারণ ফেরেশতাদের মান্য করা বা অমান্য করার কোন স্বাধীনতা নেই। এজন্য আল্লাহতায়ালা তাদেরকে মানুষের সামনে সিজদাবনত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। নৈতিক স্বাধীনতা না থাকার দরুন তারা মানুষের চেয়ে নিকৃষ্টতর। তারা নিষ্কলঙ্ক বিধায় কেবল আল্লাহর আদেশ পালন করে। অবাধ্য হওয়ার কোন উপায় নেই। সুতরাং মানুষের বাধ্যতা ফেরেশতাদের বাধ্যতার চেয়ে উৎকৃষ্টতর। তা এ কারণেই যে, মানুষ ইচ্ছে করলেই আল্লাহর আদেশের বিপরীত কাজ করতে পারে। মানুষই নৈতিকতার দাবী অনুযায়ী সকল পাপাচার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে পারে বলেই উন্নততর মূল্যবোধের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। উন্নততর ও মহত্তর জীবনের নামই হচ্ছে নৈতিক জীবন। মানুষ তার স্বাধীন বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে বেছে না নেয়া পর্যন্ত ঐশী ইচ্ছের উচ্চতর অংশ ইতিহাস ও বাস্তবাশ্রিত হতে পারে না। সুতরাং মানবিক সত্তার অস্তিত্ব প্রভূত তাৎপর্যপূর্ণ।

www.pathagar.com

খ. খলিফা ঃ মানুষ ঐশী আমানত বহনের দায়িত্ব নিয়েছে বলেই সে আল্লাহর প্রতিনিধি। নৈতিক বিধানের প্রতিপালন হচ্ছে তার খিলাফতের বৈশিষ্ট্য। এই নৈতিক ও ধর্মীয় বিধান বস্তুত এক ও অভিন্ন। অবশ্য ধর্মীয় বিধানে কিছু আনুষ্ঠানিকতা পালনের আদেশ রয়েছে। কিন্তু এসব আনুষ্ঠানিকতার এমন কিছু দিক রয়েছে যা নিছক ধর্মীয় বা পারলৌকিক নয়, বরং এগুলোর ইহলৌকিক তাৎপর্যও আছে। বাস্তব জীবনে প্রতিপালনের মধ্যেই ধর্মীয় বা নৈতিক বিধানের সার্থকতা নিহিত। এগুলো বাস্তব জীবনের সকল আচরণকে মহিমান্বিত ও গুণসমৃদ্ধ করে তোলে। মানুষের জীবনে আশা-আকাঙ্খা, প্রেম-ভালবাসা, আনন্দ বিহার, যৌনাচার, ক্ষমতালাভ ও প্রয়োগেচ্ছা থাকা স্বাভাবিক। ইসলাম এসব কর্মকান্ডকে নিরবচ্ছিন্ন রাখতে চায়। খ্রীষ্ট বা বৌদ্ধ ধর্মের মতো এসব বাসনা পূরণকে ইসলাম নিন্দনীয় মনে করে না বা বিঘ্ন সৃষ্টি করে না। ইসলাম চায়, একটা ভিন্নধর্মী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একটা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত প্রক্রিয়ায় মানুষ এ সকল কর্মকান্ডে নিয়োজিত হোক, অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুকূল এবং সঠিক ও ন্যায্য পন্থায় তাকে সব কাজ সমাধা করতে হবে। তার কাজ যেন কোনরূপ অবাঞ্ছিত, অসংগত অথবা অনৈতিক পরিণাম ডেকে না আনে।

ইসলাম পবিত্র অথবা ধর্মীয় দিককে জাগতিক বিষয় থেকে পৃথক করে দেখেনা বলেই এই ঐক্যবোধ সৃষ্টি হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে জীবনের বাস্তবতা একটিই। অন্য ধর্মের মতো পার্থিব ও পারলৌকিক-এ দু'ভাগে বিভক্ত নয়। ইসলাম বলে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্তাই বিশুদ্ধ ও ত্রুটিহীন নয়। বরং আল্লাহর সৃষ্ট বিধায় সবকিছু ভাল হতে হবে। আমাদের আচরণই নির্দেশ করে আমরা ধর্মীয়-নৈতিক বিধানের দাবী পূরণ করছি কি না। যদি পূরণ করে থাকি তবে তা ভাল, আর না করে থাকলে মন্দ। মানুষের কাজকর্মের ভালমন্দের ওপরেই সমাজের সাধুতা, সুবিচার, সৌন্দর্য ও সুখ নির্ভর করে। সুতরাং ধার্মিক হওয়ার অর্থ এই নয় যে, সাংসারিক ক্রিয়াকলাপ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়া। বরং বাস্তব জীবনযাত্রার গুণগত বিকাশের মধ্যে সামগ্রিকভাবে ধর্মের প্রতিফলন ঘটে। এই দৃষ্টিতে বিচার করলে জীবন ও ইতিহাসের প্রক্রিয়ার মধ্যেই ইসলামের অস্তিত্ব নিহিত। সাধুতা, পুণ্য বা ইসলাম এই প্রক্রিয়ার বাইরে নয়। খৃষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্ম জীবন ও ইতিহাসের প্রক্রিয়ার বাইরে আত্মনির্বাণ, বৈরাগ্য কিংবা সংসার ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াইকেই ধর্ম মনে করতে পারে। কারণ তাদের দৃষ্টিতে জীবন ও ইতিহাসের ধারা অশুভ ও আত্মবিনাশী। খৃষ্টানদের বিশ্বাস সৃষ্টিজগতটাই একটা "আপদ", "অকল্যাণ" ও "হতাশার" আধার। কেবল যীশুর অনুকরণেই মুক্তি নিহিত। একইভাবে বৌদ্ধদের বিশ্বাস, সৃষ্টিটাই অশুভ, অনীহা, দুঃখ-কষ্ট ও বেদনায় পরিপূর্ণ এবং মুক্তি কেবল জীবনকে অস্বীকার করার মাধ্যমে জীবন ও ইতিহাসের ধারা থেকে বিচ্ছিন্নতার মধ্যে।

www.pathagar.com

ইসলাম এরূপ পূর্ব-বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে জীবন ও ইতিহাসকে নিন্দার্হ মনে করে না। এর দৃষ্টিতে একটা মহৎ উদ্দেশ্য সামনে রেখেই মহাজগত সৃষ্টি করা হয়েছে। তা হচ্ছে আল্লাহর প্রতি সৃষ্টির আত্মসমর্পণ এবং মানব সমাজে সুবিচারের প্রতিষ্ঠা। এই প্রক্রিয়ার গোড়ায় রয়েছে মানুষ সম্পর্কে ইসলামের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা মানুষকে দু'টি উদ্দেশ্য অর্জনের দায়িত্ব দিয়েছেন। প্রথমত, সৃষ্টিজগতকে মানুষ ঐশী ধারায় রূপান্তরিত করবে, অর্থাৎ এর সকল উপকরণ তার বৈষয়িক, নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও শৈল্পিক চাহিদা মেটানোর কাজে ব্যবহার করবে। দ্বিতীয়ত, এই রূপান্তর প্রক্রিয়ায় নৈতিক মূল্যবোধ হবে প্রধান অবলম্বন, যার ফলে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য এবং সকল মানুষের প্রতি সুবিচারের দুটো লক্ষ্যই অর্জিত হবে।

ঐশী আমানত ও খিলাফতের সারকথা হচ্ছে সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা। জীবন, সম্পত্তি ও শান্তির নিরাপত্তা বিধান, পর্যাপ্ত পরিমাণ ও উন্নত মানের খাদ্য উৎপাদন, মজুদ ও বিতরণে সক্ষম মানুষকে সংগঠিত করা, আশ্রয়, আরাম-আয়েশ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা প্রদান এবং শিক্ষা, আত্মোৎকর্ষ, বিনোদন ও সৌন্দর্য-সুষমা উপভোগের সুযোগ সৃষ্টিই খিলাফতের মর্মকথা। খিলাফতের এই দায়িত্ব পালনের অর্থই হচ্ছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিনির্মাণ, জীবন ও জগতের বাস্তবতার স্বীকৃতির মাধ্যমে এর উন্নয়ন। আল্লাহতায়ালা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর জগৎ সৃষ্টির কারণ এটাই। মানুষ নৈতিকভাবে এই দায়িত্ব পালনের জন্য নিজেকে যোগ্য করে তুলবে এটাই ঐশী ইচ্ছে। তাদের আমল বা সৎকর্ম এবং সেই সৎকর্মের মাধ্যমে সুবিচার বজায় রাখার মধ্যে দিয়ে তারা এই উদ্দেশ্য সফল করতে পারে। মুসলমানরা খিলাফতকে প্রধানত রাজনৈতিক সংস্থা হিসেবে মনে করে এবং তা যুক্তিসঙ্গত। আল-কুরআন বারংবার খিলাফতকে রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছে (আল-কুরআন-৭ঃ৭৩), নিরাপত্তা ও শান্তির সুদৃঢ় আশ্বাস (আল-কুরআন-২৪ঃ৫৫), শত্রুর বিনাশ এবং তাদের পরিবর্তে আল্লাহর খলিফার শাসনের কথাও কুরআন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে (আল-কুরআন-৭ঃ১২৮, ১০ঃ১৪,৭৩)। নির্বাচন অথবা বইয়া'র মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, রাষ্ট্রপ্রধান ও মন্ত্রীদের পরামর্শদান, তাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ, সমালোচনা এমনকি অভিযুক্তকরণ-এ ধরনের কাজ শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, প্রধান ধর্মীয় ও নৈতিক কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত। রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর ভাষায় এসব দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা জাহেলী যুগের গাফলতির সমতুল্য। অন্যদিকে ইসলামে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। হযরত আবু বকর ও সাহাবাগণ (রাঃ) তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন যারা ইসলামের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক শক্তির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বধর্মত্যাগী হয়েছিল। অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদা ও সাহাবীদের

www.pathagar.com

সংশ্রবত্যাগীদেরও স্বধর্মত্যাগী হিসেবে গণ্য করা হয়। অথচ খৃষ্টধর্মে রাজনৈতিক তৎপরতাকে শয়তানী কাজ হিসেবে উল্লেখ করে এর সাথে জড়িত না হওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। অন্যদিকে ইসলাম এই কর্মকান্ডকে জীবনের নির্যাস মনে করে এবং এ থেকে দূরে অবস্থান নিরুৎসাহিত করে। সংস্কৃতি–সভ্যতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও এই সত্য প্রযোজ্য। এগুলোও ধর্মীয় কাজ বলে গণ্য। সুতরাং অবক্ষয়ের যুগে মুসলিম জনগণকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার প্রয়াস ইসলামী রীতি–নীতির পরিপন্থী ছিল।

আজকের মুসলিম বিশ্বের সর্বাধিক কাঙ্খিত শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও এটা সত্য। সমাজে প্রত্যেক মুসলমানের জীবন, সম্পদ ও মর্যাদার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। এটি সামাজিক স্থিতির অপরিহার্য শর্ত। এই লক্ষ্য হাসিলে ইসলাম প্রতিটি মুসলমানকে ব্যষ্টিক, পারিবারিক, সামষ্টিক তথা সকল ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সচেতন হওয়ার তাগিদ দেয়।

গ. ব্যাপকতা ঃ সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি ইসলামের অঙ্গীকার ব্যাপক। গুরুত্বের সাথে বোঝার চেষ্টা করলে সকলের কাছে এ সত্যটা প্রতিভাত হতে বাধ্য। শরীয়তের ব্যাপকতার গোড়াতেও একই সত্য নিহিত। মানব জীবনের প্রতিটি দিক ইসলামের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। এই সাযুজ্য স্পষ্ট হোক অথবা অস্পষ্ট, শরীয়তের বিধি – নিষেধগুলো, যথা – ওয়াজিবাত ও মুহাররামাত কঠোর হতে পারে কিংবা মান্দুব, মাকরুহ ও মুবাহের শ্রেণীবিন্যাস নমনীয় হতে পারে; কিন্তু কোনটিই ইসলাম নির্দেশিত জীবনের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। একথা সত্য, মুবাহর (অনুমতিযোগ্য) আজ্ঞা বিস্তৃত। কিন্তু এই বিস্তৃতি ইসলামের অসংগতির লক্ষণ নয়, বরং বিধিনিষেধের কড়াকড়ি থেকে মুক্ত। যেমন কড়াকড়ি আমরা লক্ষ্য করি ওয়াজিব ও হারাম পালনের ক্ষেত্রে অথবা মান্দুব ও মাকরুহর নৈতিক বাধনের ব্যাপারে। বস্তুত, এর বাইরের যে জগত যেখানে সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার অবিচ্ছিন্ন ধারা প্রবাহমান, তাও ইসলামের দৃষ্টিতে শরীয়তের কড়া প্রয়োগের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, শরীয়তের কড়া প্রয়োগ নির্ভর করে তা যথাযথভাবে অনুধাবনের ওপর–এই আবশ্যিক পূর্বশর্ত ছাড়া বাস্তব জীবনে শরীয়তের রূপায়ণ অচিন্তনীয়। যে ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীকে পূর্বাহ্নে শরীয়তের দীক্ষা দেয়া হয়নি, তাদের ওপরে তা কোনক্রমেই বলবৎযোগ্য হতে পারে না।

সুতরাং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের সাযুজ্যের সংজ্ঞা ও প্রায়োগিকতা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব মুসলিম চিন্তাবিদদের ওপর অর্পিত হয়েছে। আল–কুরআন মানবীয় কর্মকান্ডের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্ভাষণ, নম্রকণ্ঠ, ঘরে ঢোকার আগে দ্বারে করাঘাত, খাওয়ার পর তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া, পিতা–মাতা ও মুরুব্বীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন

www.pathagar.com

ইত্যাদির মতো নমনীয় আচরণবিধি শিখিয়েছে। মহানবী (সঃ) তাঁর শিক্ষা ও আচরণের মধ্যে দিয়ে পানাহার, পরিচ্ছন্নতা, বিনোদন ও প্রতিবেশীর সাথে সদ্ভাব ইত্যাদির যথাসম্ভব ও যথাযথ নমুনা তুলে ধরেছেন। এখন যা প্রয়োজন তা হচ্ছে এসব আদব-কায়দা প্রাচীন যুগের জীবনযাত্রার সাথে যেভাবে সংগতিপূর্ণ করা হয়েছিল তেমনি আধুনিক যুগের জীবনযাত্রার প্রেক্ষিতে পরিমার্জন ও পুনঃসংজ্ঞায়িত হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ দরজায় টোকা দেয়ার পরিবর্তে আমরা কলিং বেল ব্যবহার করতে পারি, মেঝের পরিবর্তে আমরা টেবিলে খেতে পারি, অবসর বিনোদনের জন্য আমরা ফাহেশা কাজে লিপ্ত না হয়ে ক্যাসেটে বা ভিডিওতে গজল-তেলাওয়াত শুনতে বা পরিবেশন করতে পারি ইত্যাদি। আজকের দ্রুতগতিসম্পন্ন যানবাহন ব্যবহার করে আমরা কুরআনের তাগিদ অনুযায়ী ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগে দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়তে পারি। মোটকথা কুরআনের শিক্ষা কালোত্তীর্ণ। কোনো যুগের উদ্ভাবন ও অগ্রগতিই এর বিধি-বিধান প্রয়োগ ও চর্চার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যহীনতা সৃষ্টি করতে পারে না।

৫. মানবতার ঐক্য ঃ একক স্রষ্টা হিসেবে এক-অখন্ড মানব সত্তার সাথেই ঐশী ঐক্যের সম্পর্ক বিদ্যমান। বিপরীতক্রমে সমগ্র মানবজাতি একক সত্তা হিসেবে এক স্রষ্টার সাথে সম্পর্কিত। মানুষ বিচিত্র বর্ণ, গোত্র, রং, ভাষা, সংস্কৃতি ও দেহভঙ্গিমার অধিকারী হতে পারে, কিন্তু পৃথক ব্যক্তিসত্তা হিসেবে তার কোন মূল্য থাকতে পারে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার সুমহান সত্তার সামনে কোন ব্যক্তিই তার আপন সৃষ্টিসত্তা নিয়ে দাঁড়াতে পারে না। আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে তাদের ব্যক্তিসত্তার মূল্য আকস্মিক বৈ কিছু নয়। এসব মূল্যমানের ধারকের ব্যক্তিত্ব অথবা আচরণের ফলে তার সত্তাগত বৈশিষ্ট্য কখনো নৈতিক মাধুর্যের প্রকাশ ঘটাতে পারে অথবা তার ধ্বংসের কারণও হতে পারে। সুতরাং তার আচরণ সর্বদা নৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা নির্ণীত হওয়াটা আবশ্যিক নয়, এটা কোন চূড়ান্ত ব্যাপারও নয়। মোটকথা, মানুষের গুণ-বৈশিষ্ট্য ভাল অথবা মন্দ-এর যে কোন একটি হওয়াটা জরুরী নয়। বরং ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সত্তা যে উপাদান সমন্বয়ে গঠিত, তার ভাল-মন্দ বেছে নেয়ার ক্ষমতা রয়েছে।

এ কারণেই কুরআনে বলা হয়েছে, "হে মানবমন্ডলী, আমি তোমাদেরকে এক জোড়া পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি (তাদের নাম আদম ও হাওয়া)। পরে তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর দৃষ্টিতে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী পুণ্যবান।" (আল-কুরআন-৪৯ঃ১৩)। নারী-পুরুষ, জাতি-গোত্র ইত্যাদির বিভক্তি হচ্ছে মানুষের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যের প্রথম চিহ্ন। দ্বিতীয়ত আসে

www.pathagar.com

ভাষা, মেধা, দক্ষতা ও দৈহিক সামর্থ্যের পার্থক্য। তৃতীয় পার্থক্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্য, যার মধ্যে রয়েছে পাপ ও পুণ্য অর্থাৎ জ্ঞান, সাধুতা ও সহিষ্ণুতা থেকে অজ্ঞতা, মূর্খতা, অবিশ্বাস ও বিদ্রোহ। এসব কিছু নিয়েই মানুষের ব্যক্তিত্ব ও জীবনশৈলী গঠিত, অন্তত প্রাথমিক পর্যায়ে। ব্যক্তিত্ব ও জীবনশৈলীর বাকী উপাদানগুলো হচ্ছে অভ্যাস, বিচারবুদ্ধি, রুচি, মেজাজ, যশ অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কৃতকর্ম। এগুলো একাধারে মানব ব্যক্তিত্বের গাঠনিক ও নির্ণায়ক উপাদান। কিন্তু জন্মের পূর্বে নির্ধারিত হওয়ায় এসব উপাদানের মধ্যে ব্যাপক অপরিবর্তনীয় পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় এবং জীবনের বিভিন্ন স্তরে এগুলোর প্রকাশ ঘটে বিকাশ, উৎকর্ষ অথবা পরিবর্তন ও বিলুপ্তির মাধ্যমে।

মানুষের জীবনে এসব বৈশিষ্ট্য যে ভূমিকা পালন করে তার মূল্যায়ন করতে গিয়ে মানুষ প্রায়শ বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যায়। লিঙ্গ ও জাতিসত্তা ছাড়া আর কোন মানবীয় উপাদান ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক প্রকৃতি নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনি। এ কারণে ইতিহাসে এ দুটি মৌলিক উপাদান হিসেবে চিহ্নিত। এ সত্ত্বেও এই বৈশিষ্ট্যই সবচেয়ে নির্দোষ। কারণ এগুলো নৈতিক সিদ্ধান্ত ও কর্মের উপর সবচেয়ে কম নির্ভরশীল এবং কম পরিবর্তন-সাপেক্ষ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের তাৎক্ষণিকতা ও সুস্পষ্টতার দরুন এগুলোকে তাত্ত্বিক বলে ভ্রম হয় এবং তারই ভিত্তিতে এসবের মধ্যে পার্থক্য ও ভেদরেখা টানা হয়। এ কারণে কুরআন প্রথমেই এ সবের আলোকে নির্গত সকল সিদ্ধান্তকে বাতিল ঘোষণা করেছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো আল্লাহর সৃষ্টি, প্রয়োজনীয় ও অপরিবর্তনীয়। তিনি কেবল পরিচয় বা সনাক্তকরণের জন্যই এগুলো সৃষ্টি করেছেন। এগুলোকে কেবল "পাসপোর্ট" অথবা "পরিচয়পত্র" বলে মনে করতে হবে। এটা দেখে এর বাহকের নৈতিক চরিত্র ও মূল্যবোধ সম্পর্কে কোন কিছু জানা যেতে পারে না। এটাই ঐ আয়াতের আক্ষরিক অর্থ। 'জানা' শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যেই লিঙ্গ ও জাতিসত্তাগত বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

সুতরাং সকল মানুষ এক ও অভিন্ন। এটাই ইসলামের সার্বজনীনতার ভিত্তি-ভূমি। আল্লাহর দৃষ্টিতে সকল মানুষ এক। তাদের কর্মকান্ডই কেবল নৈতিক মূল্যবোধ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক-নির্দেশক। যদি এসব কৃতকর্ম প্রচলিত সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের ফলশ্রুতি হয়ে থাকে এবং সফলতা অর্জনের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে তাহলে সে সব বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন সাধন করে সম্ভাব্য ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটানো আবশ্যক। এরূপ পরিবর্তনের দ্বার কখনোই রুদ্ধ থাকে না। অন্যদিকে, অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিচার-বিবেচনার ফলশ্রুতিতে সংকীর্ণ জাতিগত অহমিকার যে ভয়ংকর পাপ সংঘটিত হয় তার পরিণাম চরম অকল্যাণকর অর্থাৎ মানবতার ঐক্য এবং আল্লাহর একত্ব লংঘিত হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার কাছে শির্কের

www.pathagar.com

(অংশীদারিত্ব অথবা বহু ঈশ্বরবাদ) চেয়ে গুরুতর পাপ আর নেই এবং সংকীর্ণ জাতিগত অহমিকার পরিণাম শির্ক বৈ আর কিছু হতে পারে না। মানবজাতির মধ্যে বৈরিতা, যুদ্ধ ও রক্তপাত ঘটাতে এর চেয়ে অধিক কার্যকর হাতিয়ার আর নেই। ধর্ম এবং অন্য বিভিন্ন কারণে মানব গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে নানা সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, প্রায় সকল সংঘাতের গোড়ায় রয়েছে সংকীর্ণ জাতিসত্তাবোধ। প্রত্যেক জাতি–গ্রুপ তথাকথিত শত্রু অর্থাৎ প্রতিপক্ষ গ্রুপের মোকাবেলায় যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আর এটা জাতিসত্তাবাদের অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্য। সংকীর্ণ জাতিসত্তাগত অহমিকাবোধের সাথে ইসলামের কোন আপোষ নেই। বর্ণবাদ ও জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি হয়েছে এ থেকেই। এটা মানবাত্মার যে ক্ষতি সাধন করে তা অপূরণীয়।

জাতিসত্তাগত অহমিকা ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় হলেও দেশপ্রেম নিন্দনীয় নয়। দেশপ্রেমের তাৎপর্য হচ্ছে স্বীয় গোষ্ঠীর প্রতি দরদ ও আন্তরিকতা যার জন্য সে প্রয়োজনে জীবন বাজী ধরতেও পিছপা হয় না। তাই দেশপ্রেম ক্ষতিকারক তো নয়ই, বরং এর সুস্পষ্ট কল্যাণকর দিকও রয়েছে। স্বজাতিকে ভালবাসা ও সেবা করা এবং স্বদেশকে আগ্রাসন ও নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করা একাধারে ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব। সুতরাং জাতিসত্তাগত অহমিকার সাথে স্বদেশপ্রেমের ফারাক বিস্তর। কারণ উগ্র স্বাজাত্যাভিমান হয়ে ওঠে ভাল–মন্দের ও শুভাশুভের মাপকাঠি। এরূপ জাতি তথাকথিত নিজ বৈশিষ্ট্যের দরুন অন্য সকল জাতির ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করে। ইহুদী, জার্মান, ফরাসী বা রুশীয় জাতিগোষ্ঠী মনে করে তারাই ভাল–মন্দের মানদন্ড। ইহুদীবাদ যেমন ইহুদীদেরকে একটি গর্বোদ্ধত জাতিতে পরিণত করেছে, তেমনি হেগেল, ফিকটে ও নিটশে জার্মানদেরকে জার্মান এবং রুশো, ফাস্টেল প্রমুখ ফ্রান্সের লোকদেরকে উগ্র ফরাসী স্বাদেশিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ করেছেন। জার্মান ও ফরাসীরা তো এই চেতনাকে প্রায় গভীর ধর্মবিশ্বাসের কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিল। এই জাতীয়তাবোধ যে অহংকার, উচ্চাভিলাষ ও আবেদন সৃষ্টি করতে পারে তা আপাত বাস্তব মনে হলেও রহস্যময়, চিত্তাকর্ষক, চমকপ্রদ, চরম ও গরম।

পক্ষান্তরে মুসলমান সেই ব্যক্তিই যে এর বিপরীত চিন্তা–চেতনায় লালিত। তার কাছে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহই চরম ও পরম সত্তা। এ কারণে তার দৃষ্টিতে মানব জাতিসহ সকল সৃষ্টি এক ও অবিভাজ্য। সুতরাং মুসলিম জাতীয়তাবাদী অথবা বর্ণবাদী একটি পরস্পরবিরোধী পরিভাষা। যে মুসলমান নিজেকে জাতীয়তাবাদী বলে দাবী করে সে হয় মুনাফিক নয় জিন্দিক (যে অমুসলমান মুসলমান বলে ভান করে) অথবা যার ইসলামের প্রতি বিশ্বাস এতোই ঠুনকো যে ঘুষ অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থ আদায়ের লোভ সামলাতে পারে না। এ জন্যই সম্ভবত দেখা গেছে বহু মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতা

www.pathagar.com

নিজেদের ধ্যান-ধারণা, নৈতিক মূল্যবোধ ও বিশ্বস্ততাকেও বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হননি।

আধুনিককালে মানুষের তামাম জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে সংকীর্ণ জাতিসত্তা। এটাকেই মানবতার চূড়ান্ত সংজ্ঞা বলে গণ্য করে এবং এর আলোকে অর্জিত সামাজিক জ্ঞানকেই সামাজিক ও সাংগঠনিক শৃঙ্খলার চূড়ান্ত ভিত্তি বলে ধরে নেয়া হয়। তথাকথিত আলোক-যুগের বিশ্বজনীনতাকে কখনোই বাস্তবে রূপায়ণের সুযোগ দেয়া হয়নি। তার আগেই সংকীর্ণ জাতিসত্তাগত রোমান্টিক ভাবধারার যাঁতাকলে একে নিষ্পেষিত করা হয়। এমনকি আলোক-যুগের বিশ্বজনীনতার ধারণাটিও ছিল নিছক তাত্ত্বিক ও সংশয়যুক্ত। কারণ আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ইমানুয়েল কান্টও ইউরোপীয় ঐতিহ্যগত কুসংস্কার এবং এশীয়, আফ্রিকী ও ইউরোপীয়দের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীকে নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট হিসেবে শ্রেণীবিন্যাস করেছেন। জাতিসত্তার এই রোমান্টিক ধ্যান-ধারণা গোটা পাশ্চাত্য মানসকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। যুক্তিবাদী ও খৃষ্টীয় সার্বজনীনতা নির্বাসন লাভ করে। শিল্পকলা ও সমাজ বিজ্ঞান মানুষের অনুপ্রেরণার মহত্তম উৎস হিসেবে পরিণত হয়। চিন্তাবিদরা মানুষকে তথ্য, মেধা ও শক্তির ক্রিয়াপরতা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন। যার উৎস সংশ্লিষ্ট দেশের জাতি, বর্ণ অথবা রক্ত এবং এর মূল প্রোথিত রয়েছে স্থান ও কালের সীমাহীন গভীরে। বস্তুত এসব চিন্তা যুক্তি-ভিত্তিক নয়, বরং অনুভূতি, তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা ও কাল্পনিক। আর এসব রোমান্টিক চিন্তাধারা শিল্পকলা বিশেষ করে সঙ্গীত, চিত্র ও সাহিত্যে বিপুল বাগ্মিতায় বিধৃত হয়েছে। এমনকি রোমান্টিক চিন্তাবিদরা ব্যক্তিগত অনুভূতি-আবেগের আলোকে ধর্ম-বিশ্বাসকেও পুনর্গঠিত করেছেন যার পরিণামে ধর্ম তাদের দৃষ্টিতে 'মায়া' ও 'আফিম' জাতীয় অযৌক্তিক ও স্বেচ্ছাচারী বিষয় হিসেবে চিত্রিত হয়েছে।

পশ্চিমীরা অবিশ্রান্তভাবে "মানুষ" ও "মানবতার" কথা জোর গলায় উচ্চারণ করেছে বটে, তবে তাদের রোমান্টিক অনুভূতি তো কেবল পশ্চিমী মানুষ ও পশ্চিমী মানবতাকেই বুঝিয়েছে। তারা এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার কোটি কোটি "তামাটে" ও "কৃষ্ণাঙ্গ" মানুষকে গণনা থেকে বাদ না দিলেও তাদেরকে শোষণ ও শাসনের মাধ্যমে পশ্চিমী মানবতার কল্যাণে কাজে লাগানোর সংকীর্ণ চিন্তার বশবর্তী হয়েই কেবল মানুষ পদবাচ্য বলে স্বীকার করেছেন। এ অগণিত মানুষকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে একটা বিশেষ যুগের প্রজন্ম হিসেবে-যে অভিজ্ঞতার স্তর স্বয়ং পশ্চিমীরাও অতিক্রম করে এসেছে। এর মাধ্যমে পশ্চিমীদের নিজেদের সম্পর্কে ঐতিহাসিক অভিব্যক্তিরই প্রতিফলন ঘটেছে।

www.pathagar.com

সংকীর্ণ জাতিসত্তাগত অহমিকার মধ্যে বিভেদের বীজ উপ্ত থাকে। কারণ প্রত্যেক গ্রুপের মধ্যে সাব-গ্রুপ দেখা যায়-এদের মধ্যে আবার বৃহত্তর গ্রুপের চেয়েও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কেন্দ্রীভূত হয়। এসব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তখন ঐ সাব-গ্রুপই নিজেকে একটা আলাদা জাতিসত্তা হিসেবে দাবী করতে শুরু করে। সুতরাং পশ্চিমী বিশ্ব শিল্প, প্রযুক্তি ও দ্রুতগামী যানবাহনের বদৌলতে অবশিষ্ট বিশ্বের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখতে পারলেও রোমান্টিসিজম পশ্চিমী বিশ্বের অভ্যন্তরের জাতিগোষ্ঠীগুলোকে একে অপরের প্রতি বৈরী করে তুলেছে। প্রত্যেকেই তার 'জাতীয় স্বার্থ' উদ্ধার করতে চায় যেন এটিই সব ভাল-মন্দের একমাত্র মাপকাঠি। তারা এক অদ্ভুত প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। এক জাতি যখন একটি ইস্যু নিয়ে সোচ্চার হয় তখন অপর জাতিও একই ইস্যু নিয়ে মাঠে নামে যেন এটা তার জন্যও শুধু কল্যাণকর নয় বরং এটা একান্ত তারই ব্যাপার।

রোমান্টিকতার এমনি মোহময়ী পরশে গড়ে উঠেছে পাশ্চাত্যের সমাজ বিজ্ঞান তথা ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি। সংকীর্ণ জাতিসত্তা এসব তত্ত্বকথার ভিত্তি এবং মূল্যায়নের মানদন্ড, যার কোন সীমা-সরহদ নেই। একইভাবে যখন তারা 'সমাজ' বা 'সমাজ ব্যবস্থার' কথা বলে তখন তারা কেবল স্বকীয় জাতীয় সত্তা বা ব্যবস্থারই কথা বলে। একটি বইয়ের পাতায় ঘুরে-ফিরে তারা একই কথার পুনরাবৃত্তি করে। সমাজ বিজ্ঞান থেকে আরম্ভ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল সর্বত্র এই গুঞ্জন। তারা তাদের চিন্তা, কর্ম ও লেখনীতে গোটা বিশ্বকে পশ্চিমের উপগ্রহ হিসেবে চিত্রিত করে যা ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইটালীর সৌরজগতকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। প্রথম দিকে পশ্চিমী অর্থনীতিকে বিশ্বজনীন চরিত্রের বলে দাবী করা হয়েছিল। কিন্তু ইউরোপের চরম রোমান্টিক ও জাত্যাভিমানী নাজীদের হাতে এই তত্ত্ব একটি পশ্চিমী বিশ্লেষণ বলেই প্রতিভাত হয়েছে। কার্ল মার্কসের মতবাদের ব্যাপারেও এমনি প্রগলভ দাবী করা হয়, কিন্তু লেনিন-ক্রুশ্চেভ এটি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে মার্কসবাদের অনেক কিছুই পরিত্যাগ করেন। অবশ্য তাদের সরকার এ ব্যাপারে ছাপার অক্ষরে কোন কিছু বিবৃত না করলেও ১৯৭৮ সালের সোভিয়েট সংবিধানে জাতিসত্তা-ভিত্তিক কিছু ব্যবস্থা সংযোজিত হয়।

এ ব্যাপারে নৃতত্ত্ব হচ্ছে সবচেয়ে মুখর। এর দৃষ্টিতে 'মানবতা' মানে জাতিগোষ্ঠী এবং যৌক্তিকভাবে এর সমপর্যায়ের এবং রূপান্তরযোগ্য। বিগত দুই শতাব্দীতে এই তত্ত্ব একের পর এক উপজাতিগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের তথাকথিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে অহমিকাবোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রেখেছে এবং এসব জাতিগোষ্ঠীর জন্য কাল্পনিক আদর্শ তৈরী করে সেগুলোকে তাদের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য বলে ঘোষণা

www.pathagar.com

করা হয়েছে। সুতরাং এই নেতৃত্বে মানুষের সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য উদঘাটন না করে সংকীর্ণ গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত ও বিকশিত করে মহীরুহ করে তোলা হয়েছে।

ইসলাম পরিবারকে সমাজ-কাঠামোর প্রাথমিক উপাদান বলে স্বীকার করে এবং সম্ভাব্য বড় আকারের পরিবার যেন একই রন্ধনশালা থেকে এবং মিতব্যয়ের মাধ্যমে আহার্য গ্রহণ করতে পারে, উত্তরাধিকার ও ভরণপোষণের তেমনি বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছে। এর উদ্দেশ্য পরিবারগুলো নিবিড় সান্নিধ্যে বাস করে যেন সামাজিক ও মানসিক সুস্থতা এবং পারস্পরিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে। পরিবারের বাইরে ইসলাম কোন রকম জাতি-গোষ্ঠীসত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ইসলাম সামগ্রিকভাবে বিশ্ব-মানবতার প্রবক্তা। সকল মানুষ সেই সার্বজনীন সমাজ কাঠামোর অংশ। তাই সমাজবিজ্ঞানে ইসলামের বিবেচ্য হচ্ছে মানুষ এই সার্বজনীন সমাজের সদস্য। পরিবার ও মানবজাতিসত্তার মধ্যে যেসব মানবগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রয়েছে, যথা- দেশ অথবা অঞ্চল, জনগণ অথবা জাতি-এগুলোকে ইসলাম পুরোপুরি প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে গণ্য করে। এগুলোর সাথে ভাল-মন্দের সংজ্ঞা এবং শরীয়ার ব্যাখ্যা বা প্রয়োগের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং আধুনিক পাশ্চাত্যের শিল্পকলা, মানবিক বিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞানের আমূল পুনঃবিন্যাস করতে হবে। ইসলামের বিশ্বজনীনতার আলোকে এসব জ্ঞান-বিজ্ঞানের মৌলনীতির নতুন ভিত্তি নির্মাণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে সামাজিক গবেষণার দিক-নির্দেশের জন্য ইসলামী চিন্তাবিদদেরকে ইসলামী মূল্যবোধ ও পন্থার ভিত্তিতে নতুন মানদন্ড নির্ণয়ে অগ্রণী হওয়া আবশ্যক।

৪. কর্ম-পরিকল্পনা

কর্ম-পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

১. আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন।

২. জ্ঞান বিজ্ঞানে ইসলামী অবদান সম্যকরূপে উপলব্ধি।

৩. আধুনিক জ্ঞানের প্রতিটি শাখার সাথে সুনির্দিষ্ট সাযুজ্য বিধান।

৪. ইসলামী জ্ঞান ও আধুনিক জ্ঞানের মধ্যে সৃজনশীল সমন্বয় সাধনের উপায় উদ্ভাবন।

৫. ইসলামী চিন্তাধারা আল্লাহতায়ালার ঐশী ধারার লক্ষ্যাভিসারী পথে পরিচালিত করা।

এসব লক্ষ্য অর্জনে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নিতে হবে। যুক্তিসম্মত ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক এসব পদক্ষেপ সম্পর্কে এখানে আলোকপাত করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

ক. জ্ঞানের ইসলামীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

প্রথম ধাপ ঃ আধুনিক জ্ঞানের ব্যুৎপত্তি ঃ শ্রেণীবিন্যাস ঃ পশ্চিমী আধুনিক জ্ঞানের শাখাগুলোকে অবশ্যই শ্রেণী, নীতি, পদ্ধতি, সমস্যা ও বিষয়বস্তু অনুযায়ী বিন্যস্ত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের "সূচীপত্রের তালিকা" অথবা কোর্সের সিলেবাসের আলোকেই এই বিন্যাস করতে হবে। টেকনিক্যাল শব্দাবলী অথবা অধ্যায়গুলোর শিরোনামের আলোকে এই বিন্যাসের ব্যাখ্যা করলে চলবে না। শ্রেণী, নীতি, সমস্যা ও জ্ঞানের সংশ্লিষ্ট শাখার পশ্চিমী ও সর্বোৎকৃষ্ট সারকথার ব্যাখ্যাসহ টেকনিক্যাল শব্দাবলীর অর্থ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করত বিন্যস্ত বিষয়গুলো বাক্যাকারে প্রকাশ করতে হবে।

দ্বিতীয় ধাপ ঃ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জরিপ ঃ জ্ঞানের প্রতিটি শাখার ওপর জরিপ চালাতে হবে এবং এ সম্পর্কিত নিবন্ধে এর উৎপত্তি ও ঐতিহাসিক বিকাশ, বিকাশের পদ্ধতি, দৃষ্টিপাতের ব্যাপকতা এবং এর পক্ষে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের অবদানের ওপর আলোকপাত করতে হবে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলীর টীকাসমেত গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নের মাধ্যমে প্রতিটি শাখার জরিপ সম্পন্ন হওয়া উচিত। এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট শাখার সব গুরুত্বপূর্ণ বই ও নিবন্ধের পর্যায়ক্রমিক তালিকা সন্নিবেশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এই ধাপের উদ্দেশ্য হচ্ছে পাশ্চাত্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে মুসলমানদেরকে সে সম্পর্কে অনুধাবন করতে সাহায্য করা। জ্ঞানের সংশ্লিষ্ট বিষয়কে ইসলামীকরণের নিমিত্তে বিশেষজ্ঞদের জন্যও এটা ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। জ্ঞানের জগতে বিস্ফোরণ ঘটার দরুন পাশ্চাত্য আজ "বর্ণাঢ্য"। তাই ইসলামী চিন্তাবিদদেরকে তাদের ইসলামীকরণ প্রচেষ্টায় জ্ঞানের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ভিত্তিমূল স্পর্শ করে এর পরিচিতি, ইতিহাস, স্থানিকতা এবং সীমার মধ্যে সমন্বয় বিধানে মনোযোগী হতে হবে।

তৃতীয় ধাপ ঃ ইসলামী জ্ঞানশাস্ত্রে বুৎপত্তি ঃ সংকলন ঃ জ্ঞানের সংশ্লিষ্ট বিষয়টির সাথে ইসলামের বিস্তৃত সাযুজ্য অন্বেষণের আগেই ঐ বিষয় সম্পর্কে ইসলামী জ্ঞান কি বলতে চায় তা উদঘাটন করা আবশ্যক। এই সাযুজ্য সন্ধানের নিমিত্ত আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতরাই অবশ্যই সূচনাবিন্দু হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় জ্ঞানের ইসলামীকরণ প্রক্রিয়া দুর্বল হতে বাধ্য। অবশ্য ইসলামী বিষয়গুলো আধুনিক গবেষকদের ব্যবহারের উপযোগী অবস্থায় বিদ্যমান নেই। এমনকি তারা এর অন্বেষণে যথাযথভাবে প্রস্তুতও নয়। কারণ আধুনিক জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং এর নাম প্রাচীন জ্ঞান-শাস্ত্রে এভাবে পরিচিত নয়। একইভাবে এগুলো আধুনিক জ্ঞানের অনুরূপ শ্রেণীবদ্ধ নয়। তাই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম বিদ্বানরা প্রায়শ এগুলোর মর্ম

www.pathagar.com

অনুধাবনে ব্যর্থ হন। ফলে তারা হতাশ হয়ে এ প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করেন এই ভেবে যে ইসলামী জ্ঞান সংশ্লিষ্ট আধুনিক বিষয়ে নীরব। আসল কথা হলো, ঐ বিষয়টি ইসলামী জ্ঞানের যে শাখায় শ্রেণীভুক্ত হয়েছে সে সম্পর্কে তারা অজ্ঞ। তদুপরি ইসলামী জ্ঞানের বিপুল ভান্ডার অনুসন্ধানের উদ্যম ও সময় কোনটাই এসব পণ্ডিতদের নেই।

অন্যদিকে প্রাচীন পদ্ধতিতে শিক্ষিত আলেমরা আধুনিক জ্ঞান–বিজ্ঞানে অজ্ঞতার দরুন এগুলোর সাথে ইসলামী জ্ঞানের সম্পর্ক নির্ণয়ে ব্যর্থ হন। তারা আধুনিক জ্ঞানের বিষয়, বিষয়বস্তু ও সমস্যা সম্পর্কে অপরিচিত। সুতরাং তাদেরকে এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে ইসলামী জ্ঞান থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আহরণে মনোযোগী করা আবশ্যক। এ জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপ বিশেষজ্ঞদেরকে আধুনিক জ্ঞান সম্পর্কে পরিচিত করে তুলতে এবং এগুলোর সাথে ইসলামী জ্ঞানের সাযুজ্যের মানদন্ড নির্ণয়ে সহায়ক।

এই তৃতীয় ধাপে আধুনিক জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সাথে সম্পর্কযুক্ত ইসলামী জ্ঞান অধ্যয়নের জন্য এর কয়েক খন্ড সংকলন প্রণয়ন করতে হবে। এসব সংকলন মুসলিম চিন্তাবিদদের বিশেষ জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে তাকে ইসলামী জ্ঞানের সূত্র প্রদানে সহায়ক হবে। এগুলো সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের শাখায় ইসলামী জ্ঞানের সর্বোৎকৃষ্ট অবদান, তার পরিচিত বিষয়বস্তুর ক্রমানুসারে তার সামনে তুলে ধরবে। আধুনিক মুসলিম বিদ্বানদের ইসলামী জ্ঞান অর্জনের যেহেতু সময় নেই এবং কৌশলও জানা নেই–অনেক ক্ষেত্রে এগুলোর ভাষা সম্পর্কেও তারা অজ্ঞাত সেজন্য এসব সংকলন ছাড়া তাদের পক্ষে ইসলামী জ্ঞানশাস্ত্র অনুধাবন সম্ভব নয়।

চতুর্থ ধাপ ঃ ইসলামী জ্ঞানে বুৎপত্তি ঃ বিশ্লেষণ ঃ ইসলামী জ্ঞানের অবদান পাশ্চাত্য–শিক্ষিত মুসলমানদের অনুধাবনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কেবল সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করা যথেষ্ট নয়। অতীতের মনীষীরা তাদের সমকালীন সমস্যার প্রেক্ষিতে ইসলামী জ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। তাদের গবেষণাকর্ম সে সময়ের ঐতিহাসিক পটভূমিতে বিশ্লেষণ এবং জীবন ও চিন্তার অন্যান্য বিভাগের সাথে সমসাময়িক সমস্যার সম্পর্ক চিহ্নিত করে তুলে ধরতে হবে। ইসলামী জ্ঞানের অবদানের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের ফলে নিঃসন্দেহে ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ওপর ব্যাপক আলোকপাত হবে। এটা আমাদের প্রাচীন মনীষীরা কিভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়কে অনুধাবন করেছেন, কিভাবে তাঁরা এর আলোকে বাস্তব জীবনাচরণের পন্থা বাতলে দিয়েছেন এবং কিভাবে তারা নানা জটিল সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়েছেন তা উপলব্ধিতে সহায়ক হবে।

ইসলামী জ্ঞানের বিশ্লেষণ বিক্ষিপ্তভাবে করলে চলবে না। ইসলামী চিন্তাবিদদেরকে এর একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করে ক্রমবিন্যাস করতে হবে। সর্বোপরি, প্রধান

www.pathagar.com

নীতিসমূহ, প্রধান সমস্যাদি এবং বর্তমান সমস্যার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়গুলোই ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা কৌশলের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

পঞ্চম ধাপ ঃ বর্তমান জ্ঞান শাখাগুলোর সাথে ইসলামের সুনির্দিষ্ট সাযুজ্য স্থাপন ঃ উপরোক্ত চারটি ধাপ ইসলামী চিন্তাবিদদের সামনে সমস্যার রূপরেখা তুলে ধরেছে। মুসলমানদের জ্ঞান-বিকাশের হারানো সূত্রের একটা সারসংক্ষেপ এ থেকে পাওয়া যায়। আধুনিক জ্ঞান যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে সে সব ক্ষেত্রে ইসলামী জ্ঞানের অবদান সম্পর্কে যথাসম্ভব সঠিক তথ্যও তাঁরা লাভ করেন। সেই সাথে তাঁরা আধুনিক জ্ঞানের লক্ষ্য সম্পর্কেও অবহিত হন। এসব তথ্য আধুনিক জ্ঞানের সমপর্যায়ে সূত্রবদ্ধ করে আরো সুনির্দিষ্ট রূপ দিতে হবে অথবা সূত্র ও প্রায়োগিক দিক উল্লেখসহ তাত্ত্বিকরূপে দাঁড় করাতে হবে। এ প্রসংগে আধুনিক জ্ঞানের প্রকৃতি-এর উপাদান, গঠন পদ্ধতি, নীতি, সমস্যা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, এর সাফল্য ও ব্যর্থতা-সবকিছু ইসলামী জ্ঞানের আলোকে বিন্যস্ত করতে হবে। অতঃপর জ্ঞানের প্রতিটি বিষয়ের সাথে ইসলামী জ্ঞানের সুনির্দিষ্ট প্রাসংগিকতা উভয়ের অভিন্ন অবদানের আলোকে নির্ণয় করতে হবে। এটা করতে গিয়ে তিনটি প্রশ্নের জবাব অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে। প্রথমত, আধুনিক জ্ঞানের সংশ্লিষ্ট শাখা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছে সে ব্যাপারে ইসলামী জ্ঞান কুরআন নাজিল হওয়া থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কি অবদান রেখেছ? দ্বিতীয়ত, জ্ঞানের ঐ বিষয়ের সাথে ইসলামের অবদান কতটুকু সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যপূর্ণ? ইসলামী জ্ঞান আধুনিক জ্ঞানের কোন কোন ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ, অপূর্ণ অথবা প্রেক্ষিত ও পরিধি অতিক্রম করে গেছে। তৃতীয়ত, আধুনিক জ্ঞানের যেসব শাখায় ইসলামী জ্ঞানের অবদান সামান্য বা শূন্য সেক্ষেত্রে মুসলমানরা ঐ ঘাটতি পূরণ, সমস্যা নির্ণয় ও প্রেক্ষিত প্রসারিত করার লক্ষ্যে কোন্ পন্থায় অগ্রসর হবে?

ষষ্ঠ ধাপ ঃ আধুনিক জ্ঞানের বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনা ঃ বর্তমান পর্যায়ে যেহেতু ইসলামী ও আধুনিক জ্ঞানের সামগ্রিক রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে, উভয় জ্ঞানের পদ্ধতি, নীতি, সারবস্তু, সমস্যা ও সাফল্য চিহ্নিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে এবং চূড়ান্তভাবে আধুনিক জ্ঞানের সাথে ইসলামের সুনির্দিষ্ট সামঞ্জস্য সুস্পষ্টভাবে নির্ণীত হয়েছে তাই এখন সংশ্লিষ্ট বিষয়টি ইসলামের দৃষ্টিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। জ্ঞানের ইসলামীকরণের লক্ষ্যে এটি একটি প্রধান পদক্ষেপ। পূর্ববর্তী পাঁচটি ধাপকে এর প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে ধরে নেয়া যায়। যে সব ঐতিহাসিক বিবর্তন ও ঘটনাক্রম জ্ঞানের সংশ্লিষ্ট শাখার রূপ নির্ণয় করেছে তা চিহ্নিত ও উদ্‌ঘাটন করতে হবে। এর পদ্ধতি অর্থাৎ উপাত্ত এবং এর তত্ত্ব ও নীতি যার আলোকে সমস্যাদি নিরূপণ করা হয়-সবকিছু বিশ্লেষণ করতে হবে এবং তওহীদের ৫টি স্তম্ভের সাথে রূপায়ণ, পর্যাপ্ততা, যুক্তিগ্রাহ্যতা ও সামঞ্জস্য বিধানের জন্য মূল্যায়ন করতে হবে।

www.pathagar.com

সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের প্রধান সমস্যা ও সারবস্তু বিশ্লেষণ করে ঐ জ্ঞানের মৌল দর্শনের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। বিষয়টির আপাত উদ্দেশ্যের সাথে চূড়ান্ত লক্ষ্য ও পদ্ধতির বিস্তারিত মূল্যায়ন আবশ্যক। লক্ষ্য করতে হবে, এতে কি এর প্রতিষ্ঠাতাদের দৃষ্টিভংগির পরিপূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে; জ্ঞান-অন্বেষণের সামগ্রিক উদ্যমে যথার্থ ভূমিকা পালিত হয়েছে কি? এটা কি সাধারণ মানুষের প্রশ্নের অংশ হিসেবে প্রত্যাশিত ফল অর্জন করেছে? এটা কি সৃষ্টির ঐশীরীতি অনুসারে উপলব্ধি ও ইতিহাস-চেতনা জাগ্রত করার উদ্দেশ্য অর্জন করতে পেরেছে? সংশ্লিষ্ট জ্ঞান সম্পর্কে প্রকৃত ইসলামী দৃষ্টিভংগিতে এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিতে সংশোধন, সংযোজন অথবা বিয়োজন আবশ্যক তার ওপরেও যথাযথ আলোকপাত করতে হবে।

সপ্তম ধাপ ঃ ইসলামী জ্ঞানের উৎস পর্যালোচনাঃ উৎকর্ষ ঃ ইসলামী জ্ঞান বলতে আমরা সর্বপ্রথম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার কালাম কুরআন মজীদ এবং মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সুন্নাহকে বুঝে থাকি। কুরআনের ঐশী মর্যাদা ও সুন্নাহর আদর্শ প্রশ্নাতীত। কিন্তু এ দুটি উৎস সম্পর্কে মুসলমানদের উপলব্ধি অবিমিশ্র নয়। বরং ঐশী নীতির আলোকে এটি বিচার-সাপেক্ষ। একইভাবে ঐ দুই সূত্র থেকে উৎসারিত বুদ্ধিবৃত্তিক সিদ্ধান্তও পর্যালোচনা-সাপেক্ষ-এ কারণে যে এসব চিন্তাধারা আগের মতো মুসলিম জীবনে গতিশীল ভূমিকা পালন করছে না। আধুনিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যার প্রেক্ষিতে ঐশী বাণী উপলব্ধির সাযুজ্য তিনটি ক্ষেত্রে পর্যালোচনা করে দেখতে হবেঃ প্রথম, সরাসরি ওহীর সূত্র এবং ইতিহাসে প্রাপ্ত রাসূলুল্লাহ (সাঃ), তাঁর সাহাবী (রাঃ) এবং তাদের উত্তরসূরীদের সুস্পষ্ট দৃষ্টান্তের আলোকে ইসলামী দর্শন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। দ্বিতীয়, বিশ্বব্যাপী উম্মাহর বর্তমান চাহিদা এবং তৃতীয়, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যাবতীয় আধুনিক জ্ঞান। ইসলামী জ্ঞানের কোথাও যদি অপর্যাপ্ততা অথবা ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় তবে তা সংশোধনের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। যদি তা না হয় তাহলে ভবিষ্যতের জন্য এর আরো উন্নয়ন ও সৃজনশীল পরিশুদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে। এটাও মনে রাখতে হবে, ইসলামী জ্ঞানের সাথে সংগতিশীল নয়-ইসলামের নামে এমন যে কোন প্রয়াস গ্রহণযোগ্য নয়। সবল হোক অথবা দুর্বল, আগাগোড়া গভীর ইসলামী জ্ঞানই হবে এই কার্যক্রমের ভিত্তি। তদুপরি জ্ঞানের ইসলামীকরণের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল উদ্যোগ এমন একটা কাঠামোর ওপর দাঁড় করাতে হবে যাতে ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎসের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়, কখনোই যেন বিচ্ছিন্ন না হতে পারে।

সুতরাং মানব জীবনে ইসলামী জ্ঞানের অবদান মূল্যায়নের এই গুরুদায়িত্ব অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের ওপরেই ন্যস্ত হওয়া আবশ্যক। তাদেরকে একই সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

মুসলমানদের চাহিদা এবং আধুনিক জ্ঞানে অভিজ্ঞ হতে হবে। ইসলামী জ্ঞানের বিশেষজ্ঞরা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যথাসম্ভব পর্যাপ্ত ও সঠিক উপলব্ধি অর্জনে তাদেরকে সাহায্য করবেন।

অষ্টম ধাপ ঃ উম্মাহর প্রধান সমস্যাবলী জরিপ করা ঃ জড়তা কাটিয়ে মুসলিম উম্মাহ বর্তমানে পুনর্জাগরণের পথে এগিয়ে চলেছে। তারা এখন সর্বক্ষেত্রে ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলির ফলে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক চেতনার ওপর যেন "আইসবার্গের হিমশীতল পাথর" চাপা পড়েছে। উম্মাহর সমস্যাদির সামগ্রিক কারণ, লক্ষণ, অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সাথে সংঘাত এবং এর পরিণাম সম্পর্কে বাস্তব ও পুংখানুপুংখ পর্যালোচনা হওয়া আবশ্যক।

সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের যৌক্তিকতা মুসলমানদেরকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করাতে হবে এবং ইসলামের ওপর সেগুলোর প্রভাব সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হবে। কোন মুসলিম চিন্তাবিদ উম্মাহর অস্তিত্ব কিংবা তার আশা-আকাংখা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিছক কৌতূহলবশত বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চায় আত্মনিয়োগ করতে পারে না। আল্লাহ আমাদেরকে "কল্যাণকর-কার্যকর জ্ঞান" অর্জনের জন্য প্রার্থনা শিখিয়েছেন। সমসাময়িক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে মুসলিম মনীষীদের মন-মানস এই জ্ঞানচর্চায় কেন্দ্রীভূত করতে হবে। সর্বোপরি, আধুনিক জ্ঞান এবং আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ইসলাম-বিমুখতার হাত থেকে রক্ষা করে পুনঃইসলামীকরণ প্রচেষ্টার ওপর জোর দিতে হবে। এর পাশাপাশি যে সব প্রধান সমস্যা উম্মাহর রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে তা কাটিয়ে ওঠার আন্তরিক প্রয়াস প্রয়োজন।

নবম ধাপ ঃ মানব জাতির সমস্যা জরিপ ঃ শুধু উম্মাহ নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের দায়িত্ব ইসলামী দর্শনের ওপর ন্যস্ত। এটা অনস্বীকার্য যে, সমগ্র বিশ্ব-চরাচর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার আমানতের আওতাধীন এবং সেই অনুসারেই মানুষকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। এটাও সত্য যে, অন্যান্য জাতির তুলনায় মুসলিম উম্মাহ নানাদিক দিয়ে পশ্চাদপদ ও অনুন্নত। কিন্তু ধর্মীয়, নৈতিক ও বৈষয়িক সমৃদ্ধির আদর্শ হিসেবে মুসলমানরা এক অদ্বিতীয় সত্যের ধারক। কারণ ইসলামের বদৌলতে উম্মাহ মানবজাতির জন্য কল্যাণকর এক আদর্শের অধিকারী এবং আল্লাহর ইচ্ছামাফিকই ইতিহাসের গতিধারা নির্ণীত হয়।

সুতরাং, ইসলামী চিন্তাবিদদের দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামের আলোকে আজকের বিশ্বের সমস্যা সমাধানে ব্রতী হওয়া। সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক চক্র এবং তাদের জোয়াল উৎপাটনের প্রচেষ্টায় লিপ্ত তথাকথিত বিপ্লবীদের মধ্যেকার সংঘাতে মানবতার স্বার্থ

www.pathagar.com

আজ বিপন্ন। ইসলামী মূল্যবোধের পতাকাবাহী মুসলিম উম্মাহ-ই কেবল এই আর্তমানবতার মুক্তির সোচ্চার মুখপাত্র হতে পারে। সংকীর্ণ জাতিসত্তার অহমিকা মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মূলে কুঠারাঘাত করছে। মদ ও মাদক, যৌন - স্বেচ্ছাচার, পারিবারিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, নিরক্ষরতা ও আলস্য, সমরসজ্জা, প্রকৃতির বিনাশ এবং পরিবেশের ভারসাম্যতার প্রতি হুমকি অবাধে ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। উম্মাহ তথা মানবতার কল্যাণে নিশ্চিতভাবে ইসলামী চিন্তা, পরিকল্পনা ও কার্যক্রমকে এসব সমাধানে নিয়োজিত করতে হবে। মানব জাতিকে এসব সমস্যা থেকে মুক্ত করে সমৃদ্ধি ও সুবিচারের দিকে চালিত করার প্রচেষ্টা কোনক্রমেই ইসলামী মূল্যবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না।

দশম ধাপ ঃ সৃজনশীল বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ ঃ আধুনিক জ্ঞানের পাশাপাশি ইসলামী জ্ঞান উপলব্ধি ও ব্যুৎপত্তি অর্জন, এগুলোর ক্ষমতা ও দুর্বলতা নিরূপণ, আধুনিক জ্ঞানের সাথে ইসলামী জ্ঞানের সাযুজ্য প্রতিষ্ঠা, পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা হিসেবে ইতিহাসের অভিযাত্রায় উম্মাহর সমস্যাদি চিহ্নিতকরণ ও অনুধাবন এবং শুহাদা আলান্নাস মানব জাতির জন্যে সাক্ষীর দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে ইসলামের দৃষ্টিতে মানবকুলের বৃহত্তর সমস্যাদি উপলব্ধির পর এক্ষণে মুসলিম চিন্তাবিদদের জন্য সৃজনশীল কর্মকান্ডের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন। পুনরায় বিশ্বের নেতৃত্ব প্রদান এবং মানব সমাজে গ্রহণযোগ্য ও সভ্যতামুখী ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে ইসলামী আন্দোলন এগিয়ে নেয়ার জন্য এক নতুন আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত করতে হবে।

বহু শতাব্দীর বিকাশরুদ্ধতা-জনিত ব্যবধান নিরসনের লক্ষ্যে ইসলামী ও আধুনিক জ্ঞানের মধ্যে অবশ্যই সৃজনশীল সমন্বয় সাধন করতে হবে। ইসলামী জ্ঞানকে অবশ্যই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অব্যাহত সাফল্যের সাথে তাল রেখে সমান তালে এগিয়ে চলতে হবে এবং আধুনিক জ্ঞানের চেয়েও এর দিগন্ত প্রসারিত করতে হবে। উম্মাহর বাস্তব সমস্যার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই উভয় জ্ঞানের সৃজনশীল সমন্বয় ঘটাতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতীয়মান নতুন সমস্যাসহ সামগ্রিক বিশ্ব-সমস্যার ফলপ্রদ সমাধান দেয়া আবশ্যক।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে মানবজীবনের প্রত্যেক বিভাগের ইসলাম-সম্মত রূপ কি এবং কিভাবে উভয় জ্ঞানের সমন্বিত কাঠামোকে উম্মাহ ও মানব জাতির কল্যাণে এগিয়ে নেয়া হবে? একটি নির্দিষ্ট বিষয় অথবা সমস্যা এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিশেষ প্রকৃতির প্রেক্ষিতে মুসলমানদের জন্য কোন্ পন্থা বেছে নেয়া বৈধ? এটা নিশ্চিত যে, প্রত্যেক বিষয়েই বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনের সুযোগ রয়েছে যা ইসলামী আদর্শের নিকটবর্তী অথবা দূরবর্তী হতে পারে, হতে পারে কম অথবা বেশী কার্যকর কিংবা যা ইসলামী লক্ষ্য অর্জন ত্বরান্বিত অথবা বাধাগ্রস্ত করতে পারে। এর মধ্যে কোন্ পথটি সম্ভব,

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয়, অপরিহার্য, বাঞ্ছনীয় অথবা বৈধ? সংশ্লিষ্ট সমস্যার সাথে ইসলামের সাযুজ্য কোন্ মানদন্ডে নিরূপণ করা হবে? কোন্ পদ্ধতিতে প্রস্তাবিত সমাধানের কার্যকারিতা পরিমাপ করা হবে? সৃজনশীল সমন্বিত তত্ত্বের অবদান প্রকাশ, পরীক্ষা ও মূল্যায়নের নীতিই বা কি হবে? কোন্ নীতির আলোকে এতে সংশোধন ও পরিবর্তন আনা হবে এবং এগুলোর অগ্রগতি ও ফলপ্রসূতা পর্যবেক্ষণ-মূল্যায়ন করা হবে? সমস্যা সমাধান প্রচেষ্টায় উপরিউক্ত প্রশ্নগুলো গভীরভাবে বিবেচনা করতে হবে।

একাদশ ধাপঃ ইসলামী কাঠামোর আওতায় বিভিন্ন বিষয়ের পুনর্বিন্যাস ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক ঃ স্বভাবতই সকল ইসলামী চিন্তাবিদ উম্মাহর বর্তমান ও ভবিষ্যত স্বার্থসংশ্লিষ্ট সমস্যার একই রূপে সমাধান নাও দিতে পারেন। এ ধরনের মতপার্থক্য শুধু বাঞ্ছিত হবে না, বরং একে আগ্রহের সাথে স্বাগত জানাতে হবে। উম্মাহর চাহিদা ও লক্ষ্য সম্পর্কে ইসলাম ও আধুনিক জ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বিভিন্নমুখী বিশ্লেষণ হওয়া আবশ্যক। উম্মাহ হিজরীর প্রথম শতকের মতো গতিশীলতা ফিরে পেতে পারে না, যদি না ইসলাম নতুন নতুন চিন্তা ও উদ্ভাবন নিয়ে নিরন্তর গবেষণায় নিমগ্ন না হয়। কেননা এর মাধ্যমেই আল্লাহর প্রাকৃতিক রীতির প্রতিফলন ঘটতে পারে। এই প্রকৃতি নৈতিক ও সৃজনশীল কর্মকান্ডের অতল খনির মতো। এর মধ্যেই ঐশী মূল্যবোধ ও আদেশ-নির্দেশ ঐতিহাসিক ধারায় সমন্বিত ও সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক নতুন নতুন ধ্যান-ধারণার আলোকেই লিখে যেতে হবে-তা নয়, বরং বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কে ব্যক্তি বিশেষের রচনাবলী ব্যাপকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে ইসলামী জ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট আধুনিক জ্ঞানের প্রাসংগিকতা ও সামঞ্জস্য বিধান করা যায়।

উপরিউক্ত শর্তাদি পুরোপুরিভাবে মেনে চলে একটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করলেই জ্ঞানের ইসলামীকরণ সম্পন্ন হবে না। মুসলিম মানসের বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নে বহু পাঠ্যবই রচনা করা আবশ্যক। সর্বোপরি, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা-চাহিদা মেটানোর জন্য অবিলম্বে প্রচুর পুস্তক প্রণয়ন করা দরকার। জ্ঞানের অফুরন্ত খোরাক যুগিয়ে মুসলিম মানসকে তৃপ্ত করা এবং পরিমার্জিত আকারে অসীম ইসলামী জ্ঞান তুলে ধরার লক্ষ্যে আরো অনেক বই প্রয়োজন। তবে আমাদেরকে সর্বপ্রথম আধুনিক জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যশীল উন্নত মানের পাঠ্যবই রচনায় অগ্রাধিকার দিতে হবে যা একই সাথে ভবিষ্যতে ইসলামী মানসের জন্য দিক-নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে। বলাবাহুল্য, উপরিউক্ত ধাপগুলোর প্রতি যথাযথ গুরুত্ব না দিয়েই যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক রচনা করা হয় তাহলে তা সাধারণ মানের হতে বাধ্য। মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আমাদের সকল কর্তব্য উত্তমরূপে সমাধা করার তাগিদ দিয়েছেন।

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক রচনা জ্ঞানের ইসলামীকরণ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ধাপ। এই কাজটিই পূর্বোল্লেখিত সকল ধাপের প্রক্রিয়ায় সাফল্যের মুকুট পরিয়ে দেয়।

দ্বাদশ ধাপঃ ইসলামী জ্ঞানের প্রসার ঃ ইসলামী চিন্তাবিদদের এসব গবেষণাকর্ম যতোই মহৎ সৃষ্টি হোক–তা যদি তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে সংরক্ষিত থাকে তবে তা অর্থহীন। একইভাবে এসব বই–পুস্তক যদি কেবল তাঁদের পরিচিত বন্ধুমহলে, আশপাশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিংবা স্বদেশের মধ্যে চর্চা করা হয় তবে তাও হবে একটি দুঃখজনক ব্যাপার। আল্লাহতায়ালার দ্বীনের জন্য যা কিছু প্রণয়ন করা হয় গোটা উম্মাহ তার স্বত্ত্বাধিকারী। যদি জগতের সর্বাধিক সংখ্যক লোক এর সুফল না ভোগ করতে পারে তাহলে তাতে আল্লাহর আশীষধারা প্রবাহিত হতে পারে না। মুসলিম মনীষীদের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়াসের বৈষয়িক পুরস্কার অবশ্যই গ্রন্থসত্ত্বের মাধ্যমে দেয়া উচিৎ। তাই বলে তা একচেটিয়া মুনাফা অর্জনের উৎস হওয়া উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দ্বীনের জন্য প্রণীত রচনাবলী কাগজ, কালি ও বাঁধাইয়ের খরচ যে যোগাতে পারবে সেই তা প্রকাশের অধিকার ভোগ করবে।

দ্বিতীয়ত, এসব বই–পুস্তক রচনার লক্ষ্য হওয়া উচিত সমগ্র মুসলিম জগত তথা মানব জাতির পুনর্জাগরণ এবং শিক্ষার আলোকদানের মাধ্যমে তাদের মননের উৎকর্ষতা অর্জন। অবশ্য মুসলিম মনীষীদের তাঁদের লেখার মাধ্যমে কেবল তথ্য সরবরাহ করলে চলবে না, এর চেয়েও বেশী কিছু করতে হবে। ইসলামী চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে জ্ঞানের সেসব ক্ষেত্রের রহস্য উন্মোচনে নিমগ্ন হতে হবে যা এখনো অনুদঘাটিত রয়ে গেছে। অখন্ড সাধনায় নিয়োজিত হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আল্লাহর ইচ্ছের প্রতিফলন ঘটতে পারে এবং এভাবে এগিয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট গবেষক ইনশাআল্লাহ এমন সাফল্য অর্জন করবেন যা তিনি কল্পনা করতে পারেননি।

এ কারণে উপরিউল্লিখিত ধাপের আলোকে প্রণীত রচনাবলী বিনামূল্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম বিদ্বানদের কাছে পাঠান উচিত এবং তাঁদেরকে আরো উন্নত বই–পুস্তক, নিবন্ধ, সংকলন ইত্যাদি প্রণয়নে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেয়ার তাগিদ দেয়া উচিত। একই সাথে রচনাবলী বিশ্বের সকল মুসলিম চিন্তাবিদের কাছেও পাঠাতে হবে এবং এটাই হবে ইহকালীন সম্ভাব্য সবচেয়ে বড় পুরস্কার। এর অর্থ বৈষয়িক পুরস্কার–প্রাপ্তি নিবারণ করা নয়, বরং যে মনীষী আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত তাঁর জন্য তো আরেকটি মানুষের হৃদয়ে ইসলামী চৈতন্যের বীজ রোপণ করে দেয়ার চেয়ে উত্তম পুরস্কার আর কিছু হতে পারে না।

তৃতীয়ত, এই কর্ম–পরিকল্পনার আওতায় রচিত বইপত্র মুসলিম বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার আনুষ্ঠানিক

www.pathagar.com

অনুরোধ জানাতে হবে। স্বভাবত সেগুলো বিভিন্ন দেশের স্ব স্ব ভাষায় অনুবাদও করতে হবে।

খ. জ্ঞানের ইসলামী রূপায়ণে অন্যান্য সহায়ক উপায়

১. সম্মেলন ও সেমিনার ঃ জ্ঞানের কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে কোন সমস্যা থাকলে তা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সম্মেলন ও সেমিনারের আয়োজন করা যেতে পারে। উম্মাহর যে সব সমস্যা এই ক্যাটেগরির আওতায় পড়ে তার ওপর একই সাথে বহুবিধ বিষয়ে আলোকপাত করা যায়। এছাড়া একই বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে পারস্পরিক মতবিনিময়ের জন্য চিন্তাবিদ ও কুশলীদের মধ্যে সম্মেলন হওয়া উচিত।

২. ফ্যাকাল্টি প্রশিক্ষণের জন্য শ্রেণী কর্মশালা ঃ প্রথম থেকে দ্বাদশ ধাপ–এর আলোকে সাহিত্য ও পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হওয়ার পরপরই ফ্যাকাল্টির শিক্ষকদেরকে ঐসব বিষয়ে শিক্ষাদানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেয়া আবশ্যক। বিশেষজ্ঞদেরকে তাঁদের রচনাবলী ও বই–পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত তত্ত্ব, নীতি ও সমাধানের অলিখিত ধারণাসমূহ এবং অপ্রকাশিত ফলাফল নিয়ে ফ্যাকাল্টির সদস্যদের সাথে আলোচনার সুযোগ দেয়া উচিত। এছাড়া এ ধরনের আলাপ–আলোচনায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষাদান সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে শিক্ষকদেরকে যোগ্যতার সাথে শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করা যায়।

গ. বাস্তবায়নের আরো নিয়ম

১. মুসলমানদের শিক্ষা উন্নয়নের এ পর্যায়ে মুসলিম বিদ্বানরা বিনা পারিশ্রমিকে কাজ চালিয়ে যাবেন এমনটা আশা করা উচিত হবে না। নিয়মিত কর্তব্যের বাইরে এ ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক কাজের মান অনুযায়ী তাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদানের নিয়ম চালু করতে হবে। সারা বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মান অনুযায়ী সম্মানী নির্ধারণ করা উচিত। আমরা অমুসলিম, বিদেশী অথবা অনাবাসিক বিদ্বানদের তুলনায় মুসলিম, দেশীয় অথবা আবাসিক বিদ্বানদের কম পারিশ্রমিক দানের নীতিতে বিশ্বাসী নই। বস্তুত এই বৈষম্যই "মেধা পাচার", মুসলিম বিদ্বানদের হতাশা এবং ঔদাসীন্য, নিরাসক্ততা ও বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতায় নৈরাজ্যের মূল কারণ।

২. শিক্ষা সংক্রান্ত বইপত্র প্রণয়নের জন্য কেবলমাত্র যোগ্যতম ব্যক্তিদের যাতে নিয়োগ করা যায় সেদিকে সর্বতোভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। যদি দেখা যায় কোন একজন বিদ্বান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন কিছু তৈরি করতে পারবেন না কিংবা তা মানসম্মত হবে না বলে নিশ্চিত হওয়া যায়, সেক্ষেত্রে একই কাজের জন্য একাধিক

www.pathagar.com

বিদ্বানকে দায়িত্ব দেয়া যায়। কারো পরিশ্রমের ফল গ্রহণযোগ্য না হওয়ার দরুন ক্ষতিগ্রস্ত হলেও এ ব্যাপারে কোন আপোষ করা যাবে না। সুতরাং এটাকে একটি নীতি হিসেবে গ্রহণ করে নিতে হবে যে, প্রতিটি কাজের জন্য অন্তত পাঁচজন বিদ্বানকে দায়িত্ব দিতে হবে। বিদ্বানদের গবেষণামূলক কাজে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন ঘটতে বাধ্য।

মৌলিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এটা ঘটে থাকে, যদিও সমাজবিজ্ঞান ও মানবিক বিদ্যার তুলনায় কিছুটা কম। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনাশৈলীর ভিন্নতা স্বাভাবিক; আবার একই বিষয়ে একাধিক বইপত্রও তৈরী হতে পারে। এটাকে কখনোই অনুকরণ বা পুনরাবৃত্তি হিসাবে দেখা ঠিক নয়। এই বৈচিত্র বরং সংশ্লিষ্ট বিষয়কে সমৃদ্ধই করে।

৩. যদি প্রস্তাবিত কাজটি বৃহদাকারের হয় তাহলে তা ভাগ ভাগ করে বিভিন্ন বিদ্বানকে দেয়া যাতে সেটি নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা যায়।

৪. জ্ঞানের ইসলামীকরণ যেহেতু মুসলিম বিশ্বের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও "পয়লা" নম্বরের কাজ, যেহেতু এর ফল সকল মুসলিম দেশ ভোগ করবে, এজন্য প্রতিটি দেশের কাছ থেকে এই মহতী কাজের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। উম্মাহর কোন সংস্থা জ্ঞানের ইসলামীকরণের দায়িত্ব নেয়নি বলে এই কাজ এখন গোটা উম্মাহর জন্য ফরজে আইন। অতএব এজন্য মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি দেশ, সংস্থা–সংগঠন এবং বিত্তবানদের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট ঃ ১

জ্ঞান ঃ ইসলামী রূপায়ণ

সেমিনার রিপোর্ট

"১৪০২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১৯৮২ সালের জানুয়ারীতে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত"।

১. জরিপ

সেমিনারে ১০টি দেশের ২১ জন চিন্তাবিদ যোগদান করেন। আরো ৫ জন পন্ডিত যোগ দিতে না পারলেও তাঁরা প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ ছাড়াও ১৩ জন পাকিস্তানী বুদ্ধিজীবী সেমিনারে যোগ দেন। জ্ঞান – বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ১৪ জন পণ্ডিত এতে অংশ নেন। উদ্বোধনী ভাষণ ছাড়াও ১৮টি প্রবন্ধ পঠিত ও পর্যালোচনা করা হয়। মোট ১৪টি অধিবেশনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে ৬টিতে কর্ম–পরিকল্পনা ও জ্ঞানের ইসলামীকরণ পদ্ধতি এবং ৮টি অধিবেশনে জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ সংক্রান্ত পূর্ণ তালিকা পরিশিষ্টের শেষে সন্নিবেশিত হয়েছে।

২. বৈশিষ্ট্য

ক. সমস্যা ঃ সেমিনারে ইসলামীকরণের বিভিন্ন সমস্যা এবং সঠিকভাবে তার রূপ নির্ণয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়। একটি প্রকট সমস্যা হচ্ছে, দ্বিমুখী শিক্ষাব্যবস্থা, এই ব্যবস্থা বিপরীতধর্মী ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে যার প্রভাব মুসলিম তরুণদের ওপরেও পড়ে। গৃহ, পরিবেশ ও প্রাথমিক স্কুলের প্রভাবে শিক্ষার্থীদের মনটা ইসলামী থাকলেও উচ্চশিক্ষার স্তরে গিয়ে আধুনিক জ্ঞানের সংস্পর্শে তাদের মন নিশ্চিতভাবেই রূপান্তরিত হয়। বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে আধুনিক জ্ঞান প্রধানত পাশ্চাত্য দর্শনের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। পাশ্চাত্য ইতিহাসের বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যই এই দর্শনের উদ্ভব। পাশ্চাত্য জীবন, চিন্তাধারা ও আশা–আকাংখা পূরণের লক্ষ্যেই এই ব্যবস্থা প্রণীত হয়েছে। এ দর্শন ও পদ্ধতিতে তাদের বিশ্বদৃষ্টিরই অপরিহার্য প্রতিফলন ঘটেছে। সুতরাং পশ্চিমী আদর্শের বাছ–বিচার কিংবা ইসলামের সাযুজ্য বিধান না করেই তা শেখার চেষ্টা করা মুসলমানদের জন্য বাঞ্ছনীয় নয়। সাযুজ্য বিধান নিশ্চিতভাবেই সম্ভব। এজন্য দরকার ইসলামের আলোকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তত্ত্ব, পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যের সংশোধন এবং ইসলামী নীতি ও মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতি রেখে তত্ত্ব ও কাঠামোর পুনর্বিন্যাস।

www.pathagar.com

সমস্যা নিঃসন্দেহে গভীর ও ক্রম-প্রসারমান। দীর্ঘকালের স্থবিরতার দরুন মুসলমানরা কর্ম-বিচ্ছিন্ন চিন্তা এবং চিন্তাহীন কর্মে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এ কারণে মুসলিম চিন্তাবিদরা সাধারণ প্রচলিত ছাঁচেই বিচ্ছিন্ন চিন্তায় মশগুল। সমসাময়িক অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তবতার প্রতি তারা সামান্যই মনোযোগ দিচ্ছে, কারণ তারা দীর্ঘকাল থেকে কোন ঘটনার পূর্ব থেকে চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তে ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরবর্তী বিষয়াদি নিয়ে মগ্ন থাকতে পরিতৃপ্ত বোধ করে। একইভাবে মুসলিম নেতৃবৃন্দও চিন্তা ও পরিকল্পনার ব্যাপারে খুব একটা উদ্যোগী নন। তাঁদের কার্যকলাপ প্রধানত অন্ধ ধারণাপ্রসূত অথবা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভরা এবং লক্ষ্য সম্পর্কে তাঁরা অনিশ্চিত ও বিচার-বিবেচনায় তাৎক্ষণিক। মুসলিম বিশ্বে আধুনিক জ্ঞান জেঁকে বসার ফলে পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়েছে। পাশ্চাত্য জ্ঞান, ধর্ম ও নৈতিকতার খৃস্টীয় অসঙ্গতি আত্মস্থ করেছে। তাই তারা মুসলিম জ্ঞানান্বেষণকারীদেরকে সমঝাতে চায় যে, ধর্মনিরপেক্ষতা সার্বজনীন ও প্রয়োজনীয়, যাতে মুসলমানরা ইসলামকে পরিহার করে কিংবা বড় জোর বন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধ রাখে। এ কারণেই মুসলিম বিশ্বে ইসলামী চিন্তাধারা ও মুসলিম জীবনযাত্রা পরস্পর থেকে ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। বস্তুত সেমিনারে উথাপিত সকল প্রবন্ধে এই সমস্যাটির ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। ডঃ আব্দুল হামিদ আবু সুলায়মান ও ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী তাঁদের প্রবন্ধে এর ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

খ. সাধারণ নীতিমালা ঃ সেমিনারের তিনটি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে জ্ঞানের ইসলামীকরণের সাধারণ নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সত্য অথবা জ্ঞানের ঐক্যবোধ থেকেই এসব নীতি উৎসারিত এবং তা চিন্তা ও কর্মের সার্বিক সংহতির ব্যবস্থা দিয়েছে। ইসলামী প্রত্যাদেশ সর্বতোভাবে এই পৃথিবীতে কর্মচঞ্চল বৈষয়িক জীবনের পক্ষপাতী। ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহর কাছে জীবনের অর্থ হচ্ছে পরিপূর্ণরূপে বাঁচা, প্রকৃতিকে করায়ত্ত করা, সহজাত প্রবৃত্তিগুলোকে পূরণ করা ও সকল ধীশক্তি কাজে লাগানো। তবে এটা করতে গিয়ে নৈতিকতা, সুবিচার ও সমতা, সার্বজনীনতা ও উদারতা, ভারসাম্য ও কোমলতা, পরহিত ও ভ্রাতৃত্ব, সততা ও সত্যবাদিতা এবং ন্যায়পরতা ও সহযোগিতার নীতিমালা অবশ্যই মেনে চলতে হবে। কুরআন জোর দিয়ে বলে, সম্পদ একটি ইতিবাচক কল্যাণকর বস্তু এবং কর্ম ও ভোগ ইবাদাতেরই নামান্তর। কিন্তু তা কোন রকম প্রতারণা বা চৌর্যবৃত্তি, একচেটিয়াভাবে অথবা শোষণের মাধ্যমে অর্জন করা যাবে না। মুসলমান যা কিছু করে সে ব্যাপারে তাকে অবশ্যই আল্লাহর কাছে, সমগ্র বিশ্ব, উম্মাহ, তার পরিবার, তার নিজের কাছে এবং ভবিষ্যত বংশধরদের কাছে দায়ী থাকতে হবে। আল্লাহতায়ালা যে বাঁধ বেঁধে দিয়েছেন তার মাঝখান দিয়েই তাকে বৈঠা বেয়ে যেতে হবে। আল্লাহতায়ালার ওহীর ধারা অনুযায়ী

www.pathagar.com

তার নিজেকে, পোষ্যবর্গকে, উম্মাহ ও মানব জাতি তথা বিশ্বকে পরিবর্তিত না করা পর্যন্ত সে কখনো থেমে থাকতে পারে না। এই নীতিমালাকেই ইসলামের সারবস্তু হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয় এবং এর আলোকেই জীবন ও চিন্তার সকল দিকের সাযুজ্য বিধান করতে হবে।

গ. কর্ম-পরিকল্পনা ঃ সেমিনারের বিস্তৃত কর্ম-পরিকল্পনায় ইসলামের সাথে মুসলমানদের চিন্তায় সঙ্গতি বিধানের কতিপয় ধাপ বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমত, প্রয়োজন হচ্ছে মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন। দ্বিতীয়ত, আধুনিক জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ। তৃতীয়ত, ইসলামের মোকাবিলায় এগুলোর ত্রুটি চিহ্নিতকরণ এবং সবশেষে ইসলামী দর্শনের আলোকে এগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে পুনর্বিন্যাস করা। এই কাজ মুসলিম পন্ডিতরা তাদের ক্ষুদ্র পরিসরে আপন যোগ্যতানুসারে সমাধা করতে পারেন। কিন্তু পরস্পরের সাথে আন্তঃবিষয় এবং আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সহযোগিতার মাধ্যমে। প্রফেসর ফারুকীর প্রবন্ধে বিভিন্ন ধাপের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এতে পাঁচ বছরের মধ্যে প্রকল্প সম্পন্ন করার বার্ষিক বাজেটও সন্নিবেশ করা হয়েছে।

৩. মূল্যায়ন

জ্ঞানের ইসলামী রূপায়ণ সেমিনারে বেশ কিছু মূল্যবান ফল পাওয়া গেছে ঃ

প্রথমত, সেমিনার বিভিন্ন দেশের মুসলিম পন্ডিতদেরকে তাদের পাকিস্তানী সহকর্মীদের সাথে যোগাযোগ গড়ে তুলতে সহায়ক হয়েছে। উপস্থিত বিদ্বানদের অনেকেই তাঁদের নিজ নিজ বিষয়ে অত্যন্ত কৃতিত্বের অধিকারী এবং ইসলামী বিষয় ছাড়াও বেশ কয়েকটি বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত বিশেষজ্ঞ। তাঁরা এই সেমিনারে পরস্পরের সাথে তাঁদের বিশেষ বিষয়গুলোকে নিয়ে মতবিনিময়ের সুযোগ পান। মোটকথা, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে একদল উচ্চ ইসলামী মেধার সমাবেশ ঘটেছিল।

দ্বিতীয়ত, সেমিনারে বিভিন্ন বিষয়ের বিশিষ্ট পন্ডিতরা জ্ঞানের ইসলামীকরণের ওপর ১৮টি প্রবন্ধ পেশ করেন। যেমন, ইসলামী অর্থনীতিতে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ৪ জন পন্ডিত প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এগুলো সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষকদের জন্য মূল্যবান রেফারেন্স হিসেবে কাজে লাগবে।

তৃতীয়ত, জ্ঞানের ইসলামীকরণের লক্ষ্য সামনে রেখে সেমিনারে ইসলামীকরণের তাৎপর্য, পদ্ধতিগত নীতিমালা এবং ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর ইসলামীকরণের লক্ষ্য সম্পর্কে একটি সর্বসম্মত বিবৃতি অনুমোদন করা হয়।

চতুর্থত, প্রত্যেক বিষয়ের ইসলামীকরণের প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সেমিনারে একটি কর্ম-পরিকল্পনা গৃহীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজ সুষ্ঠু ও

www.pathagar.com

সহজতর করার উদ্দেশ্যে ইসলামীকরণ প্রক্রিয়াকে ৮টি ধাপে ভাগ করা হয়। ফলে যে কাজটি হয়তো একজন বিদ্বান সম্পন্ন করতে পারবেন না, তা অনেকে সমাধা করতে পারেন। এক্ষেত্রে প্রত্যেক বিদ্বান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার একটি বিশেষ দিকের প্রতি মনোনিবেশ করার সুযোগ পাবেন। পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট বিষয়টিকে ইসলামী নীতি ও মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে ঃ যেমন, সংশ্লিষ্ট বিষয়টিকে ক্যাটেগরি ও নীতিমালা, জরিপ ও গ্রন্থপঞ্জী, পঠিত বিষয়ের সারসংকলন এবং বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ ও সৃজনধর্মী সংশ্লেষণে বিন্যস্ত করে নেয়া।

পঞ্চমত, সেমিনারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, জ্ঞানের ইসলামীকরণের কাজ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থট-এর যৌথ সহযোগিতায় সম্পন্ন করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে এ দু'টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতার একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নে উভয়ের দায়িত্ব চিহ্নিত ও ব্যাখ্যা করা হয়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব হবে বাস্তবায়নের বিস্তারিত রূপরেখা ও উপকরণ সম্পর্কে পরামর্শ দেয়ার জন্য একটি কমিটি গঠন করা এবং এই কমিটি ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থট-এর সাথে সমন্বয়ের দায়িত্বও পালন করবে। এই দু'টি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে পাকিস্তানী ও পাকিস্তানে কর্মরত বিদেশী পন্ডিতদের যে-কোন গবেষণা প্রকল্পে উপকরণগত ও আর্থিক সাহায্যদানের দায়িত্ব ঐ কমিটির ওপর বর্তাবে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজ সম্পন্ন করবে এবং সকল বইপত্র ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থট-এর প্রণীত ১০ হাজার নামের তালিকা অনুযায়ী সারা বিশ্বে বিতরণ করবে। পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় যে-কোন বিষয়ের উপর বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করবে এবং ইসলামীকরণ স্কীম বাস্তবায়নের স্বার্থে যে-কোন প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষামূলক কর্মশালা পরিচালনায় শিক্ষক, ছাত্রসহ অন্যান্য সুবিধা দিয়ে সাহায্য করবে।

অন্যদিকে, ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থট পাকিস্তানের বাইরে যে-কোন বিষয়ের ইসলামীকরণে নিয়োজিত বিদ্বানদের বৈষয়িক ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে যাবে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে পরামর্শক্রমে ইন্সটিটিউট ইসলামীকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিদ্বান ও কাজের গবেষণা (তাত্ত্বিক) সংক্রান্ত দায়িত্ব বহন করবে। এ উদ্দেশ্যে ইন্সটিটিউট বিভিন্ন বিষয়ের উপরে বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে উপদেষ্টা কমিটি গঠন, মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধি নিয়োগ এবং ইসলামীকরণে আগ্রহী সরকারী সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষক ও চিন্তাবিদদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন অথবা সম্পর্ক উন্নয়নের পদক্ষেপ নেবে। ইন্সটিটিউট মুসলিম গবেষকদের গ্রন্থাদি সরবরাহ ও জ্ঞান কেন্দ্রসমূহে সফরের ব্যবস্থাসহ অন্য সকল প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে সহযোগিতা দিয়ে যাবে।

www.pathagar.com

ষষ্ঠত, মুসলিম দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মানবিক পাঠ্যক্রমে ইসলামী সভ্যতা সংক্রান্ত কোর্স চালু এবং এক্ষেত্রে অধ্যয়ন উপযোগী বইয়ের অভাব দূর করার লক্ষ্যে সেমিনারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক (টেক্সটবুক) প্রণয়নের উপর সর্বাধিক অগ্রাধিকার প্রদানের সর্বাত্মক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই প্রয়োজন প্রকট কারণ এখানে অধ্যয়নরত মুসলিম শিক্ষার্থীরা বিজাতীয় আদর্শের প্রতিনিয়ত হামলায় ক্ষতবিক্ষত। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল সীমিত সংখ্যক আগ্রহী শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয়। বাকী সব ছাত্র বাড়ীতে অথবা প্রাক–বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলাম সম্পর্কে যে প্রাথমিক শিক্ষা পেয়েছিল তাই তাদের সারাজীবনের একমাত্র সম্বল হয়। আর এই সীমিত জ্ঞান বিজাতীয় আদর্শ মোকাবিলা এবং তার শক্তির প্রভাব প্রতিরোধে অত্যন্ত অপর্যাপ্ত। সেমিনার এ ব্যাপারে একমত হয় যে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থট শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে অবিলম্বে ইসলামী সভ্যতা সম্পর্কে একটি সংকলন রচনার জন্য যোগ্য মুসলিম বিদ্বানদের নিয়োজিত করবে এবং এই বিদ্বানরা যাতে ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগী ইসলামী সভ্যতার সৃজনশীল ব্যাখ্যা ও ইতিহাস সম্বলিত পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে পারেন সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।

www.pathagar.com

জ্ঞানের ইসলামীকরণ সেমিনারের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

	নাম	দেশ	বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠান	বিষয়	হাজির
১।	এস, এম আবদুল্লাহ	পাকিস্তান	ইসলামী বিশ্বকোষ	ইসলামিক স্টাডিজ ও শিক্ষা	অনুপস্থিত
২।	উমর ফারুক আব্দুল্লাহ	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	মিশিগান	আইন ও আইন বিজ্ঞান	উপস্থিত
৩।	আহমদ কামাল আবুল মাজদ	মিশর	কুয়েত সরকার	আন্তর্জাতিক আইন	অনুপস্থিত
৪।	আব্দুল হামিদ আবু সুলায়মান	সউদীআরব	রিয়াদ	রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ইসলামিক স্টাডিজ	উপস্থিত
৫।	মাহমুদ আবু আল সউদ	মিশর/মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	পশ্চিম মিসৌরী	অর্থনীতি	উপস্থিত
৬।	এম আফজাল	পাকিস্তান	পাকিস্তান সরকার	লোক প্রশাসন	অনুপস্থিত
৭।	আকবর আহমদ	পাকিস্তান	পাকিস্তান সরকার	নৃতত্ত্ব	অনুপস্থিত
৮।	আনিস আহমদ	পাকিস্তান	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	ইতিহাস, ইসলামিক স্টাডিজ	
৯।	ডঃ খুরশীদ আহমদ	পাকিস্তান	ইন্সটিটিউট অব পলিসি স্টাডিজ	অর্থনীতি	উপস্থিত
১০।	মুহাম্মাদ আজমল	পাকিস্তান	পাকিস্তান সরকার	শিক্ষা, মনোবিজ্ঞান	উপস্থিত
১১।	তাহা জাবির আল-অলওয়ানি	ইরাক/সউদী আরব	ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সউদ	আইন, আইনবিজ্ঞান ও ইসলামিক স্টাডিজ	উপস্থিত
১২।	জামালুদ্দীন আতিয়াহ	মিশর	ইসলামিক ব্যাংকিং সার্ভিসেস, আল মুসলিম আল মুয়াসির	আইন, অর্থনীতি	অনুপস্থিত
১৩।	সলিম আল আওয়া	সিরিয়া/সউদীআরব	রিয়াদ	রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আইন	অনুপস্থিত
১৪।	এন, এ, বালুচ	পাকিস্তান	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	শিক্ষা	উপস্থিত
১৫।	জাকারিয়া বশীর	সুদান	খার্তুম	দর্শন, ইসলামিক স্টাডিজ	উপস্থিত
১৬।	ইলিয়াস বা-ইউনুস	পাকিস্তান/মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	বাদশা আবদুল আজিজ/ স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক	সমাজ বিজ্ঞান	অনুপস্থিত
১৭।	এ, এইচ, দানী	পাকিস্তান	কায়েদে আজম	ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও ইসলামিক স্টাডিজ	উপস্থিত
১৮।	ইসহাক আহমদ ফারহান	জর্দান	ইয়ারমুক	শিক্ষা	অনুপস্থিত
১৯।	এ, জেড, ফারুকী	পাকিস্তান	পাকিস্তান সরকার	শিক্ষা	উপস্থিত
২০।	ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী	ফিলিস্তিন/মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	টেম্পল	দর্শন, ইসলামিক স্টাডিজ	উপস্থিত
২১।	জি, এস ঘাংরো	পাকিস্তান	জাতীয় হিজরী কমিটি	লোক প্রশাসন	উপস্থিত

www.pathagar.com

২২।	এম, গাজী	পাকিস্তান	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	রাষ্ট্রবিজ্ঞান	উপস্থিত
২৩।	মাহমুদ গজনবী	পাকিস্তান/মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	ব্রোজমন্ট	ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান	উপস্থিত
২৪।	মুহাম্মাদ হামিদুল্লাহ	ভারত/ফ্রান্স	রিসার্চ ইন্সটিটিউট	আইন ও আইন তত্ত্ব, ইসলামিক স্টাডিজ	উপস্থিত
২৫।	কামাল হাসান	মালয়েশিয়া	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	ইতিহাস	উপস্থিত
২৬।	আনওয়ার ইব্রাহীম	মালয়েশিয়া	এবিআইএম	রাষ্ট্রবিজ্ঞান	উপস্থিত
২৭।	ইজ্জুদীন ইব্রাহীম	মিশর	আল আঈন (আমীরাত)	আরবী সাহিত্য	অনুপস্থিত
২৮।	জাফর শায়েখ ইদ্রিস	সুদান	ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সউদ	দর্শন	অনুপস্থিত
২৯।	এম, এ, কাজী	পাকিস্তান	জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদ সরকার	প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন	উপস্থিত
৩০।	মুহাম্মাদ ইব্রাহীম কাজিম	মিশর	কাতার	আরবী সাহিত্য	অনুপস্থিত
৩১।	আব্দুল রউফ খান	পাকিস্তান	ফরেন সার্ভিস একাডেমী	শিক্ষা, মনোবিজ্ঞান	উপস্থিত
৩২।	আব্দুল মজিদ এম, মাক্কিন	শ্রীলংকা/মালয়েশিয়া	মালয়	ইসলামিক স্টাডিজ	উপস্থিত
৩৩।	মুহাম্মাদ মারুফ	শ্রীলংকা/মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	চেনী স্টেট	নৃতত্ত্ব	উপস্থিত
৩৪।	জগলুল আল নাজ্জার	মিশর/সউদীআরব	পেট্রোলিয়াম এণ্ড মিনেরালস	প্রাকৃতিক বিজ্ঞান	উপস্থিত
৩৫।	আবদুল্লাহ নাসিফ	সউদীআরব	বাদশাহ আবদুল আজিজ	প্রাকৃতিক বিজ্ঞান	উপস্থিত
৩৬।	ইউসুফ আল-কারজাভী	মিশর	কাতার	ইসলামিক স্টাডিজ	অনুপস্থিত
৩৭।	মুহাম্মদ সাকর	জর্দান	জর্দান বিশ্ব বিদ্যালয়	অর্থনীতি	অনুপস্থিত
৩৮।	নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী	ভারত/সউদীআরব	বাদশাহ আবদুল আজিজ	অর্থনীতি	উপস্থিত
৩৯।	এম রাজিউদ্দিন সিদ্দিকী	পাকিস্তান	কায়েদে আজম	গণিত	উপস্থিত
৪০।	ইউসুফ তালাল	পাকিস্তান	পাকিস্তান সরকার	ইসলামিক স্টাডিজ, শিক্ষা	অনুপস্থিত
৪১।	হিশাম আল তালিব	ইরাক/সউদীআরব	রিয়াদ	বিদ্যুৎ প্রকৌশল, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান	উপস্থিত
৪২।	আহমাদ টেটনজী	ইরাক/সউদীআরব	রিয়াদ	পেট্রোলিয়াম প্রকৌশল, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান	উপস্থিত
৪৩।	আবদুল্লাহ আবদুল মুহসিন আল তুর্কী	সউদীআরব	ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সউদ	আইন ও আইনতত্ত্ব	অনুপস্থিত
৪৪।	আনাস আলজারকা	সিরিয়া/সউদীআরব	বাদশাহ আবদুল আজিজ	অর্থনীতি	উপস্থিত
৪৫।	শায়খ মুস্তাফা আল-জারকা	সিরিয়া	জর্দান বিশ্ববিদ্যালয়	আইন ও আইনতত্ত্ব	অনুপস্থিত
৪৬।	আবদুল্লাহ আল জাইদ	সউদীআরব	মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	ইসলামিক স্টাডিজ	অনুপস্থিত

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট ঃ ২

ইসলামী সভ্যতা কোর্স

১. প্রয়োজন ও যৌক্তিকতা ঃ সারাবিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং শিক্ষাঙ্গনের বাইরে মুসলিম তরুণরা ইসলাম বিরোধী প্রচারণার শিকার। ইসলাম বিরোধী অপশক্তি আধুনিকতার নামে আমাদের যুবকদেরকে পাশ্চাত্যমুখী ধর্মনিরপেক্ষতায় দীক্ষিত করতে চায়। বক্তৃতা-বিবৃতি, বইপত্র ও গণমাধ্যমের নানা বাহনের মাধ্যমে তারা তাদের জ্ঞান বিতরণ করে।

২. মুসলিম তরুণরা বাড়ীতে এবং প্রাথমিক অথবা মাধ্যমিক স্কুলে কিছুটা ইসলামী শিক্ষা পেয়ে থাকে। কিন্তু এই জ্ঞান প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে বিজাতীয় ভাবাদর্শের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য যথেষ্ট নয়।

৩. বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের মাত্র কিছুসংখ্যক ছাত্র ইসলামিক স্টাডিজ অধ্যয়ন করে বিজাতীয় আদর্শ মোকাবিলা করার মতো পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করে। কলেজ পর্যায়ের মুসলিম তরুণরা ইসলাম সম্পর্কে আদৌ কোন শিক্ষা পায় না। সুতরাং আধুনিকতা, বিজ্ঞান বস্তুনিষ্ঠতার ছদ্মাবরণে তাদের সামনে উত্থাপিত বিজাতীয় ভাবধারা মোকাবিলায় তারা অক্ষম।

৪. অতএব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে আমাদের আদর্শ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার উৎস হিসেবে ইসলামী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য। বর্তমান পদ্ধতির মতোই অত্যাধুনিক কৌশলে, বৈজ্ঞানিক ও বস্তুনিষ্ঠভাবে ইসলামী আদর্শকে তুলে ধরতে পারলেই আমাদের তরুণদের ইসলামবিচ্যুত করার প্রক্রিয়া নস্যাৎ করা যেতে পারে।

৫. সুতরাং সকল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী সভ্যতা বিষয়ে দু'বছরের বাধ্যতামূলক একটি নতুন কোর্স চালু করতে হবে এবং গ্রাজুয়েশনের জন্য কমপক্ষে বি-গ্রেডে এ বিষয়ে পাশ করার বিধান রাখতে হবে।

৬. সংযুক্ত রূপরেখায় বর্ণিত বিষয়বস্তুগুলো কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের এসব বিষয়ে সৃজনধর্মী মৌলিক পাঠ্যপুস্তকের অভাবে ইতিমধ্যে প্রকাশিত বইপত্র থেকে সংকলন প্রস্তুত করে প্রকাশ করতে হবে।

www.pathagar.com

ইসলামী সভ্যতা বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিবর্ষ কোর্সের অস্থায়ী পাঠ্যসূচী

প্রথম পর্ব ঃ নীতিমালা (The Principles)

ভূমিকাঃ অধ্যয়ন এবং সভ্যতা–চেতনা

পরিচ্ছেদ ০১ ঃ ঐতিহাসিক পটভূমি

প্রথম অধ্যায় ঃ প্রাচীন নিকট প্রাচ্য

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ইহুদী, জরথুস্ত্র ও খৃস্টধর্ম

তৃতীয় অধ্যায় ঃ মক্কা

পরিচ্ছেদ ০২ ঃ মৌলিক বিষয়

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ইসলাম ধর্ম

পঞ্চম অধ্যায় ঃ তওহীদ–মর্মকথা

পরিচ্ছেদ ০৩ ঃ প্রথম নীতি হিসেবে তওহীদ

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ তওহীদ ঃ জ্ঞানের প্রথম সূত্র

সপ্তম অধ্যায় ঃ তওহীদ ঃ অধিবিদ্যার প্রথম সূত্র

অষ্টম অধ্যায় ঃ তওহীদ ঃ রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রথম সূত্র

নবম অধ্যায় ঃ তওহীদ ঃ নীতিশাস্ত্রের প্রথম সূত্র

দশম অধ্যায় ঃ তওহীদ ঃ সামাজিক ব্যবস্থার প্রথম সূত্র

একাদশ অধ্যায় ঃ তওহীদ ঃ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রথম সূত্র

দ্বাদশ অধ্যায় ঃ তওহীদ ঃ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার প্রথম সূত্র

ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ তওহীদ ঃ সাহিত্যকলার প্রথম সূত্র

চতুর্দশ অধ্যায় ঃ তওহীদ ঃ শ্রবণ ও দর্শন কলার প্রথম সূত্র

দ্বিতীয় পর্ব ঃ ইতিহাস

পরিচ্ছেদ ০১ ঃ মানব–চরিত্রে অভিব্যক্তি

প্রথম অধ্যায় ঃ মহানবী (সাঃ) ও তাঁর সুন্নাহ

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ সাহাবাগণ (রাঃ)

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ ০২ ঃ রাজনৈতিক জীবনে অভিব্যক্তি
তৃতীয় অধ্যায় ঃ মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র
চতুর্থ অধ্যায় ঃ ফুতুহাত
পঞ্চম অধ্যায় ঃ ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক দাওয়াহ
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ প্রশাসন ও ন্যায়বিচার
পরিচ্ছেদ ০৩ ঃ সামাজিক জীবনে অভিব্যক্তি
সপ্তম অধ্যায় ঃ পরিবার
অষ্টম অধ্যায় ঃ শিক্ষা ব্যবস্থা
নবম অধ্যায় ঃ হিসবাহ
পরিচ্ছেদ ০৪ ঃ জ্ঞানচর্চা অভিব্যক্তি
দশম অধ্যায় ঃ উলুম আল কুরআন আল কারীম
একাদশ অধ্যায় ঃ উলুম আল সুন্নাহ আল শারীফাহ
দ্বাদশ অধ্যায় ঃ উলুম আল ফিকাহ ওয়া উসুলুহ
ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ উলুম আল আখলাক ওয়া আল সিয়াসাহ
চতুর্দশ অধ্যায় ঃ আল আদাব
পঞ্চদশ অধ্যায় ঃ উলুম আল তাবিয়াহ
পরিচ্ছেদ ০৫ ঃ জীবনযাত্রায় অভিব্যক্তি
ষষ্ঠদশ অধ্যায় ঃ নগরসমূহ
সপ্তদশ অধ্যায় ঃ শ্রবণ ও দর্শন কলা
অষ্টাদশ অধ্যায় ঃ সংখ্যালঘু

তৃতীয় পর্ব ঃ অন্যান্য সভ্যতা

প্রথম অধ্যায় ঃ পাশ্চাত্য খৃস্টবাদ
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ আধুনিক পাশ্চাত্য
তৃতীয় অধ্যায় ঃ সমাজতন্ত্র, ফ্যাসিজম, কম্যুনিজম
চতুর্থ অধ্যায় ঃ ইহুদী ধর্ম, ইহুদীবাদ
পঞ্চম অধ্যায় ঃ হিন্দুধর্ম
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ থেরাবাদ বৌদ্ধ ধর্ম
সপ্তম অধ্যায় ঃ মহায়ান বৌদ্ধ ধর্ম

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায় ঃ চীনা ধর্ম ও সভ্যতা
নবম অধ্যায় ঃ জাপানী ধর্ম ও সভ্যতা
দশম অধ্যায় ঃ প্রাচীন সমাজ

চতুর্থ পর্ব ঃ সভ্যতার সংকট

পরিচ্ছেদ ০১ ঃ সমস্যা
প্রথম অধ্যায় ঃ মুসলমানদের অবক্ষয়
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ উপনিবেশবাদ
তৃতীয় অধ্যায় ঃ খৃষ্টান মিশন ও প্রাচ্য বিদ্যা
চতুর্থ অধ্যায় ঃ উপনিবেশবাদের পরিণাম
পরিচ্ছেদ ০২ ঃ মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া
পঞ্চম অধ্যায় ঃ আল সালাফিয়াহ আন্দোলন
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ আল সানুসিয়াহ আন্দোলন
সপ্তম অধ্যায় ঃ অন্যান্য আন্দোলন
পরিচ্ছেদ ০৩ ঃ নিরবচ্ছিন্ন সমস্যা
অষ্টম অধ্যায় ঃ বিভেদ ও সংকীর্ণ জাতিসত্তাবাদ
পরিচ্ছেদ ০৪ ঃ ইসলাম ও বিশ্ব
নবম অধ্যায় ঃ জ্ঞানের সমস্যা
দশম অধ্যায় ঃ ব্যক্তিক ও পারিবারিক সমস্যা
একাদশ অধ্যায় ঃ প্রকৃতি ও ভোগের অধিকার সংক্রান্ত সমস্যা
দ্বাদশ অধ্যায় ঃ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিশ্ব ব্যবস্থার সমস্যা

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট ঃ ৩

বিভিন্ন বিষয়ে সম্ভাব্য রচনার তাত্ত্বিক পরিকল্পনা

বর্তমান স্তর, বিষয়বস্তুর কাঠামো, সমালোচনাধর্মী বিশ্লেষণ

নিম্নোক্ত দিকগুলো আলোচনা করে আপনার বিষয়ের বর্তমান পদ্ধতি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ তৈরি করুন ঃ

১. ইতিহাস ঃ বর্তমানে অনুসৃত পদ্ধতি কিভাবে আপনার বিষয়ে গৃহীত হয়েছে। বর্তমান পদ্ধতি উদ্ভাবন অথবা গ্রহণে কোন কোন দিক প্রভাব বিস্তার করেছে অথবা সহায়ক হয়েছে? আপনার বিষয়ের পদ্ধতি নির্ণয়ে কোন্ কোন্ মহান চিন্তাবিদের অবদান রয়েছে? কোন্ চিন্তাবিদ এক্ষেত্রে কি তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন? কোন্ তাত্ত্বিক কারণে অথবা পরিস্থিতিতে তাদের ভাবধারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে? আপনার বিষয়ের পদ্ধতির ধারা ভবিষ্যতে ঐ বিষয়ের জন্য কি অবদান রাখবে? যদি তাই হয়, তবে কিভাবে ও কেন?

২. পদ্ধতি ঃ আপনার বিষয়টি কোন্ কোন্ ক্যাটেগরি নিয়ে গঠিত? আপনার বিষয়ের তথ্যাদির সংজ্ঞা কিভাবে নিরূপণ করেন? কোন্ কোন্ উপাদান নিয়ে আপনার তথ্যাদি প্রণীত? বিষয়টিতে এসব তথ্য কি কি কাজ সম্পন্ন করতে চায়? কিভাবে? বিষয়টি কি অর্জন করতে চায়? এর উদ্দেশ্য কি? আপনার বিষয়টি পদ্ধতিগত কয়টি ধারায় বিভক্ত? এদের পরস্পরের বৈপরীত্য ও সাদৃশ্য কতটুকু?

৩. বিষয়বস্তু ও সমস্যা ঃ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতিনিধিত্বমূলক অর্ধ-ডজন পাঠ্য বিষয়ের বিষয়সূচী আপনি কিভাবে সংশোধন করবেন? (প্রথম বর্ষের গ্রাজুয়েট ছাত্ররা এসব বই অবশ্যই নেবে অথবা নিয়েছে)।

আপনি এগুলোর বৈচিত্র্য অথবা সাদৃশ্য কিভাবে মূল্যায়ন করবেন? সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সমস্যার প্রকৃতি কি? অর্থাৎ এর গ্রন্থকার, আলোচ্য বিষয়, উপাত্ত, সমাজ অথবা মূল্যবোধের বিরাজমান সমস্যাদি? এসব সমস্যা কি সমাধানযোগ্য? সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা কি তাই মনে করেন? বিষয়টির সীমানা কি? এটাই কি মানবীয় জ্ঞানের শেষপ্রান্ত?

৪. ইসলাম এবং আপনার বিষয় ঃ আপনি যদি আপনার বিষয়ের সাথে ইসলামের সাযুজ্য বিধানের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করে থাকেন তবে সেই

www.pathagar.com

সাযুজ্যের কাঠামোকে আপনি কোন শ্রেণীভুক্ত করবেন? ইসলামের সাধারণ (কুরআন ও সুন্নাহ) উৎস ছাড়া আর কোথায় সাযুজ্যের সন্ধান করবেন? ইসলাম কি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ইতিহাস, পদ্ধতি, বিষয়বস্তু অথবা সমস্যাদির ওপর সমানভাবে প্রভাব রাখে? না কি এর মধ্যে কোন তফাৎ আছে? এই সাযুজ্যের মধ্যে প্রধান ভাবধারাটি কি যা আপনার বিষয়ের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক? ইসলামের সাযুজ্য এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্যে আপনার বিবেচনায় কোনো অভিন্ন সম্পর্কের উদাহরণ দিতে পারেন কি? বিষয়টি বর্তমানে শিল্প, বিজ্ঞান, না মানবিক বিদ্যার আওতাভুক্ত? মানব-কল্যাণ বিষয়টি কিভাবে অবদান রাখতে পারে বলে আপনি আশা করেন? বর্তমান কাঠামোতেই কি তা কার্যকর হবে?

www.pathagar.com

ফিলিস্তিনের সন্তান মরহুম ডঃ ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী (১৯২১-১৯৮৬) ইসলামসহ বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে তুলনামূলক জ্ঞানে বিশ্বব্যাপী একজন স্বীকৃত পন্ডিত। বৈরুতের আমেরিকান ইউনিভার্সিটি থেকে দর্শনে স্নাতক এবং ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি ও আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি থেকেই তিনি দর্শনের উপর পিএইচ ডি করেন। পরবর্তীতে তিনি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের উপর এবং ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটিতে খ্রীষ্টধর্ম ও ইহুদী ধর্মের উপর স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন করেন। এভাবেই তিনি তিনটি প্রধান ধর্মেরই স্ব স্ব উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র থেকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করেন। এরূপ শিক্ষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব সমসাময়িক বিশ্বে খুবই বিরল।

তিনি ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫৮-১৯৬১ পর্যন্ত, করাচীস্থ সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক রিসার্চে ১৯৬১-১৯৬৩ পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬৩-১৯৬৪ পর্যন্ত ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে কাজ করেন। এছাড়া সিরাকুজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬৪-১৯৬৮ পর্যন্ত সহযোগী অধ্যাপক এবং ১৯৬৮-১৯৮৬ পর্যন্ত টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন জার্নাল এবং আন্তর্জাতিক পত্রিকায় তাঁর শতাধিক প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। অধিকন্তু তিনি ২৫টিরও বেশী বই লিখেছেন যেগুলোর মধ্যে "Historical Atlas of the Religions of the World", "The Great Asian Religions", "Trialogue of the Abrahamic Faiths, Christian Ethics: A Historical and Systematic Analysis of Its Dominant Ideas", "Al Tawhid : Its Implication for Thought and Life". প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। "The Cultural Atlas of Islam" তাঁর সর্বাধিক আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থের নাম। এ গ্রন্থটি তিনি তাঁর স্ত্রী ডঃ লুইস লামিয়া আল ফারুকীর সাথে যৌথভাবে প্রণয়ন করেন।

তিনি কেবল শিক্ষাবিদই ছিলেন না, একজন সমাজ সংস্কারক হিসাবেও তাঁর ব্যাপক ত্যাগ-তিতিক্ষা ছিল। তিনি ইসলামিক স্টাডিজ গ্রুপ অব দি আমেরিকান একাডেমী অব রিলিজিয়ন-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং দীর্ঘ দশ বছর এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মুসলিম-ইয়াহুদী-খ্রীষ্ট সম্মেলন শীর্ষক আন্তঃধর্মীয় শান্তি সহযোগিতা সংঘের সহ-সভাপতি এবং শিকাগোর আমেরিকান ইসলামিক কলেজের সভাপতি হিসাবেও বিশেষ তৎপরতার পরিচয় দেন। এছাড়াও তিনি বহু প্রতিষ্ঠানের ও প্রকাশনার পৃষ্ঠপোষকতার ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯৮৪-১৯৮৬ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থট-এর সভাপতি ছিলেন।

"Process of Islamization of Knowledge : General Principles And Workplan" ইসমাঈল রাজী আল ফারুকীর অনবদ্য সৃষ্টি। এ গ্রন্থে তিনি সমকালীন বিশ্বে শিক্ষা সমস্যার উপর আলোকপাত করেছেন এবং এ বিষয়ে মুসলিম শিক্ষাবিদদের করণীয় দিক নির্দেশ করেছেন। এ গ্রন্থেরই বাংলা রূপান্তর "জ্ঞান ঃ ইসলামী রূপায়ণ"।